শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের

পত্রাবলী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট
নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীরূপানুগাচার্য্য-ভাস্কর
জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের

পত্রাবলী

[প্রথম খণ্ড]

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদানুকম্পিত

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ-

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

[সেবানুকূল্য—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট-এর পক্ষে
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীবামন গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ,
৩৯, রামানন্দ চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট্, কলকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে প্রকাশিত।

—ঃ আদি সংস্করণ ঃ—
শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি
৫ গোবিন্দ, ৫২০ শ্রীগৌরাব্দ
২৪ মাঘ, ১৪১৩ ; ইং ৭/২/২০০৭

গ্রন্থ-প্রাপ্তিস্থান

১। **শ্রীশ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ**, কোলেরডাঙ্গা লেন, নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।
২। **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ ও জেলা মথুরা (উঃ প্রঃ)।
৩। **শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ**, দানগলি, বৃন্দাবন, জেলা মথুরা (উঃ প্রঃ)।
৪। **শ্রীগিরিধারী গৌড়ীয় মঠ**, দশবিশা, পোঃ গোবর্দ্ধন, (মথুরা) উঃ প্রঃ।
৫। **শ্রীদুর্ব্বাসাঋষি গৌড়ীয় আশ্রম**, দাউজী, পোঃ বলদেও (মথুরা) উঃ প্রঃ।
৬। **শ্রীবামন গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ**, ৩৯, রামানন্দ চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট্, কলকাতা-৯।
৭। **শ্রীরমণবিহারী গৌড়ীয় মঠ**, ব্লক বি/৩এ, জনকপুরী, নিউ দিল্লী—৫৮।
৮। **শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠ**, বামনপুকুর, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া) পঃ বঃ।

মুদ্রাকর—
জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স
৩৭/১/২, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৪

প্রকাশকের নিবেদন

পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্‌ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের অহৈতুকী কৃপায় তৎপ্রতিষ্ঠিত 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট' হইতে **'শ্রীল বামন গোস্বামী মহারাজের পত্রাবলী'** (১ম খণ্ড) আদি সংস্করণরূপে প্রকাশিত হইলেন। ইহা হরিভক্তিপরায়ণ সাধক-সাধিকার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। শ্রীরূপানুগসিদ্ধান্ত-ধারাবর্ষী সাত্বত শাস্ত্রসমূহের সার-শিক্ষাসম্বলিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের পত্রাবলীসমূহ আত্মমঙ্গলকামী পাঠক-মাত্রেরই অবশ্য কল্যাণপ্রদ।

শ্রীগুরুদেবের মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, অলৌকিকত্ব প্রচার, তাঁহার স্তুতিগান করা শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। শাস্ত্রীয় বিচার-যুক্তি ও তত্ত্বসিদ্ধান্তই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-বিষয়ে উপযুক্ত মাধ্যম বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন-গণকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের দিব্যজীবনী ও অপ্রাকৃত শিক্ষা আলোচনা করিতে গেলে তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাবের সহিত সুষ্ঠু পরিচিতি আবশ্যক। "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবের শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"— ইহাই তাঁহার নীতি ও আদর্শ ছিল। তিনি নিজজীবনে সুষ্ঠু আচরণ-মুখেই শ্রীগৌর-বিনোদবাণীর সেবা-প্রচার করিয়াছেন ও জগতে ঐরূপ শিক্ষাদান করিয়াছেন।

অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ৮ই পৌষ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ (ইং ২৩।১২।১৯২১), শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণা-নবমী-তিথিতে অবিভক্ত ভারতবর্ষের পূর্ব্ববঙ্গে খুলনা জেলার (বর্ত্তমান বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলা) অন্তর্গত পিলজঙ্গ-গ্রাম-নিবাসী শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও শ্রীমতী ভগবতী দেবীকে পিতা-মাতারূপে অঙ্গীকারপূর্ব্বক এই ধরাধামে আবির্ভূত হন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্যরূপে সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচারকালে তাঁহার শাস্ত্রীয় যুক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ-মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া বহু শ্রদ্ধালু ও হরি-ভজনপিপাসু জনগণ তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক হরিভজনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম যে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ, তাহা তাঁহার আশৈশব পরমার্থা-নুশীলনে প্রগাঢ় অনুরাগ হইতেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার সমগ্র জীবনে

সকল কার্য্যের মধ্যে ভগবৎসেবা দেদীপ্যমান। তাঁহার প্রবন্ধাবলী, বক্তৃতাবলী যদ্রূপ পরমার্থের আলোকে উজ্জ্বল, তাঁহার ব্যক্তিগত পত্রসমূহও তদ্রূপ প্রোজ্ঝিত-কৈতব ভাগবতধর্ম্মের আলোকেই সমৃদ্ধ। বিশেষতঃ পত্রগুলিতে পরিপ্রশ্নসমূহের উত্তর সরলভাষায় ব্যক্ত থাকায় তাহা জনসাধারণের সহজবোধ্য।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকটাবস্থায় তাঁহার লিখিত পত্রগুলি বিভিন্ন ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার বাসনা হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠাকে যিনি শূকরের বিষ্ঠাসদৃশ জ্ঞান করিতেন, সেই শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাক্রমে তখন উহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা মন হইতে বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। তাঁহার অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পূর্ব্বে কালপ্রভাবে শ্রীবেদান্ত সমিতিতে এক মহাবিপর্য্যয় ঘনীভূত হয়। উক্ত বিপর্য্যয়ে সব কিছু উল্টাপাল্টা হইয়া যায়, আমরা সমিতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। সেকারণে আজ তাঁহার 'পত্রাবলী' প্রকাশ করিতে গিয়া বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। আমার নিকট যে পত্রগুলি সংগৃহীত ছিল, তাহাও হস্তচ্যুত হয়। পরবর্ত্তিকালে মাত্র কয়েকটী পত্র সংগ্রহপূর্ব্বক উক্ত 'পত্রাবলী' প্রকাশের ইচ্ছা 'দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার' ন্যায় পূরণ করিলাম।

'পত্রাবলী' পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গ ও গৌড়ীয় মহাজনগণের অপ্রাকৃত ভাবপুষ্ট আত্যন্তিক কল্যাণজনক উপদেশাদিতে সমলঙ্কৃত। জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ, পরমহংস-মুকুটমণি স্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণব-মহাজনগণের দার্শনিক বিচারপূর্ণ সিদ্ধান্তও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ'—মহাজনের যেই মত, তা'তে হব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।" ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয় বিবর্জ্জিত তত্ত্বানুশীলনে জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ নিহিত ; তথায় ভুল-বুঝাবুঝি বা তত্ত্ববিভ্রম বলিয়া কিছুই নাই। উপাস্যবস্তু-বিষয়ে সুষ্ঠু ধারণা আমাদিগকে বাস্তববস্তু লাভে সম্যক্‌ভাবে দিগ্‌দর্শন করিতে পারে। মহাজন-বাণী আমাদিগকে প্রকৃত গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম। লোকোত্তর মহাপুরুষগণের তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ উপদেশ-সম্বলিত পত্রাদি আলোচনা ও অনুশীলনদ্বারা তাঁহাদের শুভেচ্ছা-শুভাশীর্ব্বাদ ও আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করা যায়।

কি সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণনে, অনর্থনিবৃত্তির উপায়-বর্ণনে, নাম-

ভজনে ও নামাপরাধ-বর্জ্জনে, জনসাধারণের সাধারণ ভ্রম ও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তমত নিরসনে, অন্যাভিলাষিতাশূন্য-কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবৃত-শুদ্ধভক্তির স্বরূপ-প্রদর্শনে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত নির্গুণতার পার্থক্য জ্ঞাপনে, নাস্তিকতারূপ মায়াবদ্ধ ও প্রাকৃত সাহজিক মতসমূহ উদ্‌ঘাটনে, নিয়ম-নিয়মাগ্রহের পার্থক্য বিশ্লেষণে, প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ের পার্থক্য প্রদর্শনে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বিপ্রলম্ভময়ী সেবার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনে, সাধুসঙ্গের মহিমা প্রদর্শনে, ভগবদ্ধাম ও তীর্থস্থানের পার্থক্য নিরূপণে, সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের মহিমা-বর্ণনে, মঠবাসিগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে, মঠ-মিশন পরিচালনা-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের অসারতা প্রদর্শনে, গ্রন্থ-প্রকাশনাদি বিষয়ে নির্দ্দেশদানে, অসৎসঙ্গ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরসনে, সাংসারিক বিপত্তির কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে একমাত্র অব্যর্থ মঙ্গলময় পথ শ্রীকৃষ্ণানুশীলন অবলম্বনের সুদৃঢ় উপদেশ প্রদানে, নিরপেক্ষ সত্য বর্ণনদ্বারা শোকসন্তপ্তহৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চনের স্নেহ-পরায়ণতায়, সাধক-সাধিকার যাবতীয় বাস্তব জ্ঞাতব্য-বিষয়-বর্ণনে ও সিদ্ধির অকৃত্রিম রাজকীয় পথ-প্রদর্শনে সহজ-সরল স্পষ্টভাষায় অভিব্যক্ত শ্রীল গুরুপাদপদ্মের পত্রাবলী তুলনারহিত।

বর্ত্তমান গ্রন্থপ্রকাশে যাঁহারা আমাকে আন্তরিকভাবে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীল গুরুদেবের অপ্রাকৃত করুণালাভ করিয়া আমাদের নিত্য আত্মীয়গণ ধন্যাতিধন্য হউন, ইহাই আন্তরিক কামনা।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট
শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি
৫ গোবিন্দ, ৫২০ শ্রীগৌরাব্দ, ২৪ মাঘ,
১৪১৩ বঙ্গাব্দ (ইং ৭/২/২০০৭)

শ্রীগৌরজন পদরেণুঃ প্রার্থী—
শ্রীভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ

বিষয়-সূচী

বিষয় — পত্রাঙ্ক

১। পত্র-পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখিবার মাধ্যমে শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনার উপদেশ ১
২। অনুশোচনা ও অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হওয়ার নামই ক্ষমাভিক্ষা ৪
৩। "মণিময়-মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্" ৯
৪। শ্রীভগবানের মহিমা-মাহাত্ম্য ও লীলাকথা-বিহীন ইন্দ্রিয়-তর্পণপর গ্রন্থাদি আলোচনায় কোন বাস্তব কল্যাণ নাই ১৩
৫। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপাই সাধক-সাধিকার একমাত্র অবলম্বন ১৭
৬। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে নিবেদিত বস্তু তাঁহারাই অবশ্যই গ্রহণ করেন ২১
৭। মায়াবদ্ধ জীব শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত মহিমা-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে অসমর্থ ২৩
৮। গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপাই জীবের একমাত্র পাথেয় ২৬
৯। আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব—ভগবৎস্বরূপ ২৯
১০। ব্রত-পর্ব্বাদি পালনের মূল উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রীতি ৩৩
১১। সেবাবিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষসেবা একই তাৎপর্য্যপর ৩৭
১২। যাঁহারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, তাঁহারা মৃত্যুভয় ও যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হন না, তাঁহারা ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যশীল ৪০
১৩। সাধুসঙ্গের মহিমা ও শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের ভজন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ৪২
১৪। সাধন-ভজন-পথে হিংসা-মাৎসর্য্যের কোন স্থান নাই ৪৬
১৫। যে-বিষয়ে শ্রীভগবান্, ভক্ত ও ভক্তির কোন সম্পর্ক নাই, ভক্তগণ তাহা কখনই আবাহন করেন না ৪৯
১৬। 'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্' ৫২
১৭। "যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ" ৫৫
১৮। "যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ" ৫৭
১৯। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত স্নেহ ও করুণার কোন তুলনা নাই ৫৯
২০। নিঃস্বার্থ দান ও সেবাবৃত্তিই শরণাগতের ভূষণ বা অলঙ্কার ৬১

বিষয় পত্রাঙ্ক

২১। "শ্রীগুরোঃ কৃপা হি কেবলম্" ৬৪
২২। "নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে" ৬৭
২৩। সমালোচনাপেক্ষা সকলেই নিষ্কপটে প্রকৃষ্টরূপে গুরুসেবা করিতেছেন—এইরূপ বিচার ভজনের সহায়ক ও উন্নতিকারক ৭০
২৪। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় না হইলে শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ সম্ভব নহে ৭৬
২৫। বোবারও শত্রুর অভাব নাই ৭৭
২৬। "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ" ৭৯
২৭। সদ্‌গুরু কখনও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকামী নহেন ৮৩
২৮। হরিভজনবিমুখ ব্যক্তিগণ নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী ৮৪
২৯। কার্ত্তিক-মাস-কৃত্য ৮৬
৩০। গৃহী-ভক্তের পক্ষে মঠ-মিশনের ন্যায় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহাদির সেবা-পূজা পরিচালনা অসম্ভব ৮৭
৩১। শ্রীভগবানের ন্যায় ভক্ত পরতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়াও সেবা-পরতন্ত্র অর্থাৎ সেবক-বৎসল ৯১
৩২। শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরাদি নিত্য ও অপ্রাকৃত ৯৪
৩৩। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ৯৬
৩৪। অপ্রাকৃত স্নেহ-মমতার মধ্যে আত্যন্তিক কল্যাণ নিহিত ৯৮
৩৫। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে বহু ত্যাগস্বীকার ও ধৈর্য্যধারণ প্রয়োজন ১০০
৩৬। গুরু-বৈষ্ণবগণের আদেশ, উপদেশ ও নির্দ্দেশ পালনের মধ্যেই জগজ্জীবের কল্যাণ নিহিত ১০২
৩৭। হরিভজন-বিরোধী দোষসমূহ পরিত্যাগ না করিলে আত্মকল্যাণ অসম্ভব ১০৫
৩৮। শ্রীভগবদ্ধাম ও তীর্থস্থান সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে ১০৭
৩৯। স্নেহ-মমতা ও শ্রদ্ধা-ভক্তিই সকলক্ষেত্রে সফলতা আনয়ন করে ১০৯
৪০। ধৈর্য্য ও উৎসাহশীল ব্যক্তি বিরূপ সমালোচনায় নিরুৎসাহী হন না ১১১
৪১। শ্রীপত্রিকার প্রচ্ছদ ও প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বিশেষ নির্দ্দেশ প্রদান ১১৩

বিষয় পত্রাঙ্ক

৪২। স্বীয় অধিকারানুসারে আরাধ্যদেবের ভজনই সর্ব্বোত্তম ১১৫

৪৩। সাধন-ভজনশীল ব্যক্তি অমানী মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত—
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল নহে ১১৮

৪৪। গ্রন্থ প্রকাশনাকার্য্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ১২০

৪৫। মঠ-মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে অপরিপক্ক গৃহস্থের মতামত গ্রাহ্য
নহে এবং প্রতিষ্ঠাশা বর্জ্জনই সাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য ১২২

৪৬। পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্ব্বক মঠ-মিশনের সেবা করাই
সেবকের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ১২৪

৪৭। সাধক-সাধিকার প্রাত্যহিক কৃত্যাদি নিয়মমাফিক
অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন ১২৬

৪৮। মঠ-মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষের অধিকারাদির বিচার
সাধারণ সেবকের পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র ১৩৪

৪৯। নিষ্কপটে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিবার জন্য প্রতিকূল
পরিবেশ সর্ব্বদা বর্জ্জনীয় ১৩৬

৫০। মঠ-মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুসারে
আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণীয় ১৩৮

৫১। আলোচনাসাপেক্ষে কার্য্য করিলে সমালোচনার সুযোগ থাকে না ১৪০

৫২। মঠ-মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামত গ্রাহ্য নহে ১৪২

৫৩। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রদর্শিত পথে চলিলে কোনরূপ
বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে পারে না ১৪৩

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের

পত্রাবলী

পত্র-পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখিবার মাধ্যমে শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনার উপদেশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)
তাং—২১।৯।১৯৭০

স্নেহাস্পদাসু—

* * পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য জীবনীসম্বলিত ও বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ-কবিতা-বক্তৃতাবলী-সমন্বিত একখানি "শ্রীশ্রীআচার্য্য-বিরহ-সংখ্যা" পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছেন। আগামী ২৮শে আশ্বিন তদীয় বিরহ-তিথিতে উক্ত পত্রিকা প্রকাশিত হইবেন। আমি এই কাজের জন্য এখানে ১ মাস থাকিব। তোমার নিকটও উক্ত পত্রিকা পাঠানো হইবে। তুমি কি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছ?

তোমার পক্ষে সম্ভব হইলে বেশ ভাল একটী কবিতা বা ছোট প্রবন্ধ সত্বর লিখিয়া পাঠাইবে। কারণ সময় খুব সংক্ষেপ, শীঘ্র পত্রিকা অফিসে পৌছিলে উহা এই বিশেষ সংখ্যায় স্থান পাইবে। তোমার পূর্ব্ব প্রেবিত প্রবন্ধ আমি আসাম প্রদেশে প্রচারে থাকাকালে সংশোধনের জন্য আমার নিকট ডাকে পাঠানো হইয়াছিল। দুঃখের সহিত জানাইতেছি, উহা পোষ্ট অফিসের গণ্ডগোলের দরুণ আমার হস্তগত হয় নাই। যদি উহার কোন Draft rough copy থাকে, তবে পুনঃ লিখিয়া পাঠাইবার চেষ্টা করিবে।

পত্রিকায় প্রবন্ধ দেওয়াও ভগবদ্-অনুশীলন ও সেবা। কেননা প্রবন্ধ লিখিতে হইলে বহু শাস্ত্রীয় তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত আলোচনা ও অভ্যাসের প্রয়োজন। গ্রন্থ-রাজি—পুষ্পস্তবক, তোমাকে প্রবন্ধ-কবিতারূপ পছন্দসই মাল্য রচনা করিতে হইবে। ইহাতে ছন্দ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও রুচিজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু উহাই কেবল কাব্য-প্রবন্ধাদির চরম বিষয় নহে ; রচনার মূল লক্ষ্য হইবে—অন্তর্ম্মুখী বা ভক্তিমুখী। ভগবদ্ভক্তিই যদি উদ্দিষ্ট বিষয় না হয়, তবে ভক্তিহীন রচনাদি জড়কাব্য-মধ্যে পরিগণিত। অপ্রাকৃত কাব্যামোদিগণ উহাতে পরিতৃপ্ত বা পরিতুষ্ট হইতে পারেন না। এ সম্বন্ধে গ্রন্থসম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবতে বহু প্রমাণ আছে। তোমাকে ক্রমশঃ সে-সকল বিষয় লিখিয়া জানাইতে পারিব।

* সাক্ষাদ্ভাবে সাধু-গুরুর উপদেশ-নির্দ্দেশলাভে অসুবিধা হইলে গ্রন্থ-রূপী সাধুসঙ্গের ব্যবস্থা শাস্ত্রান্তরে প্রদত্ত হইয়াছে। মহতের জীবনী ও বাণী একই তাৎপর্য্যপর, উহা অনুশীলন ও আলোচনা করিলে সাধক-সাধিকার আত্মকল্যাণ লাভ হয়।

তুমি নিয়মিতভাবে শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করিবে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, জৈবধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী ধীর-স্থিরভাবে পড়িবে। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ হইতে ভজন-কীর্ত্তনাদি শিখিবে ও নিজে নিজে গুণগুণস্বরে কীর্ত্তন করিবে। মায়া-বাদের জীবনী পড়িয়া বুঝিবার চেষ্টা করিবে। **প্রত্যহ নির্ব্বন্ধসহকারে নিরপরাধে শ্রীনামসংখ্যা পূরণ করা প্রয়োজন। লক্ষনাম গ্রহণ না করিলে শ্রীভগবান্ সেবকের প্রদত্ত বস্তু গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। যিনি দৈনিক অপতিতভাবে লক্ষনাম গ্রহণ করেন, তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু "লক্ষেশ্বর" বলিয়াছেন। "দেখ, নাম বিনা যেন দিন নাহি যায়"—তাঁহার এই আদেশ যথোচিত পালন করা কর্ত্তব্য।**

ভক্তিসাধিকা কাতরভাবে দৃঢ়তা ও নিষ্কপটতার সহিত শ্রীনাম-ভজনে তৎপর হইবেন। তবে শ্রীনাম-প্রভুর কৃপা লাভ হয়। শ্রীনাম-গ্রহণকারিণী তখন উপলব্ধি করিতে পারেন ;—নামী শ্রীভগবান্ ও শ্রীনাম-স্বরূপ একই

বস্তু। শ্রীনামগ্রহণের মাধ্যমেই ভগবৎসাক্ষাৎকার সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের নিকট ক্রন্দন ও দৈন্য নিবেদন ব্যতীত জীবের সাধনে সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নয়। চঞ্চল মন শ্রীনামের সাধনকালে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলেও তাহাকে প্রত্যাহৃত করিয়া স্থির করিতে হইবে। অভ্যাসযোগদ্বারা ইহা সম্ভব, সেই সঙ্গে কিছুটা বৈরাগ্যযোগ অর্থাৎ আহারে-বিহারে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সংযমের অভ্যাস প্রয়োজন। ভগবদিতর-বিষয়ে স্বাভাবিক বিতৃষ্ণাকেই 'বৈরাগ্য'-শব্দে অভিহিত করা হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনের মনোনিগ্রহের যে বিধি-বিধান দিয়াছেন, উহাই আমাদের সাধনের বিষয়। পরম প্রেমিক ভক্ত শ্রীল নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর শ্রীনাম-সাধনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও শিক্ষা জগতে প্রদান করিয়াছেন। উহাই আমাদের জীবনের আদর্শ।

তুমি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের জন্য যত্নবতী হইবে। ভজনের প্রতিকূল বর্জ্জন করিয়া "অন্তরনিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার" বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবে। ভজনবিমুখ দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা বর্জ্জন-পূর্ব্বক ভজনানুকূল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করিবে। আচার-বিচার, চাল-চলন, বেশভূষা প্রত্যেকটী বিষয়ে ভক্তিভাব মিশ্রিত করিবার সুযোগ লইবে। তোমার ঐ আদর্শ দেখিয়া আরও পাঁচজন উহাতে উদ্বুদ্ধ হইবে। প্রচুর পরিমাণে শ্রীনামগ্রহণ ও হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই হৃদয়ের কালিমা অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য অপসারিত হয়—সকল অপরাধ বিদূরিত হয়। তুমি নিষ্কপটে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় আত্মনিয়োগ করিলে তোমার বাস্তব কল্যাণ লাভ হইবে, ইহাই তোমার প্রতি আমার শুভেচ্ছা। শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই তোমাকে কৃপা করিবেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপাই সাধনের বল বা সম্পদ্। আমার স্নেহাশীষ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

অনুশোচনা ও অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হওয়ার নামই ক্ষমাভিক্ষা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/O—শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী
চাঁদনীপাড়া, পোঃ—সিউড়ি (বীরভূম)
তাং—২২।১০।১৯৭০

সাদরসম্ভাষণ পূর্ব্বিকেয়ম্—

* * পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপায় একপ্রকার আছি। তুমি আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছ। ইহার উত্তরে আমি কি লিখিব, খুঁজিয়া পাইতেছি না। শারীরিক, মানসিক অথবা আত্মিক কোন্ কুশল তোমার জানিতে ইচ্ছা, তাহা বুঝিতে না পারিয়া শারীরিক কুশলবার্ত্তাই জানাইলাম। মায়াবদ্ধ জীবের শারীরিক ও মানসিক কুশল থাকিতে পারে না, আত্মিক-কুশল ত' দূরের কথা! মুক্তগণের সর্ব্বকালই আত্ম-কুশল বর্ত্তমান, অতএব তাঁহাদের শারীর ও মানস-কুশল স্বতঃসিদ্ধ। দেহধারী জীবমাত্রেরই আত্মকুশল-জিজ্ঞাসাই মুখ্য, ইহা ব্যতীত অপর সমস্তই গৌণ-মধ্যে পরিগণিত।

তুমি অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিয়াছ। আমার বিচারে তুমি বা * কোনরূপ অপরাধ বা দোষ-ত্রুটী কর নাই। আমিও তোমাদের প্রতি অপ্রসন্ন নহি। তবে কোন অদৃশ্য হস্ত তোমাদের প্রতি আমার স্নেহদৃষ্টির অন্তরায় ঘটাইতেছে। এজন্য আমি তোমাকে দায়ী করি না, আমাকেও সর্ব্বক্ষণ এই দায়মুক্ত রাখিয়াছি। তোমাকে ক্ষমা করিবার কোন প্রশ্নই আসে না, কারণ তোমার কোন দোষ লই নাই। তোমাদিগকে যেরূপ স্নেহ করিতাম, এখনও সেই ভাব বজায় আছে, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না। বৈষ্ণবগণের অপার্থিব স্নেহ কখনই মেকী নহে, উহা ত্রিকাল সত্য। সেই স্নেহের মাধ্যম আবিষ্কার করিতে তোমাদের বর্ত্তমানে হয়ত' অনেক কষ্ট কল্পনা করিতে হইতেছে। কিন্তু আমি ভালরূপ জানি,—জীবনে জ্ঞানতঃ আমি কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি নাই, তথাপি লোকের যদি ভুল বুঝাবুঝি হয়, তাহার জন্য আমি গুরু-

ভগবানের নিকট দায়ী হইব না বা আমাকে তাঁহাদের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে না। আমি কাহারও সততায় সন্দেহ করি না, আমাকেও কেহ ভুল না বুঝে—ইহাও আমি দেখিতে চাই। তাই বলিতেছি,—তোমরা যে স্নেহের নীড়ের মধ্যে গভীর ফাটল আবিষ্কার করিতে চাহিতেছ, আমি সর্ব্বদা ঐ অবস্থা হইতে পরিমুক্ত আছি। আমার নিকট উহা—"যথা পূর্ব্বং, তথা পরম্।"

* প্রভুর বাড়ীতে গিয়া তোমার মন খারাপ হইল কেন? তোমার মন খারাপের মত কোন কথাই আমি তোমাদের বলি নাই। কেবল বলিয়াছি,—"সময় পাইলে কার্য্যশেষে যাইবার চেষ্টা করিব। তোমাদের প্রতি আমার কোনরূপ রাগ নাই। * ও *কে যাইতে নিষেধ করিয়া তোমার পিতাই আমার দ্বারমানা করিয়াছেন, ইহাতে আমার কোন দোষ দেখিতেছি না।" তোমার পত্র পাইয়া আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তুমি "পত্র না লিখিয়া থাকিতে পারিলে না", ইহা দেখিয়া যারপর নাই উৎসাহিত হইলাম। তোমাদের প্রতি আমার যেরূপ স্নেহ ছিল, উহা চিরকালই সমভাবে থাকিবে। আমি দূরে থাকিলেও তোমাদের প্রতি স্নেহদৃষ্টির অভাব হইবে না। সঙ্গীগণসহ আমার বিরূপ সমালোচনা হইতে থাকিলেও, অন্তর্যামী ভগবান্ কোনদিনই আমাকে তোমাদের নিকট হইতে দূরে রাখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন না। তোমার পত্রে তোমার মানস-দর্শনখানি প্রতিফলিত হইয়াছে, দেখিতে পাইলাম। তোমার হৃদয়ের সহজ-সরল ভাব অভিব্যক্ত হওয়ায় তুমি নিজেকেই আমার নিকট ধরা দিয়াছ। তুমি খুব বুদ্ধিমতী, কিরূপে স্নেহাকর্ষণ করিতে হয়, তাহা তোমার খুব ভাল জানা আছে বুঝিলাম।

"মেয়েদের জন্মই পাপের জন্ম" নয়। তুমি লিখিয়াছ,—"মেয়েদের জন্য বাপ-মায়ের কত ক্ষতিই না হয়!" আমি বলি,—"বাপ-মায়ের জন্যই মেয়েদের কত অশান্তিই না সহ্য করিতে হয়!" তোমার জন্য আমার সঙ্গে তোমার মা-বাপের কোনরূপ মনোমালিন্য হয় নাই, উহা তাঁহারাই স্বয়ং সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা কোনদিন হয়ত' বুঝিতে পারিবেন। তুমি লিখিয়াছ,—

তুমি না থাকিলে ঐরূপ গণ্ডগোল সৃষ্টি হইত না। ইহা বিচারসঙ্গত নহে ; কাহারও জন্য কেহ দায়ী নহে ; এ জগতে মনুষ্য আপন আপন কর্ম্মানুসারে তাহার ফলভোগ করে মাত্র। শ্রীভগবান্ কর্ম্মফল ভোগের জন্য—লোকের সমালোচনা শ্রবণ করিবার উদ্দেশ্যেই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; আবার কাহাকেও তিনি সমালোচনা করিবার জন্য এ জগতে পাঠাইয়াছেন। জীবের এই উভয়প্রকার অবস্থাই এ জগতে পরিলক্ষিত হয়। কেহ ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক "এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠাং", "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" বিচারাবলম্বনে সকলই সহ্য করেন, আবার কেহ "ঈশ্বরোঽহং অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী" বিচারে অহঙ্কারী হইয়া বিমূঢ় হইতেছেন। এ জগৎ অনুদিতবিবেক মনুষ্যের শিক্ষাক্ষেত্র। এখানে থাকিয়া শিক্ষা আহরণ করিতে পারিলেই মঙ্গল, নতুবা দুর্দ্দৈব আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে।

অন্য কাহারও ভুল হইয়াছে, ইহা না বলিয়া 'আমিই ভুল করিয়াছি', ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া অনেক সহজ। ইহাতে অনেকক্ষেত্রে বাদ-বিসম্বাদ, গণ্ডগোলের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়। গুরু-বৈষ্ণবকে দোষী সাব্যস্ত করাইয়া, তাঁহাকে কাঠগড়ার আসামীরূপে দাঁড় করাইতে গেলে সাধক কনিষ্ঠাধিকারীর কোনদিনই কল্যাণ হইতে পারে না। ইহাতে সাধন-ভজন হইতে পতিত হইয়া চরম দুর্দ্দশা বরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সাধক-সাধিকাগণ তজ্জন্য যত্নের সহিত শ্রীনামাপরাধ, ধামাপরাধ ও বৈষ্ণব-অপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক হরিভজনের সুষ্ঠুতা সম্পাদনে যত্ন করেন। 'ক্ষমা'-শব্দটী মুখে উচ্চারণ করিলেই ক্ষমা চাওয়া হয় না, অন্তর হইতে অনুতাপ, অনুশোচনা না আসিলে জীবের চিত্তশুদ্ধি হয় না। অনুতাপ-অনলে যাবতীয় ত্রুটী-বিচ্যুতি মুহূর্ত্তের মধ্যে দগ্ধীভূত হইয়া সাধককে নিষ্পাপ-নিরপরাধ করিতে পারে, ইহাকেই ক্ষমাভিক্ষা বলে। সহজিয়ার আকুপাকু ভাবকে দৈন্য বা ক্ষমাভিক্ষা বলে না। সেই বৃত্তি আসিলে চিত্ত দ্রবীভূত হয়, মন উদ্বেলিত হয়, হৃদয়ে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। তাহার বিশেষ লক্ষণ আছে। শাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে উহা বর্ণিত হইয়াছে। Mechanical habits-কে

শ্রদ্ধা-ভক্তি বলে না, ভক্তি Emotional নহে, ইহা চিত্তের স্বাভাবিক বৃত্তি।

তোমার পত্রের উত্তর দিতে গিয়া অনেক অবান্তর কথা লিখিয়া ফেলিলাম—"ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাহিলাম।" তোমার 'প্রথম পত্রখানির' জবাব দিতেছি, তাই হৃদয়ের সকল আবেগ হয়ত' ভাষার মধ্যে ধাক্কা দিতেছে। তৎসত্ত্বেও ইহার মধ্যে একটী Rhyme (মিল) হয়ত' খুঁজিয়া পাইবে। যদি বুঝিতে না পার, তাহা হইলে আমার বাক্যগুলিকে অসমৃদ্ধ প্রলাপোক্তি বলিয়া ভ্রম করিলেও আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইব না। কারণ ভাল-মন্দের বিচার দুইই মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে অনুস্যূত।

* খুব মায়াবী, তাই তোমাকে এড়াইয়া গেলেও তাহার নিকট নিস্তার নাই। সে বুড়ী হইয়া আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিবে, বলিয়া রাখিয়াছে। যাহাতে কিছুতেই স্নেহবঞ্চিত না হয়, সেইজন্য তাহার এই যুক্তি ও বুদ্ধিজাল! এখন বাদামভাজা-চানাচুর, মধ্যে মিঠাই-মণ্ডা, বৃদ্ধবয়সে রাব্‌ড়ী-মালাই খাইবার ভাল ব্যবস্থা সে করিয়া রাখিয়াছে। খাইতে বসিয়া কখনও গালে কামড় খাইলে স্বভাবতঃই মনে হয়—কোন প্রিয়জন স্মরণ করিতেছে। কিন্তু সে * না * কে, তাহা সবসময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তোমরা 'গোমরামুখী' হইয়া বসিয়া আছ, আমি কবে তোমাদের মুখে হাসি ফুটাইব, তাহা নিজেই ভাবিয়া পাইতেছি না। কারণ ভগবান্ যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাহা পালন করিতে গিয়া 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়িতেছি! কবে তোমাদের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ শ্রীভগবান্ দিবেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমি জানি,—আমার ইচ্ছায় কোন কাজ হয় না,—"কৃষ্ণ-ইচ্ছা বিনা তাহে ফল নাহি ধরে।"

তুমি ভালভাবে 'মধ্য' পাশ করিয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। এবার উপাধি-পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিলেই আরও আনন্দের বিষয়। তবে লক্ষ্য রাখিবে—"উপাধি যেন ব্যাধিরূপে দেখা না দেয়।" ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত। জীব জড়োপাধি-বর্জ্জিত না হইলে তাহার কৃষ্ণদাস-অভিমান আসে না।

"জীব কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস, কর্‌লে ত' আর দুঃখ নাই।" সুতরাং চিন্ময় উপাধি বা বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার আদর করিতে হইবে। জড়প্রতিষ্ঠা—মায়ার বৈভব, আর বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় আত্মকল্যাণ। লিখাপড়ার সার্থকতা ভক্তিলাভে, তাহা না হইলে পণ্ডশ্রম। "পড়ে কেন লোক?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে??" "বিদ্যা ভাগবতাবধিঃ", "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া"—শ্রীভগবানে রতিমতি থাকিলেই লিখাপড়ার গৌরব ও সার্থকতা। শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার হইতে অধিক শ্রেষ্ঠবিচার কোথাও নাই। তজ্জন্য গ্রন্থসম্রাট্ সর্ব্ববেদান্তসার গায়ত্রীভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারেই প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ইহা সাধক-সাধিকার চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। তোমরা ভক্তিমতী হও, আদর্শ গৃহিণী হও—এই স্নেহাশীষ্ ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। শ্রীভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন।

* তোমার পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইলেই সকল যোগাযোগ সম্ভবপর হইবে। ইহা ঠিক আমার হাতে নাই। আমার পত্র পাইয়া নিশ্চয় তোমার সন্দেহবাদ দূর হইল। পৌষের মাঝামাঝি হয়ত' সুন্দরবন যাইতে পারি। আশা করি বাটীস্থ সকলের কুশল। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

"মণিময়-মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীজগন্নাথ মন্দির
১০৫, নেতাজী সুভাষ রোড
বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)
তাং—১০।১১।১৯৭০

সাদরসম্ভাষণ পূর্ব্বিকেয়ম্—

* * কেহ আমাকে পত্র দিলে শীঘ্র হউক্, বিলম্বে হউক্, পত্রের উত্তর আমি সকল সময়েই দিয়া থাকি। ঐ বদনামটী এখনও আমি লাভ করি নাই। তবে তোমার পিতার ক্ষেত্রে আমার চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে এবং ঐরূপ করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। তাহার প্রেরিত সকল পত্রই আমার হস্তগত হইয়াছে এবং আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পত্রোত্তরে বিরত থাকিলেও উহার ব্যবস্থাবলম্বন করিতে ত্রুটী করি নাই।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের প্রকটকালে তোমাদের ওখানে উর্জ্জব্রত পালন লইয়া যে প্রচারপার্টী যাইতেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে গিয়া শ্রীল গুরুপাদপদ্ম অনেক হিম্‌শিম্ খাইয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে ও আমাকেও প্রচুর সমালোচনার সমুখীন হইতে হইয়াছে, ইহা তোমার পিতার অজানা নয়। গুরুদেবের আমলে তিনি কোন স্থায়ী প্রচারপার্টী ওখানে ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। তাঁহার অবর্ত্তমানে গত বৎসর * মহারাজ ও * মহারাজ কাশীনগরে গিয়াছিলেন। এ বৎসরও * মহারাজ নবদ্বীপেই আছে, সে ইচ্ছা করিলেই ২/৩ জন ব্রহ্মচারীকে লইয়া ব্রতারম্ভের পূর্ব্বেই ওখানে যাইতে পারিত। আমি লোক পাঠাইবার জন্য নবদ্বীপে পত্র দিয়াছিলাম। মথুরায় শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজকে পত্র লিখিয়াছিলাম—* মহারাজকে কাশীনগরে পাঠাইবার জন্য। পরে জানিতে পারিলাম, * মহারাজ বা * মহারাজ কেহই কাশীনগরে যাইতে ইচ্ছুক নহেন। আমি দূরে থাকিয়া এখান হইতে কি করিতে পারি? একটা পার্টী একমাসকাল বসিয়া থাকিলে ৩০০্ হইতে ৫০০্ মিশনের ক্ষতি। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটে ইহাও বিশেষভাবে চিন্তা করিবার বিষয়।

কাশীনগরবাসী সজ্জনবৃন্দকে এ বিষয়টী অনুধাবন করিতে অনুরোধ জানাই-তেছি। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ও বিবেচনার আছে।

আমার পত্র পড়িয়া তুমি আনন্দিত হইয়াছ, ইহা খুব সুখের সংবাদ। আনন্দের মধ্যেও কিছু কিছু দুঃখের কথা নিবেদন করিয়াছ, ইহাও মন্দের ভাল। পত্র পাইলে কেহ দুঃখিত হইতে পারেন, এ ক্ষেত্রও বিরল নহে। কারণ "সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে।" সকলকে সন্তুষ্ট করিবার ক্ষমতা এ পৃথিবীতে কাহারও নাই। আমিও নিশ্চয় সে-অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছি না। আমার গম্ভীর ভাব দেখিয়া তোমাদের ভয়ের কোন কারণ ছিল না। বাঘ-ভল্লুক হিংস্র প্রাণী হইলে ভয়ের কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু হিতৈষী বান্ধবকে অকারণে ভুল বুঝিলে আমার কি করিবার আছে? আমার মৌনভাবকে তোমরা ভালভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারিতে—"মৌনং সম্মতি-লক্ষ্মণম্" অর্থাৎ তোমরা যে স্নেহের কাঙ্গাল, ইহার পরিচয় দিলেই হইত। তোমাদের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলে কি? তোমার পিতা একবার * প্রভুর বাড়ীতে আসিলেই সকল গণ্ডগোল মিটিয়া যাইত ; কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, সে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহা আমি ভালভাবে জানি ; তজ্জন্য আমারও অনমনীয় মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন তোমরা লক্ষ্য কর নাই। আমি অন্তর্যামী না হইতে পারি, কিন্তু Mental speculation আমার খুব ভাল জানা আছে। এ বিষয়ে আমাকে খুব কম লোকই ফাঁকি দিতে পারে।

আমার পত্র পাইয়া যদি তোমার সাহস বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তবে 'অবোধ শিশুর মত না কাঁদিয়া' আমার সহিত বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হও! তোমরা পত্রে গালাগালি দিলেও আমি খারাপ মনে করিব না, কিন্তু সমঝ্‌দার ব্যক্তির কটূক্তি অসহ্য। অন্যায় আচরণ করা ও অন্যায় অনুমোদন করা—দুই একই কথা। আমি অবিবেচক নহি, নির্দ্দয় নহি, অসামাজিক নহি বা অশিষ্টাচরণকারী নহি। কিন্তু ধোঁকামি বা অনুচানমানীর নিকট নতি স্বীকার করিতে অপারক ; ইহাকে শাস্ত্র 'নিরপেক্ষতা'-শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। আমার এই আচরণ কঠোর হইলেও ইহারই মধ্যে স্নেহ-মমতা লুক্কায়িত আছে, তাহা গভীরভাবে চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। "স্নেহের নীড়ের মধ্যে গভীর ফাটল

আবিষ্কার" অর্থে আমি "পূজ্যবস্তুর প্রতি হেয়তা ও সমালোচনার অবসর বা ক্ষেত্র" বুঝাইতে চাহিয়াছি। "মণিময়-মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্" —এ প্রবাদবাক্য তুমি নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। তাহাই এক্ষেত্রে আমার উপর প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই আমার বক্তব্য বিষয়।

তোমার পিতার বিচারে "তিনি কোনরূপ অন্যায় করেন নাই", ইহাই আমি বুঝিয়াছি। ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণও আমার নিকট আছে। সুতরাং যাঁহার অন্যায় বা ত্রুটী-বিচ্যুতির কোন ক্ষেত্র নাই, তাঁহার পক্ষে 'ক্ষমা' বা 'মাপ' চাওয়া কিরূপে সম্ভব? "মীয়তে অনয়া ইতি মায়া", "মা-যা-মায়া"—এই মাপিয়া লওয়ার বুদ্ধিই মায়ার ক্রিয়া। গুরু-বৈষ্ণবকে অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা আধ্যক্ষিক বিদ্যা-বুদ্ধিবলে তুলাদণ্ডে বা নিক্তিতে ওজন করিবার প্রবৃত্তি হইতেই আরোহবাদের উৎপত্তি। ইহার প্রতিষেধকরূপে অবরোহবাদ সৃষ্ট হইয়াছে। তর্কশাস্ত্রে Deductive ও inductive এই দুই দিকই বিচার করিয়াছেন। তথাপি Logic-এর Falacy এই উভয় বিচারকেই উড়াইয়া দিয়া এক অবাস্তব বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে চাহে! "মুরারেস্তৃতীয়-পন্থাঃ" ন্যায়াবলম্বনে সদসৎ-বিচার পরিহারপূর্ব্বক কোন কাল্পনিক রাজ্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বাস্তবে রূপায়িত কোনদিনই হইতে পারে না। তোমার পিতা নবদ্বীপে গিয়াছেন সত্য, কিন্তু যখন তাঁহাকে নবদ্বীপে আহ্বান করা হইয়াছিল, তখনই তিনি বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণ-তার সহিত উহা সযত্নে পরিহার করিয়াছেন—ইহাই সমিতির "পরিচালক সমিতির" ধারণা। জানিনা, ইহাতে তাঁহার কি উপকার হইয়াছে, তবে আমরা উহাকে "After death comes the doctor" প্রবাদবাক্যের সামিল করিয়া দেখিয়াছি। Now it is too late to manage the situation—ইহাই বর্ত্তমান অবস্থা। সমিতির অবৈতনিক কূটনৈতিক ভগ্নদূতগুলির প্রত্যক্ষ পরামর্শ ও হস্তক্ষেপ যদি এখনও বন্ধ হয়, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস,—পরস্পরের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অচিরেই অবসান হইবে। এ বিষয়ে আমি সকল সময়েই Optimistic view পোষণ করি। আশাবাদী জগৎ কল্যাণই কামনা করে—সহাবস্থান-নীতিতেই বিশ্বাসী।

কৃষ্ণচন্দ্রপুরের ঘটনা পূর্ব্বের অচলাবস্থারই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাহাতে মন খারাপ করিয়া লাভ নাই। "Act, act in the living present"—

ইহাই আজিকার প্রগতি। ঐরূপ আচরণেও তোমাদের প্রতি স্নেহ-মমতার অভাব প্রমাণিত হয় নাই, উহা এখনও অক্ষুণ্ণই আছে জানিবে।" "অন্তর্যামী ভগবান্ কাহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন", তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবে শ্রীমদ্ভাগবতের "তত্তেঽনুকম্পাম্" বিচার ভবরোগী মাত্রেরই উৎকৃষ্ট মহৌষধ, ইহাকে Panacea বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষ নিজের ভুল বুঝিতে পারিলে তাহার হৃদয়ে দৈন্য-দয়া, অমানী-মানদধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। ইহাই তাহার কল্যাণের হেতু, ইহাদ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হয়। পৃথক্ প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না। "Patience is bitter, but its fruits are sure"—ইহা বাস্তব সত্যকথা। সুতরাং সময়-সুযোগ হইলেই যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরায় চালু হইতে পারিবে। কিন্তু শ্রীল গুরুদেবের বৈভব—গুরুভ্রাতা বৈষ্ণবদিগের প্রতি জেহাদ্ ঘোষণা ও বিরূপ মনোভাব লইয়া কোনপ্রকার আপোষ বা সম্‌ঝোতা হইতে পারে না। আমি আশা করি, তোমরা আমার বক্তব্য অনুধাবন করিতে পারিয়াছ। ইহাকেই আমি "দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তন"রূপে বুঝাইতে চাহিয়াছি।

তোমাদের দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। আমি লক্ষ যোজন দূর হইতেও তোমাদের অবস্থা অনুধাবন করিতে পারি, এ চিন্তা তোমাদের হয়ত' নাই। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বা দূরদর্শন-শক্তি তোমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী জানিবে। ইহা আমি অহঙ্কার করিয়া বলিতেছি না। শ্রীভগবান্ যদি তোমাদের কোনদিন সুকৃতি দেন, তখন বুঝিতে পারিবে। কামলা রোগীর হলুদ-চশমায় সমগ্র জগৎকে হরিদ্রাভ দেখায় বলিয়া উহা বাস্তবদর্শন নহে। শ্রদ্ধা ও ভক্তিচক্ষুর দ্বারাই দিব্যসূরি ভক্তগণ তত্ত্ববস্তুকে নিত্যকাল দর্শন ও তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। সেইরূপ দর্শনই সাধককে অভীষ্ট-সেবায় নিযুক্ত করে। তাহাই বেদদৃক্‌গণের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

* * আমার স্নেহাশীষ্ লইবে। তোমার জনক-জননীকে আমার যথা-যোগ্য অভিবাদন জানাইবে। অধিক কি, ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

শ্রীভগবানের মহিমা-মাহাত্ম্য ও লীলাকথা-বিহীন ইন্দ্রিয়-তর্পণপর গ্রন্থাদি আলোচনায় কোন বাস্তব কল্যাণ নাই

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির
১০৫, নেতাজী রোড,
পোঃ—বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)
তাং—১১।১১।১৯৭০

স্নেহাস্পদাসু—

* * তোমার লিখিত কবিতা পড়িলাম। উহা সংশোধন করিয়া দিলে ভালই হইবে। কবিতা উদ্দীপনাময় মুহূর্ত্তের সাধনা—"Poetry is the outburst of a single inspired moment". কবি, উপন্যাসিক, সাহিত্যিক সকলেরই সাধনার পরিসীমা—ভগবৎ-তত্ত্বালোচনায়। জড়-সাহিত্যরস-রসিক ও কাব্যামোদী জনগণ ঈশ-তত্ত্বকে যদি তাঁহাদের আলোচনার বিষয়বস্তু বলিয়া গ্রহণ না করেন, তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র। তজ্জন্য গ্রন্থ-সম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"যে বাক্য বা গ্রন্থ বিচিত্র পদালঙ্কৃত হইয়াও ভুবনপাবন বাসুদেব-মহিমা কখনও কীর্ত্তন করে না, পণ্ডিতগণ সেই বাক্যকে কাকতীর্থ মনে করেন", কেননা তাহাতে পরব্রহ্মে বিচরণশীল সাধুগণ আনন্দিত হন না। প্রাকৃত ভোগময় রাজ্যে বদ্ধজীবগণ ইন্দ্রিয়তর্পণপর গ্রন্থাদির পঠন-পাঠন করিয়া থাকেন। ভগবদ্রস-নিপুণ অপ্রাকৃত কবি ও সাহিত্যিকগণ ঐ সকল জড়কাব্য ও সাহিত্যকে নশ্বর হরিসেবাবিমুখ চেষ্টামাত্র জানিয়া উহাতে বিরক্তিই প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে, যে বাক্যে ভগবানের মহিমাপর শ্রীনামসমূহ কীর্ত্তিত আছে, তাহার প্রতিপদে সুর-তাল-লয়-মান না থাকিলেও সেই বাক্য-বিন্যাস লোকের পাপ বিনাশ করে। সাধুগণ প্রত্যহ তাহাই শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণদ্বারা আত্মকল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন। **শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা যে বাক্যে বর্ণিত হয় নাই, সেই ভগবৎকথা-বিহীন যে-সকল বাক্য জগতে প্রচারিত আছে, তাহা কোন বুদ্ধিমানের আলোচ্য বিষয় নহে।**

শ্রীভগবৎ-ভাগবত-যশঃকীর্ত্তন মানবগণের দুঃখ-সমুদ্রের অগাধ জল শুষ্ক করিতে সমর্থ, উহা নব-নবায়মানরূপে পরম রুচিপ্রদ ও রমণীয়। কৃষ্ণেতর-কথা আলোচনা চিত্তবৃত্তিকে শোক-সমুদ্রে নিমজ্জিত করে, কিন্তু ভগবৎকীর্ত্তিগাথা অভাবের পরিবর্ত্তে জীবকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মার নিত্যমঙ্গল বিধান করে।

শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিনা জীবের জীবন নিরর্থক, তজ্জন্য শাস্ত্র বলেন,—

"বিদ্যা-বয়ো বা কবিতাঞ্চ শোভা, সুন্দররূপং বিফলত্বমেব।
শ্রীকৃষ্ণভক্তিং বিনা নরাণাং সিন্দুরবিন্দুর্বিধবা-ললাটে॥"

ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত সাধক-সাধিকার বিদ্যা, বয়স, কবিতা, শোভা, রূপ-গৌরব বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। যাঁহার শ্রীভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, তিনি নিখিল সদ্‌গুণের অধিকারী। শ্রীহরিবিমুখ জীবের মহদ্‌গুণ কোথায়? সে সকল সময়ে অসৎ মনোরথে ধাবিত হইয়া চরম দুর্ভাগ্যই বরণ করে। শ্রীহরির কীর্ত্তিগাথা বা লীলাকথা আলোচনায়ও সাধক-সাধিকার অধিকার-ভেদ রহিয়াছে। ভগবদুপাসনায় কনিষ্ঠাধিকারীর জন্য শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যরস পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উন্নতোজ্জ্বল-মাধুর্য্যরসে কেবলমাত্র পরমমুক্তগণেরই অধিকার নির্ণীত। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ উহা অন্যায়ভাবে আলোচনা করিতে গিয়া চিল্লীলামিথুন শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দকে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা মনে করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়ে। তাহারা ত্রয়োদশ-অপ-সম্প্রদায় ব্যতীত কিশোরীভজা, ঘরপাগলা, গৃহী-বাউলা, স্মরণপন্থী, যুগল-ভজনানন্দী প্রভৃতিরূপেও অভিহিত হয়। সুতরাং সাধকের বিশেষ যত্নের সহিত অধিকার বিচার স্বীকারপূর্ব্বক ভজন-সাধনে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

তুমি অবসরসময়ে জৈবধর্ম্ম, প্রেম-প্রদীপ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, মায়া-বাদের জীবনী, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী পাঠ করিবে। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ হইতে দৈন্য-প্রার্থনা-বিজ্ঞপ্তিমূলক পদাবলী কণ্ঠস্থ করিয়া গুণগুণ স্বরে কীর্ত্তনের অভ্যাস করিবে। শ্রীনবদ্বীপ-ধামের মহিমাসূচক গ্রন্থাদি আলোচনার যত্ন লইবে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রবন্ধাদি ধীর-স্থিরভাবে পাঠ করিবে ; যে অংশ দুর্ব্বোধ্য মনে হইবে তাহা বারবার অনুশীলন করিলে

সহজ-সরল হইয়া যাইবে। তাহাতেও অসুবিধা হইলে আমাকে জানাইবে। আমি সাধ্যানুসারে তোমার সংশয় ছেদনের চেষ্টা করিব। সময়ের যাহাতে সদ্ব্যবহার করিতে পার, সেইরূপ চেষ্টা করিবে। কখনও অলসভাবে বৃথা সময় নষ্ট করিও না। সংসারে থাকিতে গেলে পাঁচজনের দেখাশুনা, আদর-যত্ন করিতে হইবে। তাহার মধ্য হইতেই তোমাকে সময় বাহির করিয়া তোমার নিত্যসেবা-পূজা ও গ্রন্থাদি আলোচনার অভ্যাস রাখিতে হইবে। এই অনুষ্ঠানুগুলিকেই ভক্তির অঙ্গ বলা হইয়াছে। ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নবধা ভক্তি—"শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি"র অনুশীলনদ্বারাই শ্রীভগবানে ভক্তি-প্রেম লাভ হয়—ইহাই সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য।

প্রত্যহ অপতিতভাবে নির্ব্বন্ধসহকারে শ্রীনাম-সংখ্যা পূরণ করিবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ লক্ষনাম গ্রহণপূর্ব্বক 'লক্ষপতি' হইতে হইবে। তবেই ভগবান্ তোমার অন্ন-জলাদি সাক্ষাদ্‌সেবা গ্রহণ করিবেন। শ্রীনাম-গ্রহণের জন্যই সংসারে যত কিছু অনুষ্ঠান, অতএব সুষ্ঠুভাবে যাহাতে শ্রীনাম-গ্রহণ-ব্রত উদ্‌যাপিত হইতে পারে, তদনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে।

নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ ও ভগবৎসাক্ষাৎকার—একই বস্তু।

তুমি প্রবল নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সহিত সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীভগবান্ তোমায় অবশ্য কৃপা করিবেন। তুমি দীনহীনা, অধমা, অযোগ্যা কন্যা হইবে কেন? শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহ-পরিচারিকা 'দুঃখী', 'সুখী' নামে অভিহিত হইয়াছিল। ধনীর দুলালী মীরাবাঈ গিরিধর-গোপালের আরাধনা করিয়া সতী-সাধ্বীরূপে জগদ্‌বিখ্যাতা হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি আলোচনা করিলে সীতাঠাকুরাণী, মালিনীদেবী, বসুধা-জাহ্নবামাতা, লক্ষ্মীপ্রিয়া-বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি বিষ্ণুজন-শক্তি এবং গঙ্গামাতা গোস্বামিনী, হেমলতা ঠাকুরাণী প্রভৃতি মহীয়সী ও বিদূষী বৈষ্ণব-মহিলা-গণের আদর্শ দিব্যজীবন-দর্শন জানিতে পারিবে। উহা অনুশীলন করিলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে ভক্ত-স্ত্রী-চরিত্রের অবদান সম্যক্ উপলব্ধির বিষয় হইবে।

অ, উ, ম—এই তিন অক্ষর লইয়া ওঁকারের উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে

সর্ব্বলোকৈকনায়ক শ্রীকৃষ্ণ 'অ'-কারের বাচক, যাঁহাকে গীতা "অক্ষরাণাম্ অ-কারোঽস্মি" বলিয়া জানাইয়াছেন। 'উ'-কারের অর্থ শ্রীরাধা, যাঁহাকে "নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী"রূপে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ করিয়াছেন। 'ম'-কার অর্থে জীব, প্রাকৃত জগতে যাঁহার স্ত্রী-পুরুষভেদে সেবক-সেবিকারূপে পরিচিতি। সুতরাং পরমশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সাধনার দ্বারা জীব লাভ করিতে পারে—এই ওঁ-কার বা শ্রীনামব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা। শ্রীরাধিকাস্বরূপ উ-কারের সহিত 'মা' অক্ষর যুক্ত হইলে "উমা"-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তখন শ্রীরাধারাণী জগজ্জননীরূপে পরিকল্পিত হইলেও, তাঁহার স্ব-স্বরূপের বা পরকীয়া-ভাবের হানি হয় না। তুমি কৃষ্ণময়ী, পরাদেবী, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, কৃষ্ণমনমোহিনী শ্রীরাধিকাসহ প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের ভজনদ্বারা তদ্ভক্তি লাভ করিবে, ইহাই তোমার "উমা"-নামের সার্থকতা।

* * **গুরু-বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্যই জীবের কল্যাণজনক, তাঁহারা যেস্থানেই থাকুন না কেন, তাহাই শ্রীবৃন্দাবন।** তজ্জন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন, —"যথায় বৈষ্ণবগণ, সেইস্থান বৃন্দাবন, সেইস্থানে আনন্দ অশেষ।" তোমরা বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ ও তাঁহাদের নিত্যদর্শনের সুযোগ পাইতেছ, ইহা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। শ্রীভগবান্ সময়-সুযোগ দান করিলে চুচুঁড়ায় গিয়া তোমাদের অনুরোধ রক্ষার চেষ্টা করিব। ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের আগ্রহ তোমাদিগকে নিশ্চয়ই ভক্তিপথে অগ্রসর করাইবে। "দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন। চারিগুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন।।" —ইহাই শ্রীগৌরচন্দ্রের বিশেষ আদেশ ও নির্দ্দেশ। এই উপদেশানুসারেই শ্রীনাম-ভজনে একনিষ্ঠ হইলে শ্রীনামের সহিত শ্রীনামী সাক্ষাদ্ শ্রীহরি দর্শনদান করিবেন। তুমি নিশ্চিন্তে হরিভজন কর, তোমার কল্যাণ হইবে।

* * * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপাই সাধক-সাধিকার একমাত্র অবলম্বন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ
পোঃ—বাসুগাঁও (গোয়ালপাড়া) আসাম
তাং—১২।৬।৭১

স্নেহাস্পদাসু—

* * প্রিয়জনের সংবাদ না পাইলে চিত্ত ব্যাকুল হওয়া স্বাভাবিক। * * এই পাঞ্চভৌতিক শরীর যতদিন থাকিবে, ততদিন ইহার সুস্থ-অসুস্থতাও চলিবে। যিনি দেহাধারে বাস করেন, সেই দেহী আত্মার স্বাস্থোন্নতির চেষ্টা করাই বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। "যাবৎ জীবো নিবসতি দেহে, কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে", কিন্তু সেই আত্মার কুশল মায়াবদ্ধ হইয়া জীব জানিতে পারিতেছে না বা বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম নয়। যাঁহারা সেই আত্মানুশীলনে রত, তাঁহারাই প্রকৃত পণ্ডিত ও তত্ত্বদর্শী।

গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপাদৃষ্টি সাধক বা সাধিকার প্রতি সর্ব্বসময়েই রহিয়াছে। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে সকল অসম্ভব সম্ভব হয়, পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘনে সামর্থ্য লাভ করে, মূকও বাচালত্ব প্রাপ্ত হয়। সরলভাবে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় তৎপর হইলে ও সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামভজন করিলে সকল অনর্থ বিদূরিত হয়। প্রতিদিন আদর-যত্নের সহিত শ্রীনামগ্রহণ, নিয়মিত ভক্তিশাস্ত্রাদি আলোচনা, হরিকথা শ্রবণের সুযোগ গ্রহণদ্বারাই ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যায়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজার্চ্চনাদি করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চঞ্চল মন স্থির হয়। কেবল নিজচেষ্টাদ্বারা অহঙ্কারে স্ফীত হইলে তত্ত্ববস্তুর সান্নিধ্য লাভ করা যায় না, তৎসঙ্গে সঙ্গে গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাও প্রয়োজন। সাধন ও কৃপা যোগযুক্ত হইলেই সিদ্ধিলাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন-লীলায় তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

হৃদয়ে দৈন্যভাব আসিলে সাধক-সাধিকা গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপালাভের যোগ্য বিবেচিত হন। মহতের উদারতা সর্ব্বজনবিদিত সত্য, সাধু-সজ্জনের ২৬টী লক্ষণই তাহার জাজ্জ্বল্যমান্ দৃষ্টান্ত। সাধুর দয়া, বদান্যতা, করুণা,

অমানী-মানদ-ধর্ম্ম জগতের আদর্শ হইলেও "কৃষ্ণৈকশরণতাই' তাঁহার প্রধান গুণ। যিনি নিজে শ্রীভগবানের করুণার উপর পূর্ণ নির্ভরশীল, যিনি ষড়ঙ্গ শরণাগতির মূর্ত্ত প্রতীক, তিনিই জগৎকে ভগবৎ-ভাগবত-সেবাধর্ম্ম শিক্ষা দিতে পারেন, তাঁহাকেই 'গোস্বামী' বলা হইয়াছে। এইরূপ সদ্‌গুরু জগদ্বাসীকে ভগবানের সেবকরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহার একান্ত অনুকম্পিত আশ্রিতজনগণকেও ভগবৎসেবা-বৈভব জ্ঞান করেন। তিনি কাহাকেও শিষ্য করেন না, শিষ্য হইবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার হৃদয়কে পূর্ণ করে। **যিনি সেবককে শাসনের যোগ্য মনে করেন, তিনি দাম্ভিক ; কখনও গুরুপদবাচ্য নহেন। যাঁহার 'অমানী-মানদ-ধর্ম্ম' ও 'তৃণাদপি সুনীচ'-ভাবের মধ্যেও "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি" ভাব লুক্কায়িত আছে, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব ও জগদ্‌গুরু। ঐরূপ মহতের কৃপালাভ হইলে ভক্তিহীন, পামর, পাষণ্ড-মতিরও আত্যন্তিক কল্যাণ লাভ হয়।** "বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি"—ইহাই সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। সেই **গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি যাহারা অসূয়া প্রকাশ করে, তাহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ কর্ত্তব্য, তাহা বৈষ্ণব-মহাজন জানাইয়াছেন,—"বৈষ্ণব-চরিত্র,—সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি'।।" ইহাকেই অসৎসঙ্গ ত্যাগ বলে।**

ভক্তি-শ্রদ্ধা বা ভাব থাকিলেই তাহা ভক্তজনগ্রাহ্য, আর Formality বা ব্যবহারিকতাকে ইতর-জনই বহুমানন করিয়া থাকে। Formality এবং Frankness-শব্দ দুইটী পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ। দুনিয়ার লোক ঐ লৌকিকতাকেই ভালবাসে, যাহার অপর নাম Civilization ; ইহার উপহাসচ্ছলে 'Barbarian'-শব্দে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'সরলতা'-শব্দটী আজকাল 'বোকা'-অর্থে ব্যবহার হয়। সুতরাং Material world হইতে Spiritual world-এর আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এ সম্পর্কে গীতার ২য় অধ্যায়ের "যা নিশা সর্ব্বভূতানাম্" শ্লোকটী আলোচনা করিলে বিশদ্‌ভাবে জানিতে পারিবে। ভক্তিই হৃদয়ের ভাব বা ভাষা ; তাহা যে কোন পদ বা

বাক্যে থাকুক না কেন, উহা সার্থক। ভক্তি ব্যতীত কোন পদ-লালিত্য বা বাক্যবিন্যাস নিরর্থক, তাহা বায়স-তীর্থতুল্য। "ভক্তিপুষ্প কোথা পাই, ভকতি-চন্দন নাই, কি দিয়ে পূজিব আমি?"—ইহাই ভক্তিকামী সাধক-সাধিকার শ্রীভগবচ্চরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য।

গুরু-বৈষ্ণবগণের অহৈতুকী করুণায় ভাষাজ্ঞান ও বাক্য স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির দর্শন লাভান্তে তাঁহার স্তব-স্তুতি করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় শ্রীভগবান্ ধ্রুবের কপোলদেশে বেদজ্ঞানময় শঙ্খ স্পর্শ করাইলেন ; তখন তিনি ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন, মনের আনন্দে শ্রীহরির গুণগাথা কীর্ত্তন করিয়া চলিয়াছেন, যেন সেই ধারা অবরুদ্ধ হইবার নহে। বৈষ্ণব মহাজনগণ এইজন্যই পদরচনার অন্তিমে গাহিয়াছেন,—"তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস। দোষ ক্ষমি' মো-অধমে কর নিজ দাস।।" এবং "শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম, বন্দোঁ মুঞি সাবধান-মতে।" "গুরু-বৈষ্ণবের গুণগান, করিলে জীবের ত্রাণ"—সেই মহিমা কীর্ত্তনে সকলেরই আগ্রহ বা সাধ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু 'অপরাধ হয় না যেন'—ইহাই মূক ও মূর্খের দোষ, এইজন্যই সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবগণ সরলপ্রাণের কোন অপরাধ-দোষ-ত্রুটী গ্রহণ করেন না, ইহাই আমাদের আশা-ভরসা। অন্তর্যামিসূত্রে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সাধক-সাধিকার হৃদয়ে প্রেরণা প্রদান করেন, ইহা অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। নিষ্কপটচিত্তে হৃদয়ের ভাব সমর্পণ করাই পূর্ণ আনুগত্য ও শরণাগতি। তাহাতেই জীবন ধন্য হয়, জীব কৃতকৃত্য হয়। গুরু-বৈষ্ণবের আশ্বাসবাণীই ভগবৎসেবক-সেবিকাকে সাধন-ভজনের উচ্চ-শিখরে উপনীত করে। সাধনের নিষ্ঠাদ্বারাই কৃপা লাভ হয় এবং তাহাই সৌভাগ্যরূপে জীবের ভাগ্যাকাশে উদিত হয়। গুরু-কৃষ্ণের কৃপালোকেই তাঁহাদের দর্শনলাভ ঘটে, তজ্জন্যও ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যের প্রয়োজন।

"নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য"—গুরু-শিষ্যের সম্পর্কও ঐরূপ নিত্যসত্য। ঐকান্তিক সেবক ও সেব্যের সম্বন্ধে এইরূপ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"সেই ভক্ত—ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু—ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই প্রভু ধন্য, তারে চুলে ধরি' আনে॥"

* * * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে নিবেদিত বস্তু তাঁহারাই অবশ্যই গ্রহণ করেন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌরগোবিন্দ মঠ,
গোসানি রোড, দিনহাটা (কোচবিহার)
তাং—১২।৮।১৯৭১

স্নেহাস্পদাসু—

* * আমার পত্র পাইয়া ও পাগলের প্রলাপোক্তি পড়িয়া তুমি খুব আনন্দিত হইয়াছ বুঝিলাম। ইহাতে তুমি নিজের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছ, সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্বভাবসুলভ দৈন্যও প্রকাশিত হইয়াছে। **সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়পূর্ব্বক সাধক-সাধিকা শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের কোন-রূপ অযোগ্যতা সাধনপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।** অবশ্য একথা খুবই সত্য,—সাধনের সহিত কৃপাযাচ্ঞাও যুগপৎ প্রয়োজন। তাহাতেই সাধনে সিদ্ধিলাভ হয়। নিত্য, শুদ্ধ, সনাতন, অপ্রাকৃত জীবাত্মাই অপ্রাকৃত ভজনীয় বস্তুকে লাভ করিতে পারে। ভূতশুদ্ধি ও ভাব-সংশুদ্ধির দ্বারাই ইহা সম্ভবপর হয়। সমজাতীয় বস্তুর সহিত সমজাতীয় বস্তুর মিলন হয় ; তজ্জন্য সাধনার দ্বারা অজ, শাশ্বত জীবাত্মা অধোক্ষজ শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে ও সেবানন্দে বিভোর হইতে পারেন।

* * আজ ৫ মাস নবদ্বীপ হইতে প্রচারে বাহির হইয়াছি, ইহার মধ্যে Rest বলিয়া কিছুই হয় নাই। তবে **সেবকের পক্ষে 'সেবা-বিশ্রাম' বলিয়া কোন কথা নাই।** সেবাক্ষেত্রে কোন Concession বা Commission নাই, সেবাই সেবার ফল। পরম মুক্তপুরুষগণও শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন বা সেবায় ব্যাপৃত থাকেন। সুতরাং **কোন অবস্থাতেই সেবক-সেবিকা সেবা হইতে ছুটী বা অবসর গ্রহণ করিতে পারেন না।** কিন্তু **শ্রীভগবানের অশোক-অভয়-অমৃত-আধার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণই প্রকৃত বিশ্রাম** এবং বৈষ্ণব-মহাজন তাহাই প্রার্থনা করিয়াছেন—"অশোক-অভয়-অমৃতআধার, তোমার চরণদ্বয়। তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া ছাড়িনু ভবের ভয়।।"

* * তোমার চিত্তের আক্ষেপের কারণ জানিয়া তোমাকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি—গ্রীষ্মকালীন আম, লিচু ইত্যাদি ফল তুমি কি অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তিকে ঐ সময়ে সমর্পণ কর নাই? যদি ঐগুলি নিবেদন করিয়া থাক, তবে তোমার সাক্ষাৎ সেবার ফল হইয়াছে। সুতরাং 'সেবায় দিতে না পারার দুঃখ' তোমার থাকা উচিত নয়। **শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে নিবেদিত বস্তু তাঁহারা অবশ্যই গ্রহণ করেন, এই বিশ্বাস লইয়াই ত' পূজা-অর্চ্চনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।** সুতরাং আমি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে উহা গ্রহণ করিয়াছি, ইহা প্রমাণিত হইল। শ্রীবিগ্রহের দর্শন যেরূপ কর্ণের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে হয়, তদ্রূপ শ্রীহরি-গুরুর সেবাপূজাও পরোক্ষভাবে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে। যাজ্ঞিক পত্নীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকটই অবস্থান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন,—"আমার নিকটে অবস্থান না করিয়া দূরে থাকিয়াই তোমারা আমার শ্রীনাম, রূপ, গুণ, লীলার অনুশীলন করিবে ; তাহাতেই তোমাদের সুমঙ্গল নিহিত আছে।' এস্থলে **মিলন হইতে বিরহ বা বিপ্রলম্ভ-ভাব শ্রেষ্ঠ।** ইহাই শ্রীভগবান্ বিপ্রভার্য্যাগণকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

যাঁহারা সাক্ষাদ্ দর্শন লাভ করিতেছেন, তাহাদের অনেকক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির অবসর থাকিয়া যায়। "Too much familiarity breads contempt"—প্রবাদবাক্যই তাহার প্রমাণ। গুরু-বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্য তজ্জন্য নিষিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু "বন্দোঁ মুঞি সাবধান-মতে' বাক্য বিশেষ বিবেচনার বিষয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-দর্শনের মধ্যে কাহারা অধিক লাভবান্, সে-বিষয়ে বিচার হওয়া প্রয়োজন। সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তাঁহাদের বিচারই সকলের সার্ব্বকালিক গ্রহণযোগ্য বিষয়। তুমি পরোক্ষ সেবাদ্বারা প্রত্যক্ষসেবারই ফল লাভ করিয়াছ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে মন খারাপ করিবে না, আমার বক্তব্য বিষয় আশা করি তুমি অনুধাবন করিতে পারিয়াছ। * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

মায়াবদ্ধ জীব শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত মহিমা-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে অসমর্থ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/O—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাসাধিকারী
গ্রাঃ + পোঃ—শ্রীপতিনগর
২৪ পরগণা
তাং—৪।১।১৯৭২

স্নেহাস্পদাসু—

* * পরম করুণাময় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব বদ্ধজীবগণের বিমুখতা দূরীকরণে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন ও স্নেহশীল। ভগবদুন্মুখ হইবার চেষ্টাতেই বদ্ধজীবের আন্তরিকতা ও সাধন প্রমাণিত ও সফলীকৃত। এই সাধন-ভজনে মনুষ্যমাত্রই যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, ইহার বিপরীত ভাবই শাস্ত্রে 'অযোগ্যতা' বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

গুরু-বৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত মহিমা ও গুণগাথা ক্ষুদ্র মর্ত্ত্যজীব সত্যই বর্ণনা করিতে অসমর্থ। "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে। এ বেদ-পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে।। তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস। দোষ ক্ষমি' মো-অধমে কর নিজ দাস।।"—বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা এইভাবে তাঁহার স্বভাব-সুলভ দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন। শুদ্ধ-ভগবন্নাম চেতন-জিহ্বায় উচ্চারিত হন, তাহা প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। সেবোন্মুখ-ইন্দ্রিয়দ্বারাই সেই অপ্রাকৃত শ্রীনাম-ব্রহ্ম পরিসেবিত হন এবং সাধক-সাধিকার নিকট স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করেন। "অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া"—তজ্জন্য সেই তত্ত্ববস্তু অসীম ও অতীন্দ্রিয়। সপ্তসমুদ্র যদি মসিরূপে কল্পিত হয়, হিমালয়ের গৌরীশৃঙ্গ যদি লেখনী হয় এবং ধরিত্রী যদি কাগজ হয়, তথাপি গুরু-ভগবানের মহিমা সম্যক্‌রূপে বর্ণনা অসম্ভব। তাঁহারা স্বীয় মহিমায় মহিমান্বিত ; তাহা প্রকাশের নিমিত্ত অপর কোন মাধ্যমের অপেক্ষা রাখে না। চন্দ্র-সূর্য্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যেরূপ তাঁহাদের গৌরব প্রকাশিত, ইহাও তদ্রূপ।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকৃপা তিনিই উপলব্ধি বা অনুভব করিবেন, যাঁহার নিষ্কপট চিত্ত ও যিনি সমর্পিতাত্ম। "হরি-গুরু-বৈষ্ণব—তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।।"—এই তত্ত্বত্রয়ের সেবাসুখই যাঁহার কাম্য তিনিই মানসিক ও আত্মিক শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করেন। "প্রসীদ পরমানন্দ, প্রসীদ পরমেশ্বর'—"যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্"—প্রার্থনাদ্বারা নিত্যানন্দ—প্রেমানন্দ প্রাপ্তি হয়। "আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি, হইনু পরম সুখী। দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি।।"—ইহাই সাধক-সাধিকার পূর্ণ শরণাগতি বা ঐকান্তিকভাবে আত্মসমর্পণ। **প্রাকৃত-অহঙ্কার পরিত্যাগ করিলে—নিষ্কপট হইতে পারিলে দীন-হীন বলিয়া বৈষ্ণবগণের কৃপার যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায়।** তুমি এইভাবেই তোমার জীবনপথে অগ্রসর হইবার যত্ন লইবে।

শ্রীগুরুতত্ত্ব এক অখণ্ড তাত্ত্বিক দর্শন। 'গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি না কর কখন" —ইহা Anthropomorphism বা অপ্রাকৃতে প্রাকৃতবুদ্ধির নিষেধীকরণ। এইরূপ অর্চ্চা শ্রীশালগ্রাম-শিলায় প্রস্তরবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলভ্রম, শ্রীবিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দসামান্য-জ্ঞান, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত আধিকারিক দেব-দেবীর তুল্যজ্ঞানও চেতনে জড়ত্বারোপরূপ অপরাধবিশেষ। শাস্ত্রে ইহার বিপরীত বিচারকেও গর্হণ করিয়াছেন। যেমন,—পাঞ্চভৌতিক জড়শরীরে আত্মবুদ্ধি, রক্তের সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মীয়বুদ্ধি, সাধারণ ভূমিতে পূজ্যবুদ্ধি, প্রাকৃত নদ-নদীকে তীর্থবুদ্ধিও Apotheosis বা জড়ে চেতনারোপরূপ অপরাধ। শ্রীগুরুদেব 'কুণপ' বা হাড়-মাংসের থলিবিশেষ পাঞ্চভৌতিক দেহধারী নহেন, প্রাকৃত কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগীর ন্যায় জড়চেষ্টাবিশিষ্ট নহেন।

Ontological aspect-এ গুরুতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। সুতরাং গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত ও অপ্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত। তজ্জন্যই এ ধরাধামে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের সহিত তাঁহার ভক্তেরও আগমন লক্ষ্য করা যায়। শ্রীভগবানেরই ন্যায় ভক্তের জন্ম-মৃত্যু ও কর্ম্মবন্ধন নাই। যাহারা সদ্‌গুরু পদাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীহরিভজনে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহারা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবতী, তাহারা দুর্ভাগিনী হইবেন কেন? তাহাদের

দুর্দ্দৈব বলিয়া কিছু নাই। "দুর্দ্দৈব আমার, সে-নামে আদর, না হইল দয়াময়। দশ-অপরাধ—আমার দুর্দ্দৈব, কেমনে হইবে ক্ষয়।।"—ইহাই বদ্ধজীবের—কৃষ্ণবিমুখ মানবের 'দুর্দ্দৈব' বলিয়া শাস্ত্রাদিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

* * * *

তুমি অবসরমত প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবে। শ্রীপত্রিকায় তোমার একটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলাম। বর্ষের ১ম সংখ্যায় ফাল্গুন মাসের পত্রিকার জন্য একটী ভাল প্রবন্ধ পাঠাইবে। আমি উহা সংশোধন করিয়া দিব। ইহাও বাণীর সেবা জানিবে। 'সরস্বতী—কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া, বিনোদের সেই সে বৈভব।"—সুতরাং ইহাদ্বারা শুদ্ধাসরস্বতী—সিদ্ধান্ত-বাণীর, তথা বিনোদবাণীর সেবালাভের সুযোগ হয়। **শ্রীনামসেবা, শ্রীধামসেবা ও শ্রীগৌরকাম অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট পূরণদ্বারাই তাঁহার অসমোর্দ্ধ করুণা প্রাপ্তি হয়।** তুমি নিয়মিতভাবে নির্ব্বন্ধ-সহকারে শ্রীনামগ্রহণ, গ্রন্থাদি আলোচনা ও শ্রীপত্রিকার সেবা করিবে। প্রবন্ধ-কবিতাদি লিখিতে হইলে তোমাকে শাস্ত্রাদি অবশ্যই অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতে হইবে। এই সেবা-নিয়ম সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া চলিবে।

ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা রক্ষা করিয়া চলিলে তোমার কল্যাণ হইবে। পারমার্থিকগণ লৌকিক-ব্যবহারিক জগৎকে অস্বীকার করেন না। "অন্তরনিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার। অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।।"—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়াই জগৎকে এই শিক্ষা দিয়াছেন। "অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন" প্রয়োজন, তজ্জন্য প্রতিকূল অবস্থাকে সাধ্যানুসারে আয়ত্তে রাখা আবশ্যক। যিনি সকলকে লইয়া চলিতে পারেন, জগতে তাহারই মহিমা ও কীর্ত্তি জাগরূক থাকে। সুতরাং Morphology ও Ontology-র সুষ্ঠু বিচার লইয়াই কঠিন পরীক্ষাস্থল এই বিশ্বে কালাতি-পাত করিতে হয়। এই বিচারে যাহারা অচল, অনড়, তাহারাই যথার্থ চতুর। ভজন-চাতুর্য্যেই সাধক-সাধিকার অধিকার প্রতিপন্ন হয়। * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপাই জীবের একমাত্র পাথেয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ
গৌরবাট্‌সাহি, স্বর্গদ্বার (পুরী)
তাং—৭।৪।৭২

স্নেহাস্পদাসু—

** যে কোনরূপে মনকে প্রবোধ দিতে পারাই ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যের পরিচয়। ইহাতেই শরণাগতি ও মঙ্গল নিহিত আছে জানিবে। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবসঙ্গে তীর্থ ও শ্রীধামমাহাত্ম্য শ্রবণমুখে তত্তৎস্থানাদি দর্শনের কাহার না আকাঙ্ক্ষা হয়? সুতরাং এই সদিচ্ছা পোষণ ও তাহাতে বাধাবিপত্তির জন্য আক্ষেপ দুইটীই ভজনের অনুকূল বিষয়। ভবিষ্যতে তোমার সুকৃতি ও সৌভাগ্য গুরু-বৈষ্ণবসঙ্গে শ্রীধামদর্শনের সুযোগ প্রদান করিবে। তজ্জন্য মন খারাপ করিবে না।

সাধু-গুরুর অহৈতুকী কৃপাই জীবের একমাত্র পাথেয়। মায়াবদ্ধ জীব গুরুকৃপায় কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সরল হৃদয় ও নিরপরাধ হইলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবকৃপা উপলব্ধির বিষয় হয়। ভজনোন্মুখ না হওয়াই জীবের চরম দুর্ভাগ্য ও দুর্দ্দৈব। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট দৈন্য প্রকাশ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন—

গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন।।
"মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণনাম জপ সদা,—এই মন্ত্র সার।।"

সুতরাং ইহাই জগজ্জীবের পক্ষে তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপদেশামৃত ও আশীর্ব্বাদ। "নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।" অপরাধশূন্য হইয়া নির্ব্বন্ধসহকারে ষোলনাম-বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্দ্দেশ।

তুমি আমার 'কন্যা সন্তান' না হইয়া 'পুত্র সন্তান' হইলে অধিকরূপে সাক্ষাৎসেবা করিতে পারিতে বলিয়া দুঃখ করিয়াছ! ২টী ক্ষেত্রে সেবার বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া পুত্র ও কন্যা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আর জীবাত্মা যদি

শক্তিরূপেই শাস্ত্রাদিতে প্রমাণিত, তবে কন্যা হইলে আপত্তির কি আছে? "গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি' মানে"—ইহা তুমি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাঠ করিয়াছ। অনন্ত শক্তিমান্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই—একমাত্র ভোক্তা, আর শক্তিস্থানীয় জীবাত্মা তাঁহার সেবিকা বা ভোগ্যা। শ্রীগুরুদেবও আশ্রয়-জাতীয় বিগ্রহ, শ্রীভগবানের প্রেষ্ঠ সেবিকা। সুতরাং সেই গুরুতত্ত্বে পিতৃত্ব আরোপ করিলেও, তিনি শক্তি হওয়ায় তাঁহার কন্যার প্রতি প্রীতি বা স্নেহ অধিক বর্ত্তমান। **জাগতিক স্ত্রী-পুরুষাভিমান থাকা পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত নবীন-মদন শ্রীগোপীনাথের সাক্ষাৎসেবা সম্ভবপর নহে। অন্তর হইতে 'যোষিৎ ভাব' (স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর আসক্তি) পরিত্যাগ করিতে পারিলেই শ্রীভগবান্ জীবকে তাঁহার সেবাধিকার প্রদান করেন, তাহাতে প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষভাবের কোন প্রাধান্য নাই।** তুমি পরোক্ষ বা ভাবসেবার দ্বারা সাক্ষাৎসেবার ফললাভ করিবে, যেহেতু ভাবসেবা Practical বা প্রত্যক্ষীভূত বিষয়। শাস্ত্রে সেব্য, সেবক, সেবা—এই তিনেরই নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে—"নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য।"

সাধক-সাধিকা নিজের অযোগ্যতার বিষয় বুঝিতে পারিলে তাহার কল্যাণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে—ইহা প্রমাণিত। প্রাকৃত অহমিকা ও কপটতাই সাধন-ভজনের বাধাস্বরূপ ; উহা জীবকে মোহান্ধ করে, সে ভক্তিপথ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। তুমি আমার একটীমাত্রই 'অযোগ্য সন্তান' বলিয়া লিখিয়াছ। তজ্জন্যই আমার এত চিন্তা-ভাবনা, কিরূপে তুমি যোগ্য হইতে পার, পার্থিব ও অপ্রাকৃত জগতে তোমার অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পার। "যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়"-বাক্যে কনিষ্ঠ অবোধ শিশুর প্রতিই পালন-পোষণকারী গুরুজন ও অভিভাবকগণের সুনজর ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রমাণ করে। হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে পৃথক্ ভাষার প্রয়োজন হয় না। শিশুর অস্ফুট কলধ্বনিই তাহার হৃদয়ের ভাষা, তাহাদ্বারাই সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শাস্ত্রে বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষানীতিই প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। ভগবৎ-ভাগবত-দ্বেষিগণের উপেক্ষাই প্রাপ্য শাসন। শিষ্টজন অন্বয়মুখে সেই শাসন স্বীকার করেন বলিয়া 'শিষ্য'-পদবাচ্য। প্রকৃত সদ্গুরু কাহাকেও শিষ্য করেন

না, তিনি তাঁহার পরমসেব্য শ্রীভগবানের বৈভবরূপেই তাঁহাদের দর্শন করেন। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম 'অযোগ্যা কিঙ্করী'রূপেই স্বীয় সিদ্ধ-স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৮০-৮১ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ-সুদামা-উপাখ্যানে সৎশিষ্যের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া গুরু শ্রীসান্দীপনি জানাইয়াছেন,—**অবিচারে গুরুর আজ্ঞা পালন করাই শিষ্যের শিষ্যত্ব এবং পূর্ণ শরণাপত্তিই সেই শাসন স্বীকারের মানদণ্ড। স্নেহশাসনদ্বারা অবশ্যই চিত্তশুদ্ধি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞা, নির্দ্দেশ, উপদেশ ও ইচ্ছানুসারে জীবনপথে অগ্রসর হওয়াই প্রত্যেক বাস্তবধর্ম্মী সাধক-সাধিকার একমাত্র কাম্য।**

পত্রোত্তরে বিলম্ব স্বীয় দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক নহে। জীবের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা শ্রীভগবানের ইচ্ছাধীন হইলেই মঙ্গল। শ্রীভগবান্ পরম দয়াময়, তাঁহার অহৈতুকী কৃপালাভ সৌভাগ্যের পরিচায়ক। তিনি অনন্তলীল, অনন্ত-মহিম ; তাঁহার কৃপালোকেই তাঁহার সম্যক্ দর্শন ও মহিমা উপলব্ধি হয়। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় মূকও বাচালত্ব প্রাপ্ত হয়, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘনের সামর্থ্য লাভ করে। "কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াময়।" তুমি অজ্ঞ হইলেও জ্ঞান-লাভ করিবে এবং আমার ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন বিষয় লইয়া প্রবন্ধ ও কবিতাদি লিখিবার চেষ্টা করিবে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা নিয়মিতভাবে আলোচনা করিবে। শ্রীচরিতামৃত, জৈবধর্ম্ম, শিক্ষাষ্টক, উপদেশামৃত, শরণাগতি ও শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ নিয়মিতভাবে পাঠ করিবে। **প্রত্যক্ষ সাধুসঙ্গের অভাবে শাস্ত্ররূপী সাধুসঙ্গ অর্থাৎ সৎশাস্ত্র-আলোচনার বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে। সৎসিদ্ধান্ত অবগত হইবার জন্য ধীরস্থিরভাবে গ্রন্থাদি পাঠ কর্ত্তব্য, ইহাতে ভক্তিবৃত্তি দৃঢ়ীভূতা হয়।**

* * * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব—ভগবৎস্বরূপ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ—গোলোকগঞ্জ (ধুবড়ী) আসাম
তাং—৬।৬।৭২

স্নেহাস্পদাসু—

* * শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—এই তিনজনই অন্তর্যামী ; তাঁহারা সত্যদ্রষ্টা, সত্যবাক্। জীবের বুদ্ধির অগোচরে তাঁহারা বদ্ধগণকে যে অহৈতুকী দয়া প্রদর্শন করেন, জগতে সত্যই তাহার তুলনা নাই। সুকৃতিবান্ জীব তাঁহাদের অসমোর্দ্ধ করুণার কিছুটা অনুধাবন করিতে পারেন। শ্রীগুরু-ভগবান্—অন্তরদর্শী ; সাধক-সাধিকার আন্তর স্নেহ ও ভক্তিবৃত্তি উন্মেষের জন্য তাঁহারা জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে মনোবাসনা পূর্ণ করেন এবং এইরূপ ভাবে তাঁহাদের সাধন-ভজন-বিষয়ে দৃঢ়তা সম্পাদন করেন। ভজনে ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ না হইলে বাস্তব ফললাভের সম্ভাবনা কোথায়? "উত্তম হঞা আপনারে মানে তৃণাধম"—এই বিচারই শ্রীগুরু-ভগবানের কৃপালাভের যোগ্যতা বা মাপকাঠি। ভক্তিবৃত্তির উদয় না হইলে 'অযাচিত কৃপার' কোন ক্ষেত্র আছে কি? অহৈতুকী করুণা সর্ত্তাধীন নহে, কিন্তু ভক্তিবিহীন অবস্থায় তাহা লভ্য নহে। "যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার"—ইহা সাধক-সাধিকার দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা। শ্রীগুরু-ভগবানকে পাইবার সুযোগ্য অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও ভক্ত ঐরূপ স্বভাব-সুলভ দৈন্য-প্রকাশে অভ্যস্ত এবং উহাই তাঁহার সদ্‌গুণ বা সাধন-সম্পত্তি এবং ইহাই ভক্তের বাহাদুরী।

প্রাকৃত দম্ভ-অহঙ্কার থাকিলে "অহৈতুকী কৃপা" উপলব্ধির বিষয় হয় না। তাহাতে সেবাভিলাষা পূর্ণ হইতে পারে না, অন্তর্যামিত্ব বোধগম্য হয় না। জড়াভিমানগ্রস্ত হইলেই জীব "ব্যাঙ্‌ফাটা" বিচারে আবদ্ধ হইয়া সে ধরাকে সরা জ্ঞান করে ; কিন্তু আশ্রিতজন ভক্তিবলে সকল বাধা-বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গুরু-ভগবানের অপ্রাকৃত অসমোর্দ্ধ করুণায় উদ্ভাসিত

হন। "অশোক-অভয়-অমৃত-আধার তোমার চরণদ্বয়। তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া ছাড়িনু ভবের ভয়।।"—ইহাই সেবানিষ্ঠ ভক্তের কাতর প্রার্থনা। "শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—তিনের স্মরণ । তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।।"—ইঁহাদের গুণ-বর্ণনায় চিত্তশুদ্ধি হয় ও ভজন-বিষয়ে যাবতীয় অনর্থ বা বাধা-বিপত্তি বিদূরিত হয়। যাঁহারা নিষ্কপটভাবে শ্রীগুরু-ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে রত, তাঁহাদের দম্ভ-অহঙ্কার থাকিতে পারে না ; তাঁহারা অমানী-মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় পূর্ব্বেই ঐসকল ভজন-প্রতিকূল বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন—ইহাই সিদ্ধান্ত। "বৈষ্ণবের গুণগান করিলে জীবের ত্রাণ"—এই বাক্যানুসারেই তাঁহাদের বন্দনা-স্তব-স্তুতি পাঠের প্রয়োজন, যদিও গুরু-বৈষ্ণবগণ "স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।" সদ্গুরু পদাশ্রয়ী ব্যক্তির অসৎসঙ্গ পূর্ব্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ তিনি সদাচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই গুরুকরণে অগ্রসর হইয়াছেন। ভজনে নিষ্ঠা আসিলেই যাবতীয় অসৎসঙ্গ—তাহারা যতই Near & dear ones হউক না কেন, তাহাদিগকে "স্বজনাখ্য দস্যু" জানায় ছাড়িয়া যায়। **ভজনপথে চলিতে গেলে অপরাধ-বিষয়ে অবশ্যই সাবধান হইতে হইবে, কিন্তু পশ্চাদ্পদ হইলে চলিবে না।** "অপরাধশূন্য হইয়া লহ কৃষ্ণনাম"—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ। "নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন"—"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন"—এজন্য সাধু-শাস্ত্র-গুরুনিন্দা হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাথমিক অবস্থায় অপরাধযুক্ত নাম হইলেও শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় সকল অপরাধ বিদূরিত হয়।

"গুরু মাতা, গুরু পিতা, গুরু হন পতি"—এই মহাজন-বাক্যে সিদ্ধান্ত-বিরোধ বা রসাভাস-দোষ নাই। **গুরুদেব আশ্রয়-বিগ্রহ—শ্রীভগবানের প্রেষ্ঠা সেবিকা। শ্রীগুরুতত্ত্ব—শক্তি বা প্রকৃতি, শ্রীভগবানের সেবাশিক্ষাই তাঁহার স্বরূপের ধর্ম্ম। শ্রীগুরুদেব গোপিকা—সখীর অনুগতা সেবাধিকারিণী। বিষয়-বিগ্রহ ভোক্তা-ভগবানের সেবা-বিলাসে তিনি সদুক্ষা বল্লভা। "ছোড়ত পুরুষ-অভিমান, কিঙ্করী হইলুঁ আজি কান। বরজ-বিপিনে সখীসাথ, সেবন করবুঁ, রাধানাথ"—ইহাই সিদ্ধগণের স্বরূপ। বাহ্যে পুরুষ-বেষ থাকিলেও**

তাঁহারা গোপীভাবপ্রাপ্তা সখী বা দাসী। অপ্রাকৃত নবীনমদনের লীলাবিলাসে সাহায্য করাই তাঁহার একমাত্র সেবা।

শ্রীগুরুদেবকে ভগবৎস্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে ; কিন্তু যখন স্বয়ং ভগবানই গুরুরূপে অবতীর্ণ হন তখন তিনি বিষয়বিগ্রহরূপে অধিষ্ঠিত আশ্রয়বিগ্রহের ন্যায় কার্য্য করিলেও তিনি তত্ত্বতঃ ভোক্তা বা পরমসেবনীয় বস্তু। সেক্ষেত্রে গুরুকে 'পতি' বলিলে ভুল হইবে কেন? গুরু—এক অখণ্ড তত্ত্ব, কিন্তু সেই তত্ত্ববিচারে বৈশিষ্ট্য বা চমৎকারিতা আছে। অন্তর্যামী, চৈত্ত্য, মহান্তগুরুভেদে বিবিধ বিচার রহিয়াছে। সুতরাং সেই অখণ্ড পূর্ণতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আশ্রয়বিগ্রহরূপে লীলাপ্রকাশকারী বিষয়বিগ্রহ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে 'পতি' বলিতে দোষ নাই। গুরুতত্ত্বের বিভিন্ন দিক্ বিচার করিয়াই বৈষ্ণব-মহাজন ঐ পদ রচনা করিয়াছেন।

আবার পিতা-মাতার যে স্নেহ-মমতা, তাহা হইতে পতি-পত্নীর ভালবাসা ভিন্নরূপ। পুত্রকন্যা যত বয়োজ্যেষ্ঠই হউক না কেন, মাতা-পিতার দৃষ্টিতে তাহারা স্নেহের পাত্রপাত্রী অর্থাৎ কনিষ্ঠ ; কিন্তু পতি-পত্নীর ক্ষেত্র তুল্যমূল্য—সমান-সমান। সখ্যভাবে যে সমত্ব, তাহার মধ্যে 'একপ্রাণ একাত্মা' সত্ত্বেও উচ্চাবচ ভাব রহিয়াছে, বাৎসল্যভাবেও কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ্যের লাল্যপাল্য ভাব ; কিন্তু মধুররতিতে কোন ব্যবধান নাই, যদিও কিছু কিছু বিধি-নিষেধ তাহাতে আরোপিত হইয়াছে। **"সেব্য-সেবক-সম্ভোগে দয়োর্ভেদঃ কুতো ভবেৎ?** বিপ্রলম্ভে তু সর্ব্বস্য ভেদঃ সদা বিবর্দ্ধতে।।"—ইহাতে পতি-পত্নীর একত্ব—সমত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। তজ্জন্যই **শ্রীরাধা-আলিঙ্গিত-বিগ্রহে শ্রীরাধারাণীর পদে তুলসী প্রদত্ত হইতেছে, কিন্তু দুই মূর্ত্তি পৃথক্ থাকিলে শ্রীরাধা তাঁহার পদে তুলসী গ্রহণে অসমর্থা।**

আবার দেখ,—জড়জগতেই স্ত্রী-পুরুষ ভেদ বর্ত্তমান। গোলোক-বৃন্দাবনে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সবই তাঁহার শক্তি বা সেবিকা। গীতাশাস্ত্রে জীবকে শক্তি বলিয়াছেন, সুতরাং গুণবাচক বিশেষ্য অর্থাৎ শ্রীভগবানের গুণ বা ক্রিয়া ; অতএব সেই জীব কখনই ভোক্তা হইতে

পারে না। প্রাকৃত বিশ্বে নারী বা স্ত্রীর তিনটী অবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে—কন্যা, জায়া এবং মাতা। এই তিনটী অবস্থার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য ও ভেদ বর্ত্তমান। কন্যা ও মাতার মধ্যে পরস্পরের বাৎসল্য-স্নেহ এবং জায়ার মধ্যে মধুর-রসের আবির্ভাব। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রতির প্রত্যেকটীর মধ্যেই দাস্যভাব আছে, কিন্তু প্রতিটী রসই বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। সুতরাং অখণ্ড পূর্ণ গুরুতত্ত্বের ক্ষেত্রে 'পতি'-শব্দ প্রযুক্ত হইলে বুঝিতে হইবে, উহা বিষয়-বিগ্রহেরই উদ্দেশ্যে উক্ত। পূর্ণ আত্মসমর্পণই সাধক-সাধিকার একমাত্র লক্ষ্য। সাধনায় পূর্ণতা না আসিলে ভগবান্ বহু দূরে, ইহার প্রমাণ দ্রৌপদী, ব্রজ-কুমারীগণ। * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

ব্রত-পর্ব্বাদি পালনের মূল উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রীতি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয় মঠ
বঙ্গাইগাঁও (আসাম)
তাং—২৬।৭।১৯৭২

স্নেহাস্পদাসু—

** আজ হইতে পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভ হইতেছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বিরহ-স্মৃতি হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক শ্রীকেশব-সারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ এই ব্রতোদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। আশা করি তোমরাও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ঐকান্তিকভাবে এই ব্রতপালনে তৎপর হইয়াছ। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতপালনের বিধি-নিষেধ পূর্ব্ব হইতেই তোমরা অবগত আছ এবং ইহা পালনে অভ্যস্তও হইয়াছ। বলাবাহুল্য, শ্রাবণে সর্ব্ব প্রকার শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ অবশ্যই পরিত্যজ্য। এতদ্ব্যতীত লাউ, বেগুন, পুঁই, পটোল, বরবটী, শিম, মাসকলাই, কলমীশাক চারমাসেই সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। ভক্তিলাভেচ্ছু সাধক-সাধিকাগণ কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থেই অখিলচেষ্টাযুক্ত হইয়া ব্রতকালে এইসকল বস্তু-গুলি পরিত্যাগ করেন।

ব্রত-পর্ব্বাদি পালনের মূল উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রীতি। শ্রীভগবান্ ভোগ-ত্যাগী বা ত্যাগ-ত্যাগীর কোনরূপ সেবাই গ্রহণ করেন না। ভক্ত—ভোগী বা ত্যাগী কোনটাই নহেন। কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী, কুযোগিগণ ভগবদ্ভক্তের অপ্রাকৃত সেবাচেষ্টা ও ভক্তি-সৌন্দর্য্য দর্শন ও হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। সেবাময় জীবনে ভক্তের প্রত্যেকটী আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, রীতি-নীতি, বেষভূষা ভক্তির অনুকূল বিষয়রূপে পরিগণিত। কর্ম্মের উদ্দেশ্য—ভক্তি, জ্ঞানের উদ্দেশ্য—উপাস্যবস্তু-বিষয়ে শ্রৌত-অনুভূতি অর্থাৎ ভক্তি, যোগের উদ্দেশ্য—শ্রীভগবৎসেবায় যোগযুক্তি অর্থাৎ ভক্তি। ভক্তি ও সেবা—দুইই এক-তাৎপর্য্যপর। ভগবদ্ভক্তগণই তজ্জন্য বাস্তব সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। কুকর্ম্মী যে জীবসেবার (?) আবাহন করেন, তাহা ছলনা ও অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত। 'জীবসেবা' বা 'জীবে প্রেম' শব্দটী অলীক, তত্ত্ব-সিদ্ধান্তবিরোধী ও

অযৌক্তিক। বদ্ধজীবের জড়েন্দ্রিয়ের সেবা বা দেহ-মনোধর্ম্মের যোগানদারী করিলে কখনই ভগবৎসেবার ফল লাভ করা যায় না। জড়ের সেবা বা মায়িক বস্তুর প্রীতির দ্বারা কখনই অপ্রাকৃত সেবাময় জীবন লাভ হয় না।

মায়াবদ্ধ জীব ভগবৎসেবা-রহিত হইয়া জড়বস্তুর সেবায় ব্যস্ত, আর বিষ্ণুভক্ত শ্রীভগবানকে কেন্দ্র করিয়া ভক্তিপথারূঢ়। একজন কর্ম্মফল-ভোগী, অপরজন কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে চেষ্টাবিশিষ্ট ও অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে রত। দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্ত সনাতন-ধর্ম্মাশ্রয়ী, আর অভক্ত বিষ্ণুভক্তিশূন্য হইয়া পঞ্চোপাসকী, বহ্বীশ্বরবাদী, শূন্যবাদী, মায়াবাদীরূপে পরিচিত। গুণাতীত, মায়াতীত, কালাতীত শ্রীভগবানকে কর্ম্মফলবাধ্য জীববিশেষ মনে করিয়া সাধারণ মানব 'হিন্দু' ও 'স্মার্ত্ত'-শব্দে অভিহিত হন। তজ্জন্য শাস্ত্রে দৈব ও অসুরভেদে দুই শ্রেণীর মানব-গোষ্ঠীর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। দুষ্কৃতি, মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃতজ্ঞান ও নাস্তিক আসুরিক ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানে প্রপত্তি স্বীকার করে না, বিষ্ণুভক্তগণকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়া তাহারা স্বয়ই অধঃপতিত হয়।

এইসকল তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত প্রচারার্থ সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিকভেদে শাস্ত্রাদি রচিত হইয়াছে এবং ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে ব্যবহারগত বৈষম্য স্বীকৃত ও প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতের কিছু অঞ্চলে আসুরিক বর্ণাশ্রম ও পঞ্চোপাসনাদির প্রাবল্য থাকায় পারমার্থিকগণের সমাজব্যবস্থা কিঞ্চিদধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু জড়স্মৃতির সহিত সনাতন সাত্বত-স্মৃতির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। বিষ্ণুভক্তিরহিত অসামাজিকগণ সামাজিক হিতচিন্তার পরিবর্ত্তে নির্ব্বিশেষ-সমন্বয়বাদ প্রবর্ত্তনের দ্বারা জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা ভক্তগণের অবশ্য পালনীয় বৈষ্ণব-সদাচারকে আক্রমণ করায় সৎসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পরমার্থ-সমাজের কল্যাণচিন্তায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভক্তিসদাচার প্রবর্ত্তন ও সৎগ্রন্থাদি প্রচারদ্বারা বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ব্রতোপবাস-পালনে ভগবদ্ভক্তিই একমাত্র কাম্য, তিথির আদর অপেক্ষা যোগের শ্রেষ্ঠত্বই অধিকভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। লঙ্ঘন দেওয়া বা উপবাস করাই ব্রতপালন নহে। **সুষ্ঠুভাবে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন, শ্রীভাগবতাদি-**

সাত্বত শাস্ত্রালোচনা, নির্ব্বন্ধ-সহকারে শ্রীনামগ্রহণ ও ভগবৎসেবাদি ভক্তি-অনুকূল কর্ম্মপ্রবর্ত্তনই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতোদ্‌যাপনের একমাত্র লক্ষ্য ও কৃত্য। এইগুলির অনুশীলনদ্বারাই ব্রতাচরণের যথার্থ ফললাভ হয়।

মায়ামুগ্ধ জীবগণ 'আমি'- 'আমার'-অভিমানের দ্বারা চালিত হইয়া ইহ-সংসারে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। অনেকেই স্বার্থপর, যথেচ্ছাচারী, নির্নৈতিক, বিধিহীন হইয়া জগতে উৎপাত সৃষ্টি করিতেছে। আবার ভগবদুন্মুখ মানবগণ শ্রীভগবানের কৃপার কাঙ্গাল হইয়া নিবৃত্তিমার্গাবলম্বনপূর্ব্বক বৈরাগ্য-যোগে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের অনুকূল অনুশীলনে উদ্‌যোগী হইতেছেন। সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে বিশ্বাসী সরলহৃদয় সাধক-সাধিকা-গণই ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম। কুকর্ম্মী-কুজ্ঞানী-কুযোগিগণ তর্কের দ্বারা কখনই সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে বা মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন না। যাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে অনন্যচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তাঁহারাই ভক্তযোগী এবং তাঁহাদের নিকটই ভগবৎ-তত্ত্ব স্বতঃপ্রকাশিত। সৎসঙ্গ-প্রভাবে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের অনুভূতি লাভ হয়। সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। সংস্কার ও শিক্ষার দোষেই মানবের মধ্যে রুচির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গই মহৌষধ-স্বরূপ। কিন্তু ইহাতে কাহারও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না—ইহাই বিশেষ দুর্ভাগ্য ও দুর্দ্দৈবের পরিচয়। সুকৃতির অভাবে সাধুসঙ্গলাভে বিলম্ব ঘটে। যাহার পূর্ব্বজন্মের বা ইহজন্মের সাধনা আছে, তাহার পক্ষে ইহা সুলভ হইয়া থাকে। সাধু-সজ্জনগণ জগতে সকল সময়েই বর্ত্তমান, তাঁহারা না থাকিলে সুবিন্যস্তভাবে এই জগচ্চক্র চলিতে পারে না। চেষ্টা করিলেই তাঁহাদের দর্শন ও কৃপার অধিকারী হওয়া যায়। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর' এবং 'কষ্ট করিলেই কৃষ্ণ মিলে' অর্থাৎ সাধনের দ্বারাই সিদ্ধি করতলগত হয়।

মায়িক জীবগণ দিশেহারা পথিকের ন্যায় 'এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম'-এর আবাহন ও বহুমানন করিয়া চিন্তায় আকুল। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে তাহাদের সকল সংশয় ও সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং তাহাদের বাস্তব গন্তব্যপথ নির্ণয়ে সক্ষম হন। বিষয়-চিন্তা ও বিষয়-সংগ্রহ-পিপাসাই মায়া-বদ্ধত্বের কারণ।

সাধু-গুরুই সেই বিষয়-বন্ধন হইতে রক্ষা করিতে পারেন।—"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥" সাধুসঙ্গেই অবিদ্যা নিবৃত্তি, শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তির উদয় হয়।

নিজে গ্রন্থপাঠ করিয়া হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সম্যক্‌ফল অনেক সময়ে পাওয়া যায় না। তজ্জন্যই **সাধু-গুরু-মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সিদ্ধমন্ত্রেই নিখিল শক্তির আবির্ভাব এবং উহাই বিশেষ ফলপ্রদ। তজ্জন্য ভক্তের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথায় অধিক উপকার ও কল্যাণ নিহিত আছে।** সাধুসঙ্গবিহীন শুষ্কতার্কিকগণ সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা ও আকর্ষণীশক্তি বুঝিতে অক্ষম। তজ্জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

সাধু কে?—তাহা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। সাধু বলিয়া অসৎসঙ্গ হইলে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল লাভ হয়। সাধু, গুরু, বৈষ্ণব, ভক্ত—এক-তাৎপর্য্যপর শব্দ। বাহ্যলক্ষণের দ্বারা সাধুর সাধুত্ব সকল সময়ে প্রমাণিত হয় না, তাঁহার আন্তর লক্ষণই বৈষ্ণবের বিশেষ পরিচয়। তজ্জন্য ২৬টী লক্ষণের মধ্যে 'কৃষ্ণৈকশরণতাই' সাধু-গুরুর মুখ্যলক্ষণ। সাধুকে অসাধু বলা এবং অসাধুকে সাধু বলিয়া অভিহিত করা নামাপরাধ-বিশেষ—"তত্ত্ব না বুঝিয়ে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, (যদি) অসতে এসব (দান-প্রতিগ্রহাদি) করি। ভক্তি হারাইনু, সংসারী হৈনু, সুদূরে রহিলে হরি॥ কৃষ্ণভক্তজনে, এ সঙ্গ-লক্ষণে, আদর করিবে যবে। ভক্তি-মহাদেবী, আমার হৃদয়-আসনে বসিবে তবে॥ যোষিৎসঙ্গী-জন, কৃষ্ণাভক্ত আর—দুঁহু সঙ্গ পরিহরি'। তব ভক্তজন, সঙ্গ অনুক্ষণ, কবে বা হইবে হরি!!"—ইহাই নিরপরাধে নামগ্রহণকারীর সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও প্রার্থনা। **বিষয়ী বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি জড়াসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধু-গুরু-বৈষ্ণবকেই প্রাণের বন্ধু, পরমাত্মীয় বলিয়া জানিতে পারিলেই বাস্তব সাধুসঙ্গের ফল লাভ করা যায়।** সাধুর নিকট ভগবৎকথা আলোচনা ও অনুশীলনই প্রকৃত সাধুসঙ্গ, শ্রদ্ধাবান্ হইয়া কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনেই ভক্তি হয়।—"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।" * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

সেবাবিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষসেবা একই তাৎপর্য্যপর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/O—শ্রীনির্ম্মলকান্তি ঘোষ,
ভাগলপুর রোড (দুমকা) বিহার
তাং—৪।১০।১৯৭২

স্নেহাস্পদাসু—

* * মানুষের কর্ম্মে অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম্মফলে অধিকার নাই—ইহা গীতা-ভাগবতের বাক্য। দক্ষিণ তীর্থভ্রমণের ব্যবস্থার জন্য শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ ও ত্রিবিক্রম মহারাজ যথেষ্ট শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু অবশেষে সকলই বিফল হইল ও উহা কার্য্যে পরিণত করা গেল না। আমরা চেষ্টা করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু শ্রীভগবানের শুভেচ্ছা ব্যতীত উহার ফললাভ সম্ভব নহে।—"কৃষ্ণ-ইচ্ছা বিনা তাহে ফল নাহি ধরে।" তুমি এই সিদ্ধান্ত স্মরণ করিয়া নিজ মনকে প্রবোধ দিবে ও দুশ্চিন্তা হইতে বিরত হইবে।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে যাইবার একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সম্বলহীন অবস্থায় তথায় কিরূপে যাইতে পারি? তথাকার পাণ্ডাজীর ধারশোধ ও মেরামতী-নির্ম্মাণকার্য্যে অন্ততঃ ৫ হাজার টাকা বর্ত্তমানে প্রয়োজন। আমি ইহার অর্দ্ধেকও সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তজ্জন্যই বিহার (দুমকা) অঞ্চলে প্রচারে বাহির হইয়া আসিয়াছি—গত ১৫।৯।৭২ তারিখে। এদিকে আসিয়াও বিশেষ ফল হয় নাই, আশানুরূপ ভিক্ষা হইতেছে না, তদুপরি সম্মুখেই দুর্গাপূজার ব্যস্ততা।

আমি কবে নাগাদ চুঁচুড়া যাইব জানিতে চাহিয়াছ। শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ গতকল্য এক পত্রে জানাইয়াছেন,—আমি মথুরায় যাইব কিনা? আবার শ্রীল গুরুপাদপদ্মের বিরহোৎসবে নবদ্বীপে উপস্থিত থাকিবারও অনুরোধ করিয়াছেন। এই দুইটী ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে বিরহোৎসবের পরে মথুরা যাইতে হয়। তিনিও অন্ততঃ পক্ষকালের জন্য

যাইবেন লিখিয়াছেন, কারণ মঠের বৈষয়িক কাজের জন্যও তাঁহাকে বিশেষ প্রয়োজন। তুমি ও তোমার মাতা নাকি মথুরায় ঊর্জ্জব্রত পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ? যদি সময় হয়, তাহা হইলে এই সুযোগ গ্রহণ করিবে।

তুমি সেবার দ্রব্যাদি যাহা হাওড়া স্টেশনে লইয়া গিয়াছিলে উহা সেবায় লাগাইতে না পারায় খুব দুঃখিত হইয়াছ বুঝিলাম। ইহাতে তোমার দুর্দ্দৈবের কি আছে? দুর্ভাগ্য ও সেবাপরাধের জন্য নিশ্চয়ই ঐরূপ ঘটে নাই। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষসেবা—সেবা-পদবাচ্য কিনা? সেবার যদি নিত্যত্ব স্বীকৃত হয়, তবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ একতাৎপর্য্যপর বলিতে হইবে। "প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা" বাক্যে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যমধ্যে কোন্‌টী পরোক্ষরূপে গৃহীত হইবে? আবার "কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃত-স্বভাবাৎ" শ্লোকে কায়, বাক্য মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও চিন্তাদ্বারা যে সেবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন্‌টী উত্তম এবং কোন্‌টী নিকৃষ্ট? সেবার বিভিন্ন মাধ্যম স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু সেবানন্দ নিরবচ্ছিন্ন, নিত্য ও সত্য এবং নিত্য নব-নবায়মানরূপে সাধক-সাধিকার নিকট আপন স্বরূপ প্রকাশ করে। সেবা-শব্দের অপর নামই ভক্তি, তজ্জন্য তাহা নিত্যা, সনাতনী, শাশ্বতী, শুভদা, সুদুর্ল্লভা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। সেব্যের উদ্দেশ্য কৃত ও সমর্পিত বস্তুই সাক্ষাৎসেবার পর্য্যায়ভুক্ত, তবে অধিকার-ভেদ বর্ত্তমান। সেই অধিকার লাভের নিমিত্তই সাধক-সাধিকার সাধন-ভজন ও ঈশোপাসনার প্রয়োজন।

গুরু-বৈষ্ণবগণ পরম দয়ালু ; তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা ও নিঃস্বার্থ স্নেহই জীবকে ভজনরাজ্যে উন্নীত করিতে সমর্থ। তাঁহাদের করুণা ও শুভাশীষ্ মানবের সাধন-সম্পদ্ বিশেষ। "তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেতৎ" (ভাঃ) শ্লোকে বজ্রতুল্য কঠিন পাষাণ-হৃদয় শ্রীনাম-গ্রহণের দ্বারা দূরীভূত হয় এবং অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদি শ্রীনামাশ্রয়ীর বিশেষ লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্রে শ্রীভগবানকে 'পয়োদ', 'বারিদ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ঊষর মরুভূমিতেও কৃপাবারি সিঞ্চন করিয়া তাহাকে উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারেন। ইহাই তাঁহার ভগবত্তা বা বিশেষ ক্ষমতা। তদ্ভক্ত

সাধুগণও কোন কোন অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে করুণা-বারি বর্ষণে তাহাকে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে সক্ষম। সাধন-ভজনে অনাশ্রিত-অবস্থা থাকিলে দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক, কিন্তু ধৈর্য্য-উৎসাহদ্বারা উহা দূরীভূত করিতে হইবে। সাধন করিতে করিতে তদনুকূল সদ্‌গুণরাশির অধিকার লাভ করা যায়। "দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন। চারিগুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন।।"—ইহাই সাধনে অধিকার-লাভের প্রকৃষ্ট উপায় ও যোগ্যতা।

ভজন-বিষয়ে গুরু-বৈষ্ণববাক্যে দৃঢ়শ্রদ্ধার প্রয়োজন। সরলতা ও নিষ্ঠাই সাধনার বিশেষ অঙ্গ। কৃত্রিম উপায়ে ভক্তিলাভ হয় না, তাহাতে সাধক-সাধিকাকে কর্ম্মজড়-প্রাকৃত সহজিয়া হইতে হয়। উন্নতি না হইয়া উহাতে ভজন-পথ ব্যাহত হয় ও পরিণামে শ্রীনামাপরাধী, ধামাপরাধী ও সেবাপরাধী করিয়া তোলে। **বিশ্রম্ভ সেবাদ্বারাই গুরু-বৈষ্ণবকৃপা যথার্থ উপলব্ধ হয়, তাহাতে সেবকের কোন বাহাদুরী নাই, উহা ভজননিষ্ঠ ব্যাপার।**

কন্যাই সতত রক্ষণীয়া, পালনীয়া। তোমার প্রতি পারিমার্থিক দায়িত্ব আমার সবসময়েই রহিয়াছে ও থাকিবে। তোমার সাধন-ভজনোচিত দেহ ও মন যাহাতে সুস্থ থাকে, সে-বিষয়েও কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আমার আছে। "নরতনু ভজনের মূল"—ইহা স্মরণ রাখিবে। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"—উপদেশ বিচার করিয়া চলিবে। শরীর সুস্থ থাকিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব, কিন্তু তজ্জন্য দেহারামী হইয়া যাওয়া উচিত নয়। নিয়ম-নিষ্ঠা যথোচিত পালন কর্ত্তব্য। তুমি আমার শুভেচ্ছা ও শুভাশীর্ব্বাদ লইবে। অধিক কি, ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

যাঁহারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, তাঁহারা মৃত্যুভয় ও যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হন না, তাঁহারা ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যশীল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)
তাং—২৫।১২।১৯৭২

স্নেহাস্পদাসু—

* * গুরুতত্ত্বের পাঞ্চভৌতিক দেহ না থাকায় তাঁহার অসুস্থতাকে 'অভিনয়' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শরীর, মন ও আত্মা—এই তিন বস্তুর কুশল জিজ্ঞাসার রীতি শিষ্টাচার-সম্মত। স্নেহ ও গৌরবের পাত্র সকলেরই এই তিনপ্রকার কুশলবার্ত্তা আদান-প্রদানের রীতি সাধু-ভক্তসমাজে প্রচলিত আছে। পত্রাদিতে বৈষ্ণবগণের "শারীরিক ও ভজনকুশল" বা "সর্ব্বাঙ্গীন ভজনকুশল" প্রার্থনা করা হয়। তাহাতে উক্ত ত্রিবিধ কুশল জিজ্ঞাসিত হইলেও গুরু-বৈষ্ণবগণে প্রাকৃতত্ব আরোপ করা হয় না বা তদ্রূপ দোষে দোষী বলা যায় না। সুতরাং এক্ষেত্রে অপ্রাকৃতে প্রাকৃতবুদ্ধিরূপ অপরাধের সম্ভাবনা নাই। প্রিয়জনের অসুস্থতার কথা শ্রবণে কে না উদ্বিগ্ন হয়?

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ।।" **যিনি ভক্তিমান্, তিনি গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, পণ্ডিত হউন বা মূর্খ হউন, তিনিই বৈষ্ণব।** শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহকালে বৈষ্ণবগণেরও শারীরিক-মানসিক বিবিধ ব্যবহার-দুঃখ আসিতে পারে। কিন্তু ভক্তগণের পক্ষে উহা ক্ষণস্থায়ী ও পরিণামে সুখাবহ। ভোগী প্রাকৃত-বিষয়াসক্ত অভক্তগণের নশ্বর জীবনই যথাসর্ব্বস্ব। সুতরাং তাহাদের শারীরিক-মানসিক ক্লেশাদি সামান্য আকারে দেখা দিলেও উহাতে সহজেই তাহারা মুহ্যমান হইয়া পড়ে। সেই ক্লেশ নিবারণের জন্য তাহারা অপরকে উদ্বেগ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। "জীবন যন্ত্রণাময়, মরণেতে সদা ভয়"—ইহাই জড়-বিষয়িগণের অন্তিম দুরবস্থা! আর **যাঁহারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, তাঁহারা মৃত্যুভয় ও যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হন না,**

তাঁহারা ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যশীল। ভক্তের জীবন নিরুপদ্রব, তাঁহারা কখনও অপরের দুঃখ-কষ্টের কারণ হন না। "জীবন-নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে। পর-উপকারে নিজ-সুখ পাসরিবে।।"—এই বিচারেই তাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত। পার্থিব সুখ-সম্পদ্ জলাঞ্জলি দিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া ভক্তগণ নিরন্তর ভজননিষ্ঠ, তজ্জন্যই তাঁহারা নির্ভয়, নির্ভীক বাস্তব-সত্যের আরাধনায় তৎপর।

শ্রীগুরু-ভগবানই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় বা অবলম্বন। তজ্জন্য ভক্তসাধক "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ" বলিয়া শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করেন। "নিরাশ্রয়ের আশ্রয় প্রভু, অকূলের কূল। শোকেতে সান্ত্বনা তুমি, তুমি ভাঙ্গ ভুল।।"—এরূপ প্রার্থনাও অনেকে করিয়া থাকেন। শ্রীগুরু-ভগবান্—আশ্রিত-বৎসল বা শরণাগত-জনপালক ; অনুগত জনগণের প্রতি তাঁহাদের অপার্থিব স্নেহ স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। "আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব। স্ব-চরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব।।"—ইহাই তাঁহাদের অপ্রাকৃত বাৎসল্যের পরিচয়। গুরু-ভগবান্ আশ্রিতজনের জীবনের যে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহা তাৎকালিক নহে, ঐ সম্পর্ক নিত্য ও শাশ্বত ; তাঁহারা আমার নিত্য-কালের বান্ধব—"চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই।"

অনর্থগ্রস্ত জীবের সাধনকালে অপরাধ হইয়া থাকে ; তাহার জড়ীয় বাক্য, মনই ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু "নামাপরাধযুক্তানাং নামানি এব হরন্ত্যঘম্" —ইহাই তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুনিশ্চিত সান্ত্বনা। সাধন-ভজন-বিষয়ে ব্যাকুলতা থাকিলে শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিসূত্রে সকল বিষয়ের সমাধান করেন। "কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াময়"—তাঁহার দয়া ও বদান্যতার তুলনা নাই। অযোগ্যকেও ভজন-সাধনে যোগ্যতা প্রদান করেন। * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

সাধুসঙ্গের মহিমা ও শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের ভজন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/O—শ্রীশ্রীনাথ দাসাধিকারী
শীতলকুচি, পোঃ—গোসাইর হাট ভাণ্ডার
মাথাভাঙ্গা (কোচবিহার)
তাং—৪।১।১৯৭৪

স্নেহাস্পদাসু—

* * তোমার ২৭।২।৭৩, ১১।৪।৭৩ ও ১৭।১১।৭৩ তাং এর পত্র তিনখানি সময়মত আমার হস্তগত হইলেও এতাবৎকাল চিঠির মারফত উহার কোন উত্তর দিতে না পারায় দুঃখিত। পত্র তিনখানি যথাক্রমে শ্রীব্যাস-পূজা, শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও দক্ষিণভারত তীর্থদর্শনের পর লিখিয়াছ। কালগণনায় উহার লিখন সময় এক বর্ষকাল অতিক্রম করে নাই। তথাপি অব্দ গণনায় উহা বর্ষান্তরে প্রবেশ করিয়াছে। অপ্রাকৃতরাজ্যে নিত্য বর্ত্তমানকাল থাকায় ভূত-ভবিষ্যতের কোন ক্ষেত্রই নাই। তথায় **শ্রীভগবান্ নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য এবং সেবারও নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।** গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক নিত্য হওয়ায় তাঁহাদের আদান-প্রদানের মধ্যেও Meterial time & space-এর কোন ব্যবধান নাই। সুতরাং সেক্ষেত্রে সত্বর, বিলম্ব বা পত্রপাঠমাত্র উত্তরের কোন প্রশ্ন থাকে না। যাহা হউক, "Better late than never" এই জাগতিক প্রবাদবাক্য স্মরণপূর্ব্বক তুমি ধৈর্য্যধারণ করিয়াছ ও ভবিষ্যতে করিবে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

"হরি-গুরু-বৈষ্ণব—তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।।" তুমি চুঁচুড়ায় তোমার অতি নিকটেই পারমার্থিক সঙ্ঘারাম (শুদ্ধভক্তি-আচার-প্রচারকেন্দ্র) ও শুদ্ধভক্তবৃন্দের শ্রীমুখে নিত্য হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ পাইয়াছ, ইহা শ্রীভগবানের তোমার উপর বিশেষ অনুকম্পা বলিয়া জানিবে। গুরু-বৈষ্ণবের গুণগাথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে জীবের অশেষ কল্যাণ

নিহিত আছে। তজ্জন্যই সাধু-শাস্ত্রের উপদেশ—"বৈষ্ণবের গুণগান করিলে জীবের ত্রাণ।"

শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের ভজন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা ব্রজে থাকিয়া নবদ্বীপধামের অনুক্ষণ চিন্তা করেন, আবার গৌড়ভূমি নব-বনে বাস করিয়া ব্রজবনের স্মরণে নিমগ্ন থাকেন। তজ্জন্যই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তাঁ'র হয় ব্রজভূমে বাস", "বড় কৃপা করি, গৌড়বন-মাঝে, গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান। আজ্ঞা দিলা মোরে এই ব্রজে বসি', হরিনাম কর গান।।" ইত্যাদি। সেবাচিন্তাই ভজন ; যেস্থানে থাকিয়া সেই সুযোগ পাওয়া যায়, সেই স্থানই শ্রীবৃন্দাবন বা শ্রীনবদ্বীপধাম।—"যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।" * *

নিষ্কপটে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব সেবাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আমাদের অন্য বিষয় প্রার্থিতব্য নয়। তাঁহাদের কৃপাপ্রভাবেই হৃদয়ের যাবতীয় অনর্থ-অপরাধ দূরীভূত হয়। শ্রীভক্ত-ভগবানের কৃপা ভিক্ষাই আমাদের একমাত্র সম্বল। কাতর ক্রন্দনই অহৈতুকী করুণা লাভের উপায়—'করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর।" "হে ভগবন্! তুমি আমার প্রতি দণ্ডবিধানই কর অথবা দয়া কর, ইহ সংসারে তুমি ভিন্ন আমার অন্য কোন গতি নাই ; তুমি শতকোটী বজ্র আমার উপর নিক্ষেপ কর অথবা স্বচ্ছবারি প্রদান কর, তথাপি ভক্ত-চাতক আমি তোমার কৃপাবারির জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিব"—ইহাই কৃপাপ্রার্থীর ভাব ও ভাষা। Causeless mercy ও unconditional surrender অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। **সাধন ও কৃপা—দুইই যুগপৎ প্রয়োজন, একটীর অভাব হইলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।**

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—অপরাধী ও নারকীর বিচার। তাঁহারা কখনও কর্ম্মফল ভোগ করেন না। তাঁহাদের মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় আচরণে মায়ামুগ্ধ জীবগণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। এজন্য শাস্ত্র সাবধানবাণী উচ্চারণ করিলেন, —"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেহ পরানন্দ-সুখ।।"

তাঁহারা ত্রিতাপক্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাদি আগমাপায়ী বিষয়ে অভিভূত না হইয়া অম্লানবদনে উহা সহ্য করেন। জড়বস্তুতে অভিনিবেশ না থাকায় তাঁহাদের শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান, মান-অপমানে তুল্যবুদ্ধি বর্ত্তমান। তবে সেবক বা সাধক শ্রীগুরু-ভগবানের সেবাপূজাদিকালে স্বীয় ভাবসেবা আরোপ করিয়া থাকেন। শীত-গ্রীষ্মোপযোগী ভোগসামগ্রী ও বেশভূষাদি রচনাদ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের সহজ-সরল বৃত্তিই প্রকাশিত হয়। ইহা স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্য-ভাবেরই পরিপোষক। সাক্ষাদ্ দর্শনের অভাব হইলে অপ্রাকৃত দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদিভাবে ভক্ত শ্রীভগবানের নিত্যদর্শন লাভ করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দর্শন—দুইটীই নিত্য বলিয়া জানিবে। জাগতিক মিলন ও বিরহ হইতে অপ্রাকৃত সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ-ভাবে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। তন্মধ্যে **মিলন অপেক্ষা বিরহে মাধুর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অধিক বলিয়া বৈষ্ণব দার্শনিকগণ স্বীকার করিয়াছেন।** অহঙ্কার, অবিশ্বাস, কপটতা থাকিলে এই তত্ত্ব অনুধাবনের বিষয় হয় না।

অন্তর্যামী—দর্শন বা অদর্শনের দ্বারা কৃপা ও দণ্ডপ্রদানের অধিকারী। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ও দণ্ড একই তাৎপর্য্যপর। তজ্জন্য স্নেহ-শাসন বা কৃপাদণ্ড-শব্দ শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। জীবকল্যাণের নিমিত্ত যাঁহাদের জীবন, পরদুঃখ-দুঃখীতা যাঁহাদের চিরন্তন স্বভাব, তাঁহাদের শাসন বা অভিসম্পাত একই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। সেবা ও অধিকারভেদে সাধক-সাধিকার হৃদয়ে তত্ত্বস্ফূর্ত্তির তারতম্য ঘটে—ইহা তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত। অধিকার স্বীকৃত হইলে আর ভয়ের কারণ নাই ; সুতরাং বিরক্তি উৎপাদনেরও কোন প্রশ্ন আসে না। অনাশ্রিত জীবের ক্ষেত্রেই অধিকার স্বীকৃত না হওয়ায় তথায় ভয় ও অপরাধের ক্ষেত্র রহিয়াছে।

তুমি সাধুসঙ্গে তীর্থদর্শনের সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছ। তীর্থদর্শন অনেকেরই হইয়া থাকে, কিন্তু "তীর্থফল সাধুসঙ্গ"—ইহা অনেকেরই অজ্ঞাত বিষয়। তীর্থ ও শ্রীধামে যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা সৎসঙ্গফলেই অবগত হওয়া যায়। ভোগী বিলাসী মানবকুল নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তি-লালসায়

ভবঘুরে সাজিয়া বসে, আর ভক্তগণ ভজনানুকূল পরিবেশ স্বীকার করিয়া ধন্য হন। "গৌর আমার, যে-সব স্থান, করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে-সব স্থান হেরিব আমি, প্রণয়ি-ভকতসঙ্গে।।"—ইহাই ভজনশীল ব্যক্তিগণের 'পাদ-সেবন' ভক্ত্যঙ্গযাজন। **শ্রীধাম পরিক্রমা করিলে জীবের মায়িক বন্ধন ঘুচিয়া যায়, শ্রীভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত আসক্তি জন্মে। "বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার।।"—ইহা শ্রীধাম পরিক্রমাকারী ভক্তগণের প্রার্থনীয় বিষয়।**

পত্র লিখিতে গেলে কোনরূপ বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। মনের সহজ-সরল অভিব্যক্তিই পত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ভাব ও ভাষা পত্রের বাহন। তাহা কোনরূপ Academic qualification-এর অপেক্ষা রাখে না। বিশেষতঃ শিশুর আধ আধ বুলি পিতার বেশ রুচিপ্রদই হইয়া থাকে। তাহাতে দোষ-গুণের কোনরূপ বিচার করা হয় না। সুতরাং এ বিষয়ে যোগ্যতা-অযোগ্যতার কোন মাপকাঠি নাই।

কিরূপে আমার মঙ্গল হয়, ইহা জানিয়া-বুঝিয়া লইবার জন্যই আনুগত্য বা শ্রীগুরুকরণ। ইহাকেই Submission কহে। হৃদয়ে এইরূপ ভাব থাকিলে তাহার কল্যাণ হইতে পারে। তোমার নিষ্কপটতা ও সেবানিষ্ঠা তোমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবে। * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

✦✦✦✦

সাধন-ভজন-পথে হিংসা-মাৎসর্য্যের কোন স্থান নাই

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/O—শ্রীঅমূল্যরতন গণ
পোঃ—জারমুণ্ডি
(সাঁওতাল পরগণা) বিহার
তাং—২৮।৮।১৯৭৪

স্নেহাস্পদাসু—

* * শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের অপার করুণা ও অপার্থিব স্নেহের ঋণ কখনই পরিশোধ করা যায় না। হরিভজন করিলে ঐ ঋণের বিষয় উপলব্ধি হয় এবং নিজের জীবন ধন্য হয়। ভগবদ্ভজন করিতে পারিলেই জীবের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। পরম-প্রেমাস্পদ শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসিতে পারিলেই জীবের জীবন সফলতা লাভ করে। সাধন-ভজনে প্রবৃত্তি লাভ করিলে অমানী-মানদ-ধর্ম্মে আস্থাশীল হওয়া যায়।—নিজেকে অযোগ্য-অধম বলিয়া দৈন্যদশা উপস্থিত হয়। ইহাদ্বারাই গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপা-কণার যোগ্যতা আসে। অন্যের সেবা বা ভক্তিধর্ম্মে আর্ত্তিদর্শনে ভক্তিপিপাসু জনগণের প্রত্যেকেরই উত্তরোত্তর আগ্রহ ও উৎসাহ স্বাভাবিক। সেবাধর্ম্মে ধৈর্য্য আছে, উদ্দীপনা আছে, কিন্তু ঈর্ষা-হিংসার স্থান নাই। ভজন-সাধনপথে মাৎসর্য্য অকর্ম্মণ্য বলিয়া উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভজনশীল সাধক-সাধিকা সেবামোদ লাভ করিলেই ধন্য হন।

*　　*　　*　　*

বৈষ্ণবগণ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনেই বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, ভৌমজগতের অন্তর্গত মনে হইলেও তাহাই চরম প্রাপ্যস্থান শ্রীব্রজধাম। তজ্জন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—"যথায় বৈষ্ণবগণ, সেইস্থান বৃন্দাবন, সেইস্থানে আনন্দ অশেষ।" সমদর্শী সাধু অপ্রাকৃত ভাবে বিভাবিত হইয়া যে কোন অবস্থা ও পরিবেশকে নিজের ভজনানুকূল বলিয়া দর্শন ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিশেষ ভাগ্যে ঐরূপ

অবস্থা লাভ হয়। তখন প্রাকৃত নির্জ্জনতা ও কুটিনাটী হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

তুমি তোমার দুঃখের কথা যাহা জানাইয়াছ, তাহা জানিয়া একটা লৌকিক প্রবাদবাক্যের কথা স্মরণ হইতেছে,—"The operation successful, but the patient died." শ্রীনাম যথারীতি গ্রহণ, পূজার্চ্চনাদি, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে জীবের যাবতীয় অনর্থ দূরীভূত হয়। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তাহা না হওয়ায় তোমার "আন্তরিকতার অভাব আছে" বিবেচনা করিতেছ। অভ্যাসযোগ অল্পসময়ের মধ্যেই আয়ত্তে আসে না, ইহা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তজ্জন্য হিমালয়ের ন্যায় অচল-অটল ও ধৈর্য্যশীল হইতে হয়। শরণাগতির ক্ষেত্রে শ্রীভগবানের কৃপার উপর নির্ভরতা বিশেষ লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অভ্যাসযোগের দ্বারাই সন্ধ্যা-গায়ত্রী-জপাদিতে চিত্তের স্থিরতা আসে ও গায়ত্রী-মন্ত্রাদির অর্থ উপলব্ধি হয়। যে নিজের দোষ-ত্রুটী বুঝিতে পারে, সে অত্যল্পকালেই উহা সংশোধনে প্রযত্নশীল হয়। গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী অনুপঠন করিলেই কল্যাণ হয়, তাহাই "আবৃত্তিরসকৃৎ উপদেশাৎ" বেদান্তের সূত্রে বিবৃত হইয়াছে। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহাই "শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ ..... হৃদ্‌রোগমাশু অপহিণোত্যচিরেণ ধীরঃ" বাক্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আশ্রয়ে ও আনুগত্যে থাকিলে তাহার কোন ভয় নাই, তাহাকে সবজান্তা নাস্তিক হইতে হয় না। শ্রীধামবাসিগণের নিকট আমাদের সর্ব্বদাই কৃপাপ্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহাদের সেবানিষ্ঠা আদর্শস্থানীয়। তাঁহাদের কৃপাপ্রভাবেই অপ্রাকৃত ধাম ও ধামেশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি হয়।

* * * *

জড়বিষয়াসক্ত জীবের পক্ষে অনাসক্তি অতীব দুষ্কর ব্যাপার। দেহাত্মবুদ্ধিরত মূঢ় ব্যক্তির উপদেশ ও সৎসঙ্গের প্রয়োজন। ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দও বিপদে নিখিল জীবৈকবন্ধু শ্রীভগবানেরই শরণাপন্ন হইয়াছেন। জীব এই

মনুষ্যদেহেই অন্বয়-ব্যতিরেক বিচারক্রমে ভগবৎ-তত্ত্বানুসন্ধানে সমর্থ। এজন্য মানব-তনু ভজনের মূল বলিয়া শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে।

কামনার বশবর্ত্তী হইয়া জীব কামনাপূরণকারী দেবতাগণের আনুগত্য স্বীকার করায় তাহাদের ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত হইতে হয় এবং তাহা হইতেই হিংসা, মাৎসর্য্যাদির উদয় হয়। অসহিষ্ণু জীব শ্রীচৈতন্য-শিক্ষার অভাবে ভোগী ও ত্যাগীর বৃত্তি লাভ করিয়া শান্তি পাইতে চাহে। সহন-শীলতা না থাকিলে আমাদের কল্যাণ কোনদিনই উদিত হয় না। স্ব-পর-মঙ্গল-কামনাই সাধুর লক্ষণ। স্বার্থপরতা জীবকে অসহিষ্ণু করিয়া তোলে। **ভগবৎসৃষ্ট সকল বস্তুই শ্রীভগবানের সেবোপকরণ—এই বিচার না আসিলে আমাদের মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই। ভোগী জীবগণ জগৎকে ভোগ্য মনে করিয়াই বঞ্চিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তরুর ন্যায় সহিষ্ণু না হইলে হরিভজন সম্ভব নয়। তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের উপদেশ করিয়াছেন।**

জীবনরক্ষার উপযোগী বিষয় গ্রহণ করিলে মন বিক্ষিপ্ত হয় না। "যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ, অনাসক্ত সেই কি আর কহব"—ইহাই মহাজনগণের অভিমত যুক্তবৈরাগ্য। ভক্তিরহিত হইয়াই দাম্ভিকতাবশে মানব বিশ্বের প্রভুত্ব কামনা করে। উহা কখনই শ্রেয়ঃপথ হইতে পারে না। চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তি পঞ্চতন্মাত্রে বশীভূত হইয়া শান্তি ও সুখের আশা পোষণ করে, কিন্তু উহাই তাহাকে চরম দুর্ভোগে নিপতিত করে। দেহ-মনোধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আত্মদর্শী হইতে চেষ্টা করা উচিত। জড় দেহারামী ও গেহারামী হইলে অনাসক্তভাবে বিষয়গ্রহণপূর্ব্বক ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হওয়া যায় না। তজ্জন্য যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা" উপদেশ। * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

যে-বিষয়ে শ্রীভগবান্, ভক্ত ও ভক্তির কোন সম্পর্ক নাই, ভক্তগণ তাহা কখনই আবাহন করেন না

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ
গৌরবাট্‌সাহি, স্বর্গদ্বার (পুরী)
তাং—২৩।৬।১৯৭৫

স্নেহাস্পদাসু—

* * পত্রের সময়মত আমি উত্তর দিবার অবসর না পাইলেও তোমরা পত্র দিলে আমার বিরক্তির কোন কারণ নাই। বরং উহাতে অন্তরের ভাব অভিব্যক্ত হয় বলিয়া ইহাতে সকলেরই কল্যাণ নিহিত আছে। যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-দর্শনের সুযোগ লাভ করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান্-সৌভাগ্যবতী। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আদেশ-নির্দ্দেশ পালনেই যথার্থ মঙ্গল হয়, ইহা চিন্তা করিয়াই দুষ্ট ও অবাধ্য মনটীকে সংযত করিবার যত্ন লইতে হইবে। 'আমার হরিভজন হইল না', 'কবে তাঁহার করুণা হইবে', 'শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই দয়া করিবেন' ইত্যাকার হা-হুতাশ ও আশাবন্ধ সাধক-সাধিকাকে ভজনে অগ্রসর করাইয়া থাকে। "তব নিজজন পরম বান্ধব সংসার-কারাগারে", "বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িব চরণে হৃদয়ের বন্ধু জানি"—ইহা উপলব্ধির বিষয়। গুরু-বৈষ্ণবদর্শনে যাঁহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়, তিনিই প্রকৃত শান্ত ও নিষ্কাম ভক্ত।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট লিখিত পত্রে অন্যকে দণ্ডবৎ-প্রণতি জানানো বা জানাইতে অনুরোধ করাও শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। কারণ উহা অনুরোধের পরিবর্ত্তে আদেশ-নির্দ্দেশেরই সামিল হইয়া যায় এবং অপরাধজনকও বটে।

ভক্তের বাঞ্ছা শ্রীভগবান্‌ই পূরণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম—'বাঞ্ছা-কল্পতরু'। মথুরা-বৃন্দাবনাদি শ্রীধামদর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল বলিয়াই ভগবান্ ঐরূপ সুযোগ দান করিয়াছেন। "আমি ঘরে চুপ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব ও মুখে বলিব—ঠাকুর না টানাইলে কি ধামদর্শন

হয়?"—ইহা নাস্তিকের উক্তি। **হৃদয়ের আকুলতা-ব্যাকুলতা থাকিলে শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই সাহায্য ও কৃপা করেন।** আমার চেষ্টা না দেখিলে তিনি কেন সহানুভূতি ও দয়া প্রকাশ করিবেন?

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় হৃদয়ের সকল অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়; জীবের মায়ামোহ অপগত হয়। তাঁহাদের অপ্রাকৃত স্নেহই সাধক-সাধিকার একমাত্র সম্বল। নিষ্কপটচিত্তে শ্রীভগবানে আত্মনিবেদনই সাধনার চরম ফললাভ। ইহার সুষ্ঠুতা বিধানের জন্যই সাধু-শাস্ত্র-গুরুর উপদেশ-নির্দ্দেশের ব্যবস্থা। শাস্ত্রে সাধু-গুরু-ভগবানের প্রীতি ও সেবার বিষয়ই বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। কেননা "কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"

জগতের লোক প্রাকৃত কুশলাকুশল লইয়া ব্যস্ত। যাঁহারা আত্মকল্যাণ-কামী তাঁহাদের ঐরূপ ভাল-মন্দের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা সেব্য, সেবক, সেবা লইয়াই সর্ব্বদা থাকেন। যে-বিষয়ে শ্রীভগবান্, ভক্ত ও ভক্তির কোন সম্পর্ক নাই, তাহা ভক্তগণ কখনই আবাহন করেন না। অপ্রয়োজনীয় বিষয় মনে করিয়া সর্ব্বদা ঐরূপ দুঃসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করেন। আত্মার স্বাস্থ্য লইয়াই তাঁহারা বিচার করেন এবং ঐরূপ অনুশীলনেই আনন্দ পান। যদি সাধন-ভজনই না হইল, তবে দেহ-মনের খোরাক যোগাইয়া লাভ কি? আর আত্মকল্যাণশীল ব্যক্তির দেহ-মন সবকিছুই সেবাসুখ-তাৎপর্য্যপর হওয়ায় সর্ব্বদা তাহার বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইয়াছে। তজ্জন্যই কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-প্রচেষ্টা নিরস্ত হইয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও ভক্তি-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র রচিত হইয়াছে।

তুমি এলাহাবাদে বা প্রয়াগে বসিয়া ভগবৎকথা স্মরণের সুযোগ পাইয়াছিলে, ইহা খুবই সৌভাগ্যের কথা। **প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষা আলোচনাই বিশেষ কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত। শ্রীরূপ-সনাতনের কৃপা না হইলে সম্বন্ধ-অভিধেয়াদি তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না।** প্রয়াগে থাকাকালে প্রত্যহ নিয়মিত-ভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা অনুশীলন করিলে চিত্তে অধিক শান্তিলাভ করিতে। **ভক্ত-ভগবানের কৃপাভিষিক্ত প্রত্যেকটী তীর্থস্থান ও ধামের বিশেষ বিশেষ মহিমা বিস্তৃত হইয়াছে। তত্তৎ ক্ষেত্রোপযোগী আলোচনার দ্বারা অধিক ফল পাওয়া যায়। ইহা ভজনের উদ্দীপক ও সহায়ক।**

সুন্দরবনে ব্যাঘ্র-বরাহ-সর্পাদি হিংস্র ও খল প্রাণীর বাস। তথায় অধিক দিন থাকিলে ঐরূপ হিংসা-মাৎসর্য্যের বশীভূত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে ভক্তগণের সঙ্গলাভ করিয়া হিংস্র প্রাণীও অহিংস হয়—ইহার যথেষ্ট প্রমাণাদি শাস্ত্রান্তরে রহিয়াছে। ভক্তের জীবন পরার্থে উৎসর্গীকৃত—"জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার"—ইহা ভক্তেরই বোধগম্য বিষয়। 'শ্রেষ্ঠ উপকার' আত্মকল্যাণকেই লক্ষ্য করে। সুতরাং ভক্ত কখনও অনুদার নহেন, তিনি সাধ্যানুসারে সকলকে সেবা-সুযোগ দান করিয়া থাকেন। সেই সেবা-সুযোগ লাভ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিতে হইবে।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ উপদেশামৃতে জানাইয়াছেন,—"গুরু-পাদাশ্রয়-স্তস্মাৎ কৃষ্ণ-দীক্ষাদি-শিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্।।" সদ্‌গুরু পদাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীনাম-দীক্ষাদি গ্রহণের আবশ্যকতা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। 'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।।"—ইহাই শ্রীনাম-দীক্ষাদি গ্রহণে প্রাপ্তব্য বিষয়। কেহ ঐ বীজ পাইবার অভিলাষী হইলে শ্রীভগবান্‌ই সকল সুযোগ দান করেন ও অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। ইহাতে আর সন্দেহ কি? নিজকল্যাণ হইতেও যিনি অপরের হিতচিন্তায় রত তাঁহাকে অধিকতর উদার বলা হয়। তোমার বান্ধবীর জন্য তুমি বিশেষ উদ্বিগ্ন এবং তাহার অভীষ্টসিদ্ধিতে তোমার স্বস্তি দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম।

আমার অসুস্থতার জন্য তোমরা চিন্তিত হইবে না। জড়দেহের উৎপত্তি, স্থিতি, নাশ থাকিবেই। গীতার "মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়", "দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে" প্রভৃতি শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচনা করিবে। "এ দেহের ক্রিয়া অভ্যাসে করিব, জীবনযাপন লাগি'। শ্রীকৃষ্ণভজনে অনুকূল যাহা, তাহে হব অনুরাগী।।"—ইহাই আমাদের আদর্শ হউক। শরীরের তোয়াজ করিতে গেলে আমরা দেহারামী হইয়া পড়িব ও সাধন-ভজন হইতে চ্যুত হইব। আমাদের নিত্যতত্ত্ব—কৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধান ব্যাহত হইবে। * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্'

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/O—শ্রীরাধেশ্যাম বসাক
নিমানন্দ ক্লথ স্টোর্স
উকিলপাড়া, পোঃ—রায়গঞ্জ
(পশ্চিম দিনাজপুর)
তাং—৯।৯।১৯৭৫

স্নেহাস্পদাসু—

** "আপন ইচ্ছায় জীব কোটীবাঞ্ছা করে। কৃষ্ণ-ইচ্ছা বিনা তাহে ফল নাহি ধরে।।" মানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই এবং তাহা পূরণ হইবারও নহে। কিন্তু শ্রীভগবান্ ভক্তের বাঞ্ছা পূরণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম "ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু", ভক্তও এইরূপ আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন। তোমার মাতার অসুস্থতার জন্য তুমি নবদ্বীপে আসিতে পার নাই—বুঝিলাম। তোমার মাতা পরমা বৈষ্ণবী ও ভক্তিমতী ; শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে তাঁহার অচলা শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভক্তি। সুতরাং তাঁহার সেবা-যত্নের জন্য নিশ্চয়ই তোমাকে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। যদিও তিনি তোমার সেবা-শুশ্রূষা আশা করেন না, তথাপি তোমার কর্ত্তব্য তোমাকে অবশ্যই করিয়া যাইতে হইবে। বিশেষতঃ ইহা ভক্তির অনুকূল কর্ম্ম।

** "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্'—এ বাক্য একদিকে সত্য, কারণ শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে কে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে? আবার শরীর-যত্নের দোহাই দিয়া ভোগী হইয়া পড়িলেও বিপদ অনিবার্য্য। সুতরাং উভয় কুলের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলাই হরিভজনপিপাসু বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের বিশেষ কর্ত্তব্য। তুমি বুদ্ধিমতী, এ বিষয়ে অধিক লিখা বাহুল্য মনে করি।

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ হইতে আমার পত্র পাইয়া তুমি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছ বুঝিলাম। দীনহীন পামর ব্যক্তিই কৃপা লাভের যোগ্য—'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্। পণ্ডিত, কুলীন, ধনীর বড় অভিমান।" সুতরাং

তাঁহারাই সৌভাগ্যবান্ বা সৌভাগ্যবতী—যাঁহারা গুরু-বৈষ্ণবের উপদেশ-নির্দ্দেশরূপ কৃপালাভে ধন্য। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ভাষা সত্যই আমাদের নাই, তিনি যদি ভাব-ভাষা সরবরাহ করেন, তবেই সব কিছু সম্ভব। পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুব তাঁহার পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির দর্শন পাইয়া তাঁহাকে স্তব-স্তুতি করিতে চাহিলেন। আক্ষরিক জ্ঞানহীন অদীক্ষিত ব্যক্তির শ্রীগুরুকৃপা ছাড়া ভগবদ্দর্শন হয় না এবং শ্রীভগবানের বিশেষ করুণায় স্তব-স্তুতি করিবার ক্ষমতা আসে, ইহাই বিচার বা সিদ্ধান্ত। শ্রীভগবান্ই প্রতিটী জীবের হৃদয়ে প্রেরণা যোগাইতেছেন, তিনিই সকলের মুখে বুলি দিয়াছেন। শিশুর আধ আধ বুলি কি মাতাপিতার স্নেহাকর্ষণ করে না বা তাহাতে গুরুজন ব্যক্তি কি ভাষা বা বুলির শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচার করেন? ইহাতে তাঁহারা আনন্দিত ও উল্লসিতই হইয়া থাকেন।

শ্রীমঠে নিয়মিত যাতায়াত করিয়া হরিকথা, পাঠকীর্ত্তনাদি শ্রবণ-স্মরণের সুযোগ লইবে। নিজে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া যাহা না বুঝিবে, বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রবণ করিলে উহা সহজেই বোধগম্য হইবে। কারণ ঐ বাক্য বা বাণীতে বিশেষ শক্তি নিহিত আছে। যখন সাক্ষাৎ সৎসঙ্গের অভাব হইবে তখনই গ্রন্থরূপী সাধুসঙ্গের বিচার শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করেন। সাধুগণ ভগবানের হৃদয় এবং ভগবানই সাধুগণের হৃদয় ; এজন্য বৈষ্ণবগণই যাবতীয় ভগবদুপদেশের আকর মর্ম্মী এবং Encyclopedia। ইহ-সংসারে অধিকভাবে আবদ্ধ বা আকৃষ্ট হইয়া পড়িলে ভজন-সাধনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, ইহা খুব সত্যকথা। তজ্জন্যই বৈষ্ণব বা ভক্ত-সান্নিধ্যে থাকিবার জন্য বিশেষ উপদেশ রহিয়াছে। জড় বিষয়াসক্তিকেই সংসার বলে ; অপ্রাকৃত বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রতি যাহাতে আকর্ষণ বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্যই সৎসঙ্গ। সুতরাং **জড়বিষয় ও অপ্রাকৃত বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের সংসারের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। জড়সংসারের সেবা করিলে অধোগতি, কৃষ্ণসংসারে সর্ব্বৈব কল্যাণ ও উন্নতি।** তজ্জন্য শাস্ত্রের উপদেশ—"কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।

জীবে দয়া, নামে রুচি—সর্ব্বধর্ম্মসার।।" গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ অন্তর্যামিসূত্রে ভক্তের আর্ত্তি নাশ করেন। ভগবানের দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তজ্জন্যই তাঁহার নাম—ভক্তবৎসল।

ভোরে শৌচাদি অন্তে স্নানাহ্নিক সমাপন করিতে হয়, পরে ভক্তিমূলক গীতি ও স্তব-স্তোত্র পাঠ মঙ্গলজনক। উহা শেষ হইলে মালিকায় শ্রীনাম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও ভগবানের নিকট প্রার্থনা, দৈন্য, বিজ্ঞপ্তি মহাজন-পদাবলীর মধ্যে পাওয়া যায় এবং গুর্ব্বষ্টক, ষড়্গোস্বাম্যষ্টক, নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ অষ্টক, দশাবতার-স্তোত্র ও বিবিধ প্রণাম-মন্ত্রাদি আছে, সে-সকলও আবৃত্তি করা যাইতে পারে। এগুলিও ভজনের অঙ্গমধ্যে পরিগণিত, ইহাতে শ্রীভগবানে শ্রদ্ধা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

"যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়"—মহাজন-বাণীতে পাওয়া যায়। **"আমি ভক্তি-শ্রদ্ধাহীন'—ইহা অন্তর হইতে বলিতে পারিলে নিশ্চয়ই শ্রীভগবান্ আমাদের সকল অযোগ্যতা দূরীভূত করিয়া তাঁহার অভয় শ্রীচরণে দাস্য দান করেন।** তখন দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনের সফলতার সুযোগ আসে। সেখানে ভাব, ভক্তি, ভাষার কোন যোগ্যতার প্রশ্নই নাই, কারণ শ্রীভগবানের দয়া অহৈতুকী, সর্ত্তহীনা। "যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার। করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর।।" এবং "বিচারিতে আবহি গুণ নাহি পাওবি, কৃপা করি ছোড়ত বিচার"—ইহাই সাধক-সাধিকার কাতর প্রার্থনা ও যোগ্যতা বা অধিকারের মাপকাঠি। ** ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

"যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ
গৌরবাটসাহি, স্বর্গদ্বার (পুরী)
তাং—২১।১১।১৯৭৫

** ! ধৈর্য্য, উৎসাহ, আশাবন্ধ, উৎকণ্ঠা না থাকিলে কোন বিষয়েই সুষ্ঠু ফললাভ হয় না। কিন্তু সকলের মূল বিষয়—শ্রীনাম-কীর্ত্তনে সদা রুচিবিশিষ্ট হওয়া। 'যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়"—সেইরূপ উপায় অবলম্বনদ্বারাই আমাদিগকে চরম লাভের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীনাম-নামী, ভগবান্ ও ভক্ত—অপ্রাকৃত-তত্ত্ব। শ্রীনামের কৃপা হইলে নামী শ্রীভগবানের করুণা সহজসাধ্য হয় ; আবার ভক্তের করুণা হইলে শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপালাভে সামর্থ্য আসে। ভক্ত ও ভগবানের স্নেহ, করুণা, দয়া, কৃপা সত্যই অপার্থিব ও অতুলনীয়। ভক্ত ও ভগবানের গুণ ও মহিমাও অতিমর্ত্ত্য ও নিত্য। জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা অনন্তমহিম ভক্ত অনন্তলীল ভগবানের মহিমা ও লীলা বর্ণন অসম্ভব।

বর্ত্তমানে আমি সুস্থ আছি। জড়দেহাভিমানী মন কখনও সুস্থ, কখনও অসুস্থ অভিমান করে ; কিন্তু আত্মার স্বাস্থ্য নিত্যকালই স্বীকৃত। জীব যতদিন জড়দেহে 'অহং-মম' ভাব আরোপ করে, ততদিনই তাহার ক্লেশ, দুঃখ, কষ্ট। "দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান"—তত্ত্বদর্শনের অভাবেই মনোধর্ম্মের প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। "এই ভাল, এই মন্দ,—এই সব ভ্রম"—প্রাকৃত শুভাশুভ, ভাল-মন্দের বিচারই দোষযুক্ত। তাহা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে পারিলেই সাধক-সাধিকার কল্যাণের সম্ভাবনা। "যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ"-বিচার বহুমানন করিতে গিয়া শরীর সুস্থ রাখার নামে আমি যদি দেহারামী, গেহারামী হইয়া পড়ি, তাহাতে ভজন-সাধন বা মঙ্গলের পথ কোথায় রহিল? অনেকেই "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্' বাক্যের ধূয়া ধরিয়া নাস্তিক চার্ব্বাকের অনুকরণে বা অনুসরণে ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

"আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ"—ইহাই যুক্তাহার-বিহারের মাপকাঠি। যতটুকু স্বীকার বা গ্রহণ করিলে ভগবদ্ভজনোপযোগী শরীর সুস্থ থাকে, শাস্ত্র তাহাকেই 'যথাযোগ্য' বা 'যুক্ত'-শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। আসক্তি ও অনাসক্তির বিচার ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে ; শুদ্ধাভক্তি ও জড়-বিষয়ের পার্থক্যও ইহাতেই সুস্পষ্ট।

* * * *

পারমার্থিক সঙ্ঘারামকেই মঠ বলে। ইহাকে ভবরোগ-চিকিৎসার হাস-পাতালও বলা যাইতে পারে। পারমার্থিক শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী লইয়া এই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পরম ভজনীয় বস্তু এবং ভক্তিই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র মাধ্যম ; জীব সাধনার দ্বারা সেই তুরীয় সেব্যবস্তুকে প্রেম বা প্রীতির দ্বারা লাভ করিতে সক্ষম—এই শিক্ষাই দান করেন ভক্তিপীঠস্থান শ্রীমঠ-মন্দির। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। ভক্তকৃপায় ভক্তিলতাবীজ—শ্রদ্ধা লাভ হয়। সাধনের আদি, মধ্য ও অন্তাবস্থায় সৎসঙ্গ একান্ত প্রয়োজনীয়, কেননা ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্ নিত্য ও একতাৎপর্য্যপর। ভক্ত স্বীয় আরাধ্যদেবের সেবায় মগ্ন, আর ভগবান্ও ভক্তের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়ে সতত বিরাজিত। ভক্ত নিষ্কাম বলিয়া ভগবান্ ভক্তের হৃদয়-সিংহাসন কখনই পরিত্যাগ করেন না। ভক্তি এমনই বস্তু, স্বরাট্ ভগবানকেও ভক্তের অধীনতায় আবদ্ধ করেন। তজ্জন্যই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন,—"ভগবান্ ভক্ত-ভক্তিমান্।" তুমি শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে এসকল বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

"যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)
তাং—১১।৭।১৯৭৬

স্নেহাস্পদাসু—

** তোমার অর্থ, বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই না থাকিলেও মন-প্রাণ থাকিলেই হইবে। সেবাবৃত্তি পার্থিব কোন বস্তুর বিনিময় অপেক্ষা করে না। তাহা স্বতঃসিদ্ধা, নিরপেক্ষা। কোন জড়বস্তু মূল্যস্বরূপে দিয়া ভক্তিবৃত্তি লাভ করা যায় না। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—প্রত্যেকটীরই বিদ্বদ্রূঢ়ী বিচার আছে। আবার অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদির অনুকরণমধ্যে কম্প-পুলকাশ্রুও দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল বিচার করিয়া **সাধক-সাধিকার ভজনপথে অতি সন্তর্পণে চলিতে হইবে। দেখিতে হইবে,—আমরা যেন প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের প্রশ্রয়দাতা না হইয়া পড়ি—ভক্তিবিরোধী মনোভাবগুলি যেন তলে তলে বহুমানন না করিয়া ফেলি।**

সাংসারিক বন্ধন হইতে মুক্তদশা কাহাকে বলিব? জীব সাংসারিক বিপর্য্যয়ের মধ্যেই অধিকভাবে শ্রীভগবন্নামাদি গ্রহণের সুযোগ পায়। এবং তাহার মধ্যেই তাহার ঐকান্তিকতা, আকুলতা-ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়। এই জগতে যিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তাহার মধ্যে থাকিয়াই তাহাকে আত্মকল্যাণের জন্য যত্ন করিতে হইবে—"যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।" পাপী ও অধম সাজিলেই দয়ার পাত্র-পাত্রী হওয়া যায় না। সত্যসত্যই দৈন্য আসিলে অমায়ায় কৃপা বা দয়া লাভ করা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু "ন মে প্রেমগন্ধোঽস্তি" শ্লোকে তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। নিসর্গ-পিচ্ছিল স্বভাবকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের অন্তর্গত করিলে ভুল হইবে। উহাতে পরিণামে দাম্ভিকতাই প্রকাশিত হয়। যতদিন মন প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষরূপ ভোগচিন্তায় আবিষ্ট থাকে, ততদিন অপ্রাকৃত রতির উদয়ের সম্ভাবনা কোথায়? আবার

অপ্রাকৃত ভাব-বিভাবিত অবস্থা লাভ করিয়াও কেহ বাহ্যদশায় লৌকিক-ব্যবহারিক বিধি-নিষেধ মান্য করিয়া চলেন। তুমি জৈবধর্ম্ম ৩য় খণ্ড ও শ্রীচৈতন্যচারিতামৃত গ্রন্থ ভালরূপ আলোচনা করিলে এ সকল বিষয় জানিতে পারিবে। ইহা উপলব্ধি ও অনুভবের বিষয় মাত্র।

তুমি স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যদি ওখানে প্রেরিত হইয়া থাক, সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। তোমার মাতা ভজনপরায়ণা ও তোমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী। তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি তাঁহার নিকট কিছু দোষ-ত্রুটী হইয়া যায়, তাহা তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন। তজ্জন্য তোমার স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ না করিলেও চলিত। তবে আত্মশোধনের জন্য গুরুজনের যে কোন দণ্ড গ্রহণ করিলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হয় না। দূরে থাকিয়াই ভাবনার দ্বারা মহাপ্রভুর ফুলের গহণা গাঁথিয়া পাঠাইবে। তাহাই তিনি গ্রহণ করিবেন। **হৃদয়-গুণ্ডিচা পরিমার্জ্জিত হইলে তাহাতেই শ্রীজগন্নাথ কৃষ্ণচন্দ্র স্থানলাভ করিয়া খুশী হন। ঐশ্বর্য্যাপেক্ষা মাধুর্য্যরসের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে, শ্রীজগন্নাথ-দেব দ্বারকা বা কুরুক্ষেত্রে হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন ; ইহাই রথ-যাত্রার তাৎপর্য্য।** চিত্ত যতদিন ঐ অপ্রাকৃত অবস্থায় উন্নীত না হয়, ততদিন "বরজ-বিপিনে সখীসাথ। সেবন করবুঁ, রাধানাথ।। কুসুমে গাঁথবুঁ হার। তুলসী-মণিমঞ্জরী তার।।"—এ সকল বিষয় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে না। তোমার দৈনন্দিন সেবার নিয়ম-নিষ্ঠা রক্ষা করিয়া চলিবে। ইহাতে শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া তোমার উপর প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন। তিনি যে অবস্থায় রাখেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবার চেষ্টা করিবে। অধিক কি, তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত স্নেহ ও করুণার কোন তুলনা নাই

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ
গৌরবাট্‌সাহি, স্বর্গদ্বার (পুরী)
তাং—৩০।৮।১৯৭৬

স্নেহাস্পদাসু—

* * শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্যই এই জরদ্‌গবতুল্য দেহটীকে নিযুক্ত করিতে পারিলে তাহার সফলতা জানিবে। দেহ-গেহারামী হইয়া পড়িলে সাধন-ভজনে উন্নতি কোথায়? শীত-গ্রীষ্মাদিতে কাতর হইলে অনেক সময়ে সেবানিষ্ঠায় ব্যাঘাত ঘটে। সেবার জন্য কঠোর পরিশ্রম যেরূপ প্রয়োজন, আবার ভজনোপযোগী দেহের তদ্রূপ বিশ্রামও আবশ্যক। এই দুইটী বিষয় একতাৎপর্য্যপর। সেবার জন্যই বিশ্রাম, সেবাকে বাদ দিয়া বিশ্রাম নহে। দুইটী অবস্থাই পরস্পরের পরিপূরক। সেবাসুখবাঞ্ছা ব্যতীত যে আরাম, তাহা 'হারাম' নামেই অভিহিত ; তাহা প্রাকৃত কামনা-বাসনার অন্তর্গত। **অপ্রাকৃত-তত্ত্বে কখনই প্রাকৃত বুদ্ধির আরোপ করিতে নাই, ইহা অপরাধজনক।**

শ্রীপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ অকিঞ্চন মাদৃশ দুর্ভগজনের প্রতি বিশেষ স্নেহশীল, তজ্জন্য আমার সহিত পরামর্শের জন্য নবদ্বীপ শুভবিজয় করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়া তৎপূর্ব্বেই প্রচারে বাহির হইয়াছিলাম। ঐ পরামর্শের মধ্যে আমাদের সকলের ও মিশনের কল্যাণ নিহিত ছিল। যাহা হউক, পরে প্রচার হইতে ফিরিলে ঐ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ হয়।

বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত স্নেহ ও করুণার কোন তুলনা নাই। ভজনাকাঙ্ক্ষী জীব যদি ঐ করুণা উপলব্ধি করিতে পারে, তবে নিশ্চয়ই তাহার কল্যাণ হয়। গুরু-বৈষ্ণবগণের শাসন ও করুণা অনুধাবন করা বিশেষ সৌভাগ্যের পরিচায়ক। বিষয়াসক্ত মানব ভগবৎ-ভাগবত-করুণাকে নির্দ্দয়তা এবং

তাঁহাদের শাসনকে ক্রোধ ও অনুদারতা বলিয়া ভ্রম করে। বস্তুতঃ শাসন ও কৃপা একই উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুণি কুসুমাদপি" বিচার হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। ভাব বা তাৎপর্য্য গ্রহণকারীরই শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে।

"বন্দোঁ মুঞি সাবধান-মতে"—বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, অপরাধশূন্য হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের বন্দনা করিতে হইবে। শ্রীনামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধাদি অসংখ্য প্রকার দোষ-ত্রুটী সাধন-ভজনরাজ্যে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে হতাশার কোন কথা নাই। আন্তরিক চেষ্টা ও সরলতার দ্বারা সকল প্রতিকূল অবস্থা দূরীভূত হয় এবং সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যোদয় হয়। প্রতিকূল বর্জ্জনপূর্ব্বক ভক্তির অনুকূল বিষয় স্বীকার করিতে হইবে—ইহাই চরম বিচার জানিবে। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্" বাক্যে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

সেবায় 'বিশ্রাম' বলিয়া কোন কথা নাই। সেবাধর্ম্ম নিত্য, গতিবিশিষ্ট। সুতরাং ভগবৎ সেবক-সেবিকা বিশ্রামের অবসর খুঁজিবেন কেন? শয়নে, স্বপনে, জাগরণে—সর্ব্বাবস্থায়ই সেবাধর্ম্মের নিত্যত্ব প্রমাণিত। * আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইবে। অন্যান্য সকল ভক্তবৃন্দকে যথাযোগ্য দণ্ডবৎ-প্রণাম ও শুভাশীর্ব্বাদ জানাইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তি বামন

নিঃস্বার্থ দান ও সেবাবৃত্তিই শরণাগতের ভূষণ বা অলঙ্কার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ
গৌরবাট্‌সাহি, স্বর্গদ্বার (পুরী)
তাং—২৪।৯।১৯৭৬

স্নেহাস্পদাসু—

*** * সেবার জন্য সামান্য দানও নগণ্য নহে, তাহা প্রচুর এবং গৌরবের বিষয়। যাহারা কেবল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার জন্য লোক-দেখানো সাহায্য-দানাদি করেন, তাহাদের সেই ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমকে "ব্যাঙের আধুলি" বা "কর্ম্মীর কাণাকড়ি" বলে।** হৃদয়ে অন্যাভিলাষ থাকায় উহাতে প্রাকৃত কর্ম্মজড়বাদকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং উহা সঠিকভাবে সেবানুকূল হয় না। আন্তর-বৃত্তি ও উদ্দেশ্য লইয়াই বিচারের ক্ষেত্র। তজ্জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।।" "স্বচ্ছন্দ-বনজাত শাকের" উপদেশ এই কারণে যে, তাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের চিত্তবৃত্তি প্রবেশ করে নাই। সুতরাং তাহা নির্গুণ এবং সেবার প্রকৃত মাধ্যম।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনে এবং আমাদের শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে বহু দাতা দান করিয়াছেন—যাঁহারা আংশিক দানের পরই স্বীয় নাম জাহির করিবার জন্য মন্দির-গৃহাদি নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কর্ত্তৃপক্ষগণকে Name plate লাগাইতে বাধ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের এই দান কোন্ পর্য্যায়ে পড়ে, তাহা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব অবশ্যই বিচার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের বলিষ্ঠ নীতি ও স্পষ্টোক্তি একাধিক প্রবন্ধ ও পত্রাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে। দানের যে খারাপ দিক্, তাহা লইয়াই তথায় তত্ত্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে।

আবার **"তোমার ধন তোমায় দিয়ে তোমার হয়ে রই"**—এ বিচারও পাশাপাশি রক্ষা করা হইয়াছে। একজন দাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাগবাজারস্থ

জমি সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে তিনি বলেন,—"বিনোদবাবু, থাল খান আমি দিলাম, খাবারও আমি দিব" অর্থাৎ জমির সঙ্গে মন্দিরাদি নির্ম্মাণের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিলেন। নির্ব্যলীক-নিষ্কিঞ্চন হইতে না পারিলে মনে-প্রাণে সেবক-সেবিকা হইতে পারা যায় না। অর্থদানের দ্বারা সেবা নিশ্চয়ই হইয়া থাকে, তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন,—"প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা বুদ্ধিমান্ মনুষ্য শ্রেয় আচরণ করিবেন, ইহাই জীবনের সফলতা।" ১১শ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে —"মমার্চ্চা-স্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ। উদ্যানোপবনা-ক্রীড়-পুর-মন্দিরকর্ম্মাণি।।" অর্থাৎ ভগবদ্ বিগ্রহস্থাপনে অনুরাগ, উদ্যান, উপবন, বিহার, ক্ষেত্র, পুর, মন্দির প্রভৃতির নির্ম্মাণ বিষয়ে একাকী অথবা মিলিতভাবে প্রচেষ্টা, নিষ্কপটভাবে উহার সম্মার্জ্জন, লেপন, জলসেচন ও মণ্ডল রচনাদ্বারা ভগবদ্গৃহের সেবা করিবে।

আশ্রয় ও আশ্রিতের পরস্পর সম্পর্ক ও সম্বন্ধজ্ঞান হইতেই ভজন-পথে যোগ্যতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। গুরু-বৈষ্ণবের অনুগ্রহ ব্যতীত আমাদের জীবনপথে অগ্রসর হইবার কোন বিকল্প ব্যবস্থা নাই, থাকিতে পারে না। অনুগ্রহ-বঞ্চিত হওয়া ও ভজন হইতে চ্যুত হওয়া একই কথা। ইহাই সাধক-সাধিকার চরম দুর্গতি ও দুর্দ্দৈব। গুরু-বৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত গুণাবলী ও অতিমর্ত্ত্যত্ব প্রাকৃত জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচর। সেক্ষেত্রে "যমেব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—ইহাই একমাত্র যোগ্যতার মাপকাঠি। ভগবান্ ও ভক্ত—দুইই আশ্রিতবৎসল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সেবাবৃত্তিই শরণাগতের ভূষণ বা অলঙ্কার। যথাসর্ব্বস্ব সেবায় নিযুক্ত করার নামই পূর্ণ আত্মসমর্পণ। শরণাগত বা সমর্পিতাত্ম জীবের সেবা ব্যতীত দ্বিতীয় অভিনিবেশ বা ইতর কামনা-বাসনা নাই। তথায় Commercial interest বা প্রাকৃত লেনদেনের ব্যাপারও থাকিতে পারে না। নিজের জন্য Percentage এর হিসাব রাখিবার বুদ্ধি হইলে "পদ্মানীতি" আসিয়া পড়ে। তাহা সেবার মনোবৃত্তি নহে, প্রাকৃত কর্ম্মেরই অঙ্গ হইয়া পড়িবে।

"আমি কীটানুকীট, অধম, পামর"—এইরূপ বিচার আসিলে মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। আর প্রতিষ্ঠাশা ও সৌভাগ্য খ্যাপনের জন্য হইলে উহাই বিষবৎ ক্রিয়া করিবে। গুরু-বৈষ্ণবগণের অহৈতুকী করুণায় অসম্ভবও সম্ভব হয়—"কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াময়।"

তোমার মাতার স্বাস্থ্য ভাল নহে জানিলাম। তাঁহাকে গৃহে বসিয়াই এই বৃদ্ধবয়সে শ্রীনামকীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে অনুরোধ জানাইবে। চুঁচুড়ায় থাকিয়া তাঁহাকে শ্রীমঠের শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথজীউ ও জগন্নাথদেবকে স্মরণ করিতে বল। "আজ্ঞা দিলা মোরে, এই ব্রজে বসি', হরিনাম কর গান"—এই মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিতে বলিবে। তিনি নিজেও তোমাদের উদ্বেগ দিতে চাহেন না, তাহা আমি জানি। তথাপি তোমরা তাঁহার সেবার দায়িত্ব সকল সময়ে লইয়া চলিবে। তিনি ব্যবহারিক-পারমার্থিক—উভয় জগতের তোমার শিক্ষাগুরু। বাড়ীতে থাকিয়া তিনি শ্রীগোপালদেবের নিত্যসেবা করিতে থাকুন, তাহাতে তাঁহার মথুরা-বৃন্দাবন-নবদ্বীপ-পুরীধাম দর্শনের ফল হইবে। শারীরিক অসুস্থতার জন্যও তাঁহার লোকসংঘট্ট বর্জ্জন করা উচিত। এসকল বিষয় তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইবে।

তোমাদের প্রদত্ত শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কার ও সেবার বাসনপত্র ও বস্ত্র-পোষাকাদি এখানকার সেবকগণকে দেখাইয়াছি। তাঁহারা খুব আনন্দিত হইয়া তোমাদের পারমার্থিক কল্যাণ কামনা করিয়াছেন ও প্রশংসাপত্র দিয়াছেন। শ্রীমতী রাধারাণীর নাসিকায় নিশ্চয়ই ছিদ্র আছে, তাহা প্রাকৃতচক্ষে দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহাতে কোন অসুবিধা হইবে না। তোমার মাতা যে নাসা-ফুল দিতে চাহিয়াছেন, উহা পরাইতে পারা যাইবে এবং শ্রীমতী নিশ্চয়ই উহা অঙ্গীকার করিবেন। * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

"শ্রীগুরোঃ কৃপা হি কেবলম্"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)
তাং—১২।২।১৯৭৭

স্নেহাস্পদাসু—

** শ্রীমান্ * তোমার নিকট গিয়াছিল ; তোমার দেখা না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল ; আর তাহারও অপেক্ষা করিবার সময় ছিল না। সে যাহা হউক, তোমরা শ্রীপুরীধাম পরিক্রমা ও মাসকালব্যাপী নিয়মসেবা পালনোৎসবে যোগদান করিতে পারিয়াছিলে, ইহাই বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। সৎসঙ্গে নিয়মিতভাবে শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অনুশীলনে সুযোগ লাভ করা কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? দেশ-বিদেশে যাত্রা, প্রমোদ-ভ্রমণে অনেকেরই আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সাধুসঙ্গে শ্রীধাম বা তীর্থদর্শনের স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষা সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণের পক্ষেই সম্ভব। এইরূপ সুযোগ লাভ করিতে গেলে সাংসারিক লাভ-লোকসানের চিন্তা সযত্নে পরিহার করিয়াই চলিতে হয়। নচেৎ সময়োপযোগী শ্রেয়ঃ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়।—"Time and tide wait for none"—যে সুযোগ একবার চলিয়া যায়, তাহা আর ফিরিয়া আসে না।

* সকলের একই প্রকার সুযোগ-সুবিধা মিলে না। ব্যবহারিক জগতের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব লইয়াই পরমার্থপথে অগ্রসর হইতে হয়। তাহা না করিলে সংসারে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং বিশৃঙ্খলা, বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দেয়। বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ক্ষুদ্র স্বার্থ জলাঞ্জলি দিবার নিয়ম বা রীতি প্রচলিত থাকিলেও, অনেক সময়ে উহা এড়াইতে পারা যায় না।

ভক্তের আশীর্ব্বাদে সকল প্রকার অমঙ্গল বা বাধাবিঘ্ন অপসারিত হয়—ইহা ধ্রুবসত্য কথা। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের শুভেচ্ছায় অসাধ্য সাধন হয়। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। প্রাকৃত মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি

যাহা কখনও চিন্তা করিতে পারে না, এরূপ অচিন্ত্য অলৌকিক ঘটনাও সাধু-গুরুর কৃপায় বাস্তবে রূপায়িত হইতে দেখা যায়। পার্থিব জড়ীয় বিচার-যুক্তিও ইহার ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ ও অপারক। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" বিচারই এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। **সাধন অপেক্ষা কৃপারই মাহাত্ম্য অধিক**—ইহাই এস্থলে প্রমাণিত হয়। **সাধন এবং কৃপা যোগযুক্ত হইলেই সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয়।**

"শ্রীগুরোঃ কৃপা হি কেবলম্"—কৃপা ব্যতীত সাধক-সাধিকার তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় না। শ্রীগুরু—ভবপারের কাণ্ডারী ; নরতনু—ভজনের মূল। দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া কৃষ্ণভজনবিমুখ হওয়াই চরম বিপর্য্যয় বা দুর্ভাগ্য। সৎসঙ্গ-ক্রমে জীব যখন আপন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়. তখনই তাহার হৃদয়ে ভজনস্পৃহা বলবতী হয় এবং সাধনপথে অগ্রসর হয়। এই পথে সদ্‌গুরুই একমাত্র অবলম্বন বা আশ্রয়। তজ্জন্য আশ্রয়-বিগ্রহই বিষয়-বিগ্রহের সেবা নির্দ্দেশকারী ও পথপ্রদর্শক। শ্রীভগবদিচ্ছায় তাঁহার অবতারণ, তজ্জন্য তিনি "প্রকাশ-বিগ্রহ" নামে পরিচিত। শ্রীগুরুদেব—নিত্যানন্দ-শক্তি, অভিন্ন বলদেব তত্ত্ব। গুরুতত্ত্ব অখণ্ড, নিত্য। "নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য"—ইহাই প্রভু-ভৃত্যের বিশেষ সদ্‌গুণ ও পরস্পর সম্বন্ধ বা সম্পর্ক। সদ্‌গুরু নিত্যকালই তদনুগত জনের কল্যাণকামী ও হিত-চিন্তায় রত। এ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য চিরদিনের এবং এই উপকারও অপরিশোধ্য।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের শুভাবির্ভাব-তিথিতে তাঁহাদের গুণগান করিলে জীবের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। "হরি-গুরু-বৈষ্ণব—তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।।" "বৈষ্ণবের গুণগান করিলে জীবের ত্রাণ।"—ইহা শিষ্টাচার-সম্মত বিধি। সাধক-সাধিকার যত প্রকার অযোগ্যতা, দুঃখ-দৈন্য, তাহারই হিসাব-নিকাশের শুভ লগ্ন বা মুহূর্ত্ত ঐ তিথিকে আশ্রয় করে। অনুশোচনা বা অনুতাপই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। তাহাদ্বারাই অন্তঃকরণ শুদ্ধি হয়। সদাচারনিষ্ঠ না হইলে আন্তরশুদ্ধিতা আসে না। "সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ-বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্।" Christianity-তে "Confession" বা পাপ-স্বীকৃতি-ব্যবস্থা সনাতন আর্য্যশাস্ত্র হইতেই গৃহীত। "প্রভু বলে,—আর তোমরা না করিস্ পাপ। জগাই-মাধাই বলে—আর

নারে বাপ।।" 'এই আর নারে বাপ' স্বীকারোক্তি অনুতাপ বা প্রায়শ্চিত্তেরই অঙ্গীভূত। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু গুরু-নিত্যানন্দের সম্মুখে জগাই-মাধাইকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইতেছেন। এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে পুনরায় পাপ-প্রবৃত্তি আসিয়া চিত্তবৃত্তিকে কলুষিত করিবার চেষ্টা করে।

নমস্কার বা প্রণতি-শব্দে আত্মনিবেদন বা শরণাগতিকেই লক্ষ্য করে। স্মৃতিতে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বা ষড়ঙ্গ শরণাগতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। "পদ্ভ্যাং জানুভ্যাং শিরসা" ও "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ" প্রভৃতি শ্লোকে ইহা বিশেষভাবে বিবৃত হইলেও ইহার আন্তর লক্ষণকেই বাস্তব বলিয়া শাস্ত্র জানাইয়াছেন। আচারানুষ্ঠানে যদি চিত্ত দ্রবীভূত না হয়, মানসিক পরিবর্ত্তন না আসে, তবে তাহা বিফলতায়ই পর্য্যবসিত হয়। "হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ"—তাহাই অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম—শ্রীনামব্রহ্ম। সেই শ্রীনামই কর্ণরন্ধ্রপথে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তথায় ঝঙ্কার তোলে। তাহাতেই চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়া বাচ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে।

"পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল, সেবাসুখ পেয়ে মনে। আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে।।"—ইহাতে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। সদ্‌গুরুর কৃপাশক্তিই পূর্ব্ব-ইতিহাস অর্থাৎ জড়প্রচেষ্টা বা বাহাদুরীকে ভুলাইতে বা তাহার হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। এ বিষয়ে তাঁহার অহৈতুকী করুণাই আমাদের একমাত্র সম্বল। ভগবৎপ্রদত্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ শ্রীভগবানেরই সেবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে। সদ্‌গুরুর সদাই কুশল বর্ত্তমান, তত্ত্ববিজ্ঞান কখনই জড়ের অনুমেয় নয়, তজ্জন্য ভক্ত ও ভগবানের 'অপ্রমেয়' বিশেষণ। শ্রৌতপথে—কীর্ত্তনমুখে দর্শন এবং সাক্ষাদ্ দর্শনে কিছু পার্থক্য থাকিলেও সকলেই সাক্ষাদ্ দর্শনের আশা পোষণকারী। ৩০শে পৌষ এবার হস্তাযুক্ত নবমী। স্নেহাশীষ্ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

"নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ
গৌরবাট্‌সাহি, স্বর্গদ্বার (পুরী)
তাং—৩০।১০।৭৭

স্নেহাস্পদাসু—

* * সকলের মন যোগাইয়া চলিতে গেলে কোন কাজই সফল হয় না। এ সকল ব্যাপারে নিজস্ব কিছু স্বাধীনতা থাকা চাই। সকলে ম্যাও ধরিতে রাজী নহেন, কিন্তু মিশনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে "Show cause" করিতে প্রত্যেক বাহাদুর ব্যক্তি অত্যন্ত ব্যস্ত। কে ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, কাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টায় মঠ ও মিশন চলিবে সে ব্যবস্থা নাই, কিন্তু Budget ঠিক আছে। ইহার কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে? আসল ব্যাপার এই যে, কেহই মঠ-মিশন পরিচালনের দায়িত্ব লইতে রাজী নহেন, কিন্তু মোড়লী করিতে ছাড়িবেন না। এইজন্যই আমি পুরী মঠের ব্যাপারে ৪ বৎসর চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। দেখিলাম—কাহার কত বাহাদুরী ও দায়িত্ববোধ। এই মঠ আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, আমি এখানে Permanent settlementও চাই না। তবু প্রকাশ যে, শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ বামন মহারাজের নিজস্ব। এখানকার কাজ শেষ হইলে ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া মঠ চালু হইলে আমার দায়িত্ব শেষ। আমি এখানে মৌরসী পাট্টা লইয়া বঙ্গোপসাগরের তীরে হাওয়া খাইতে বা সমুদ্রের লহরী গণনা করিতে আসিব না। **প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে সমিতির একটা প্রচারকেন্দ্র হওয়া উচিত, তাহারই প্রচেষ্টা করিয়াছি মাত্র। ইহাতে আমার কোন ব্যক্তিগত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশা নাই বা কোনরূপ বাহাদুরী খ্যাপনও উদ্দেশ্য নহে।**

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠের জন্য আমি কাহারও নিকট কোন অর্থানুকূল্য প্রার্থনা করি নাই বা ভবিষ্যতেও করিব না। স্বেচ্ছায় কয়েকজন কিছু কিছু দান করিয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করা উচিত মনে করিয়াই তাঁহাদের নামে Name plate দিব। Name stoneএ টাকার পরিমাণ উল্লেখ করা সরকারের আইনানুযায়ী সম্ভব নহে, তবে Merit অনুসারে নামের তালিকা দেওয়া হইবে। যাঁহারা শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠকে ফেলিয়া রাখিয়া গোপনে গোপনে অন্য মঠের জন্য Fund তুলিয়াছেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সমালোচনা পাত্র হইবেন। **পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়, আর না বলিয়া লইয়া পরে বলিলেও চুরির সামিল হয়।** ইহা আইনের কথা। **কোন অন্যায় কাজ করিয়া পরে তাহা প্রকাশ করিলে তাহা অন্যায়মধ্যেই পরিগণিত হয়।** তাহা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। Foregone conclusion যেরূপ অন্যায় ও অবিবেচনার পরিচায়ক, তদ্রূপ Confussion ও Compulsion ও যদি দোষ ঢাকিবার জন্য হয়, তাহাও অন্যায় ও Dishonestry বলিয়াই মনে করি। **Math ও Mission-এর Management এবং Administration-এ Partiality থাকিলে কোনদিনই কাহারও মঙ্গল হইতে পারে না—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।** শ্রীভগবান্ তোমাকে বুদ্ধি দিলে কোনদিন তুমি এসকল বিষয় বুঝিতে পারিবে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা।" প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা ভগবৎসেবা করা যায়। নিত্যার্ত্তিদ বিত্তদ্বারা যেরূপ পরমার্থ অর্জ্জিত হয়, প্রাণদ্বারা অর্থাৎ পূর্ণশরণাগতি বা আত্মসমর্পণদ্বারা তাহা সুষ্ঠুতা লাভ করে। মানুষের কষ্টার্জ্জিত অর্থ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, তজ্জন্য পার্থিব সকল বস্তু ও ব্যক্তির বিনিময়েও লোকে ঐ আদি-মধ্য-অন্তে দুঃখপ্রদ অর্থরূপ অনর্থকেই আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকে। যদি কেহ সেইরূপ অর্থকে বুদ্ধিমত্তার সহিত পরমার্থে নিযুক্ত করিতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান্ বা বুদ্ধিমতী। নিঃস্বার্থ দানের তুলনা নাই। সাধারণতঃ লোকে জড়প্রতিষ্ঠার জন্যই দানাদি করিয়া থাকেন। তাহার সেই দানের মধ্যে কিছু Ulterior motive থাকিয়া যায়। সুতরাং তাহার ঠিক ঠিক ফললাভ হয় না। তজ্জন্য গীতা-ভাগবতে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক—এই ত্রিবিধ দানের উল্লেখ

করিয়াছেন। "মমার্চ্চা-স্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ। উদ্যানোপবনা-ক্রীড়-পুর-মন্দির-কর্ম্মণি।।" (ভাঃ ১১।১১।৩৮) প্রভৃতি শ্লোকে মদীয় শ্রীবিগ্রহ্ ও ভক্তগণের দর্শন, স্পর্শন, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, স্তুতি, প্রণাম, গুণকীর্ত্তন, মদীয় কথা শ্রবণে অনুরাগ, মদীয় ধ্যান, সর্ব্বলাভ-সমর্পণ, দাসত্ব স্বীকার, আত্মনিবেদন, মদীয় জন্মচরিত কীর্ত্তন, ব্রত-পর্ব্বাদি পালন, গীত, বাদ্য, নৃত্য, **ইষ্টগোষ্ঠীসহকারে মদীয় শ্রীমন্দিরে উৎসব,** বার্ষিক পর্ব্বদিবসে উৎসব, উপহার সমর্পণ, **মদীয় বিগ্রহ-স্থাপনে অনুরাগ, উদ্যান-উপবন বিহার, ক্ষেত্র-পুর-মন্দির প্রভৃতির নির্ম্মাণ-বিষয়ে একাকী অথবা মিলিতভাবে চেষ্টা, অকপটভাবে ভৃত্যের ন্যায় শ্রীমন্দিরাদি সম্মার্জ্জন,** লেপন, জলসেচন, মণ্ডল রচনাদ্বারা আমার গৃহসেবা করিবে। মান ও দম্ভ পরিত্যাগপূর্ব্বক **অভীষ্ট ও প্রিয়বস্তু আমার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবে** ; ইহাতে দান অক্ষয়রূপে থাকিয়া বৈকুণ্ঠগতি লাভ হইয়া থাকে।"

তুমি শ্রীক্ষেত্রে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসব ও নিয়মসেবায় যোগদান করিতেছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। রেমুণার ক্ষীরচোরা গোপীনাথ তোমাকে দর্শন দিবেন কিনা, তাহা তুমিই বলিতে পার। তবে ঐকান্তিকতা থাকিলে তিনি তোমার জন্যও ক্ষীর চুরি করিয়া খাওয়াইতে পারেন, দর্শন ত' সামান্য কথা। তোমার যখন এত আগ্রহ, তখন তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে দর্শন দিবেন, মনে হইতেছে। তবে ফিরিবার সময় তাহা সম্ভব হইতে পারে। * *

শ্রীভগবান্ অন্তর্যামী, তিনিই অন্তরের অভিলাষ পূর্ণ করেন। তাঁহার কৃপাও অহৈতুকী ও অপ্রত্যাশিত। জীব তাঁহার কৃপা বা অনুকম্পা বুঝিয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই তিনি দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব। কৃপা উপলব্ধি করিতে গেলেও সাধন-বল প্রয়োজন। প্রাকৃত অভিমান-অহঙ্কার বা বুদ্ধি থাকিতে ঐ অহৈতুকী করুণা অনুভব করা যায় না। নিষ্কপট সেবাবৃত্তির দ্বারাই উহা উপলব্ধির বিষয় হয়। * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

সমালোচনাপেক্ষা সকলেই নিষ্কপটে প্রকৃষ্টরূপে গুরুসেবা করিতেছেন—এইরূপ বিচার ভজনের সহায়ক ও উন্নতিকারক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)
তাং—২১।১১।১৯৭৭

স্নেহাস্পদাসু—

* * পর পর এতগুলি পত্র দিয়াও যে তুমি ধৈর্য্য হারাও নাই, তজ্জন্য তোমার ধৈর্য্য ও সহনশীলতার শতমুখে প্রশংসাবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এতদিন পরেও জড়ভরতরূপী আমার মৌন ভঙ্গ করিতে ও লেখনীকে কর্ম্মচঞ্চল করিতে তুমি বিশেষ পারদর্শিনী, তজ্জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার অনিচ্ছাকৃতভাবে পত্রোত্তর দিবার সুযোগ না হইলেও তোমার পত্র লিখিতে উৎসাহভঙ্গ হয় নাই দেখিয়া সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ তোমাকে আরও অধিক উৎসাহ ও ধৈর্য্য দান করুন্।

আমার শারীরিক অসুস্থতার সংবাদে বিচলিত হইবে না ; কারণ প্রয়োজন হইলে অসুস্থ শরীর লইয়াই প্রচারে যাইতে হয়, তাহাতে উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। ভাল ডাক্তার দেখাইলেই রোগনির্ম্মুক্ত হওয়া যায় না ; কর্ম্মফল না কাটিলে রোগ নিরাময় হয় না। সেবাবিহীন বিশ্রামের দ্বারা দেহারামী-গেহারামী হইয়া যাইতে হয়। সর্ব্বাবস্থায় সেবাচিন্তা থাকিলেই মঙ্গল। সেবাই প্রকৃত বিশ্রাম বলিয়া জানিবে। আমি বিরক্ত না হইলে আমাকে কেহই অসুবিধায় ফেলিতে পারে না। যেখানে সাধন-ভজন হয়—শ্রীহরিনাম গ্রহণের সুযোগ মিলে—হরিকথা ও শাস্ত্রাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনের সৌভাগ্য লাভ করা যায়, তাহাই আমার পছন্দমত নিরিবিলি পরিবেশ বা স্থান। **সাধুসঙ্গে শ্রীনাম ও ভগবৎকথানুশীলনই নির্জ্জনতা**, তাহাই আমার কাম্য। **সেবকের সেবা-নীতির মধ্যে বিশ্রাম বা অবসর গ্রহণের কোন ক্ষেত্র নাই, কারণ সেবা-বিমুখ অবস্থা বাস্তব-সেবকের কল্পনার বহির্ভূত ব্যাপার।**

তদ্রূপবৈভব নববনের আরাধনা না করিলে মায়াপুর-ধাম সেবক-সেবিকার নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন কেন? শ্রীধামকে জড়-গ্রামবুদ্ধি করিলে ধামাপরাধ আসিয়া পড়ে। শ্রীধামের কৃপাদ্বারাই তাঁহার চিন্ময় স্বরূপোপলব্ধি হইয়া থাকে, তখনই তাঁহার নিষ্কপট করুণার পরিচয় পাওয়া যায়। "মায়া কৃপা করি' জাল উঠায় যখন। আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন॥"—ইহাই অপ্রাকৃত দর্শন। শ্রীধাম, ধামেশ্বর, ধামাশ্রিত সাধুগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রভৃতিও ধামাপরাধের অন্তর্গত। **শ্রীগৌরধামের কৃপা হইলেই অপ্রাকৃত ব্রজধামের সেবাধিকার পাওয়া যায়।** তজ্জন্য গৌরনিজজন নিত্যসিদ্ধ মহাজন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিলেন,—"শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।" সুতরাং ধামাপরাধ আবাহন করা অপেক্ষা দূরে থাকিয়া শ্রীধাম ও ধামবাসীর সেবাকাঙ্ক্ষা ও তাঁহাদের স্মরণ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং তজ্জন্য স্বীয় দুর্ভাগ্য ও দুর্দ্দৈবই দায়ী, এইরূপ চিন্তা অমানী-মানদ-ধর্ম্মেরই আনুকূল্য বিধান করে।

সেবকের অক্ষমতা ও অযোগ্যতা-উপলব্ধিই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় উদ্বুদ্ধ করে। জড়ভোগপর বিচারদ্বারা কখনই সেবা সম্ভব নহে। তবে সর্ব্ব-ক্ষেত্রে 'সাবধানতা' অবলম্বন করিলে সেবার সুষ্ঠুতা লাভ হয়, তজ্জন্যই "বন্দো মুঞি সাবধান-মতে।" পদের অবতারণা করা হইয়াছে। গুরু-বৈষ্ণবের সেবাসুখ-তাৎপর্য্যই ভক্তের একমাত্র কাম্য এবং তাহাই তাঁহাদের অপ্রাকৃত স্নেহাকর্ষণলাভের প্রধান যোগসূত্র। ইহাতে প্রাকৃত বিনিময়ের কোন স্থান নাই।

পারমার্থিকগণেরই ত' অর্থচিন্তা থাকা উচিত ; কারণ অর্থের দ্বারা পরমার্থ সঞ্চয় হয়—এই পরমসত্য ভক্তই উপলব্ধি ও অনুভব করেন। "প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা"—ইহা সেবকেরই উপলব্ধ সত্য। নির্ব্বিশেষ-চিন্তামগ্ন কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শুষ্ক-মর্কটবৈরাগ্যাবলম্বনে "অর্থ-মনর্থং ভাবয়েন্নিত্যম্" বিচারে আবদ্ধ হইয়া শ্রীহরিসেবার অনুকূল বিষয়কেও অপ্রয়োজনীয়জ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া বাহাদুরী খ্যাপন করেন। তাহাদের কোন দিনই যুক্তবৈরাগ্যের সেবা-সৌন্দর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। "তোমার ধন তোমায় দিয়ে তোমার হয়ে রই"—ইহা তাহাদের চিন্তাতীত।

সকলেই নিষ্কপটে প্রকৃষ্টরূপে গুরুসেবা করিতেছেন, এইরূপ বিচার

ভজনের সহায়ক ও উন্নতিকারক। "বৈষ্ণব হঞা আপনারে মানে তৃণাধম"—'আমি সেবার অযোগ্য'—এই চিন্তাই সেবায় যোগ্যতা প্রদান করে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে অচলা নিষ্ঠা, দৃঢ়ভক্তি এবং নিষ্কাম সেবা-প্রবৃত্তি আকাঙ্ক্ষাই প্রকৃত সেবকের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। গুরু-বৈষ্ণবগণ লৌকিক জগতের প্রাপ্য সম্মান-মর্য্যাদা-প্রাপ্তির কোনরূপ আশা অন্তরে পোষণ করেন না, পরন্তু "প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত।।"—ইহার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ। ব্যবহারিক জগতের অর্ব্বাচীন ভক্তি বা মন্তব্যে কোনদিনই তাঁহারা ক্ষুব্ধ বা কাতর হন না। তাঁহারা অদোষদরশী, ইহাই তাঁহাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য।

আমার নবদ্বীপে অবস্থান বা প্রচারে বহির্গমন—দুইটী অবস্থাকেই আমি এক করিয়া মানিয়া লইয়াছি। শ্রীনবদ্বীপ মঠ, মঠের সেবক আমার শিক্ষা-গুরুবর্গ এবং শ্রীমঠে অধিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণের সেবানুকূল্য সংগ্রহের জন্য এবং শ্রীগুরু-ভগবানের বাণী ও শ্রীনাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমার বাহিরে যাত্রা। সুতরাং উভয়ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য যদি এক ও অভিন্ন হয়, তাহা হইলে যে-কোন-সময়ে যে-কোন দর্শনার্থী শ্রীমঠে আগমন করিলে তাঁহাদের অদর্শন-যোগের কথা নাই বা তাঁহারা দর্শনে বঞ্চিত হইবেন না, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দর্শনাপেক্ষা পরোক্ষ দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ও বাস্তবত্ব বিশেষ অনুভব ও উপলব্ধির ব্যাপার। ইহা কোনদিন তোমার বোধগম্য হইবে।

"সেবা সে নিয়ম"—যদি সেবাই আমার উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলেও মঠবাস ও অন্যত্র অবস্থান—একই কথা। অসুস্থ শরীর লইয়া আমার প্রচারে বাহির হইবার সখ বা Charm নাই। অনেকে মনে করেন,—"ইহাকে মঠে বসিয়া থাকিতে বলিলেও ইনি থাকিবেন না, কারণ অর্থের প্রতি মমতা সকলেরই আছে। আবার কেহ বলিতে চাহেন,—ইনি মঠে বোগ্‌রা (আকাঁড়া, দুর্গন্ধ, ধান-কাঁকড়মিশ্রিত মোটা আউশ) চাল খাইতে পারেন না বলিয়া বাহিরে থাকাই সমীচীন মনে করিয়াছেন। আবার কেহ অপপ্রচার করিতেছেন,—"নিজেরা বাহিরে ভালমন্দ খাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আর মঠবাসী সেবকগণকে 'জব্দ' করিবার জন্য তাঁহাদের নিমিত্ত মাসে সামান্য ১০০/১৫০ টাকা পাঠাইয়া দায়িত্ব এড়াইতেছেন।" অথচ যাঁহারা এইসকল কথা রটনা

করিতেছেন, তাঁহাদেরও মঠ পরিচালনার সমান দায়িত্ব রহিয়াছে; তাঁহারা বৎসরে কে কত টাকা কেন্দ্রীয় মঠকে সাহায্য করিতেছেন? সাহায্যের কথা উঠিলেই তখন সকলেই নির্ব্বাক্ ; কারণ নিজেদের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়া যাইবে! এযাবৎ তাঁহারাই আমাকে বলিয়া আসিয়াছেন,—"আপনি কোনরকমে চালাইয়া লইবেন, দায়িত্ব ছাড়িবেন না।" আজ তাঁহারাই বলিতেছেন,—"মঠের খরচ বন্ধ করিয়া দিন, তবেই সব সুব্যবস্থা হইবে।" ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? যাঁহারা এইরূপ অহেতুক সমালোচক, তাঁহাদের নিজের বেলায় পৃথক্ Stove, Heater, Cooker, পৃথক্ আলুসিদ্ধ-অন্নের ব্যবস্থা, আলাদা দুগ্ধের যোগান এবং স্বতন্ত্রভাবে জলখাবারাদির ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইঁহারা মুখে বলেন,—আপনি মঠে নিশ্চিন্তে বসুন ও লিখালিখির কাজ আরম্ভ করুন, কিন্তু কার্য্যকালে "অন্নচিন্তা-চমৎকারা" বিষয় সম্বন্ধে সকলেই উদাসীন। ইঁহারা মুখে 'হ্যাঁ' বলিতেছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ 'না' করিতেছেন। এইরূপ দুমুখী নীতিদ্বারা কোনদিন ভাল কাজ সম্ভব নহে। তুমি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পোষাকাদি দানরূপ সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছ, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়।

আমি বিরক্ত হইব ভাবিয়া তুমি ২ খানি পত্র লিখিয়াও পোষ্ট কর নাই জানিয়া দুঃখিত হইলাম। তোমাদের পত্র পাইলে শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, উত্তর দিয়া থাকি। স্নেহার্থী প্রিয়জনের পত্র পাইলে কে না সন্তুষ্ট হয়? সুতরাং পত্র দিতে তোমার সঙ্কোচবোধ করিবার কোন কারণ ছিল না। আমি পুরীধামে যাইব স্থির করিয়াছি, কিন্তু যাইবার সময় চুঁচুড়ায় Halt করা সম্ভব হইবে না। তথা হইতে ফিরিবার সময় চুঁচুড়া হইয়া যাইবার চেষ্টা করিব। পর্য্যটক মহারাজ শিলিগুড়ি মঠের জন্য আমার ও হরেকৃষ্ণর পরিচিত এক ব্যক্তির নিকট টাকা চাহিয়াছিল। তিনি পুরী মঠের সেবায় হাজার পাঁচেক টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। পর্য্যটক ঐ টাকা আদায় করিয়া তাহার ইচ্ছামত পুরী মঠে Mosaique করিবার ইচ্ছা করিয়াছে। আমি তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম,—অর্দ্ধসমাপ্ত ঘরগুলি প্রথমে করিলে ভাল হয় এবং তাহাতে মঠের আয়ও বৃদ্ধি হইবে। সে নিজে বাহাদুরী লইবার জন্য আমার নিষেধ সত্ত্বেও ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইতেছে। এখন সকলেই স্বেচ্ছাচারী ও আপন খেয়ালখুশীমত কার্য্য করিয়া চলিয়াছে।

যাঁহারা নিষেধ বা শাসন করিবার দায়িত্ব লইয়াছেন, তাঁহারা নির্ব্বাক্ ও ভাল মানুষ। সেব্যের পত্রের মধ্যে সেবককে পত্র দিলে কোনরূপ অমর্য্যাদা বা অপরাধের সম্ভাবনা নাই।

পারমার্থিকগণকেও অনেক সময়ে লৌকিক আচার-ব্যবহার কথঞ্চিৎ মানিয়া লইতে হয়। * দিদির শরীর অসুস্থ থাকায় তুমি শীঘ্র চুঁচুড়ায় ফিরিতে বাধ্য হইয়াছ। তাঁহার সম্বন্ধেও তোমার কর্ত্তব্যবোধ ও দায়িত্ব রহিয়াছে। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই তোমার পরমার্থপথে প্রবেশ, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং তাঁহার সেবা-যত্ন তোমাকে অবশ্যই করিতে হইবে, যদিও তিনি তাহা আকাঙ্ক্ষা করেন না। মানুষ যেখানে নির্ভয়ে সঙ্কোচশূন্যভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি, দর্শন-সেবাদির সুযোগ-সৌভাগ্য লাভ করে, সেই পরিবেশই সতত তাহার কাম্য। প্রকৃত স্বার্থপর হইতে পারিলেই স্নেহ-করুণালাভের সুযোগ হয়। তাহাতে সেব্যের বিরক্তি বা উপদ্রব কোনটীরই কারণ ঘটে না। আত্মকল্যাণ-চিন্তাদ্বারাই সাধক-সাধিকার বাস্তব কল্যাণ লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত 'স্বার্থপরতা'। সাক্ষাৎ সৎসঙ্গের অভাব হইলে পরোক্ষ সাধুসঙ্গ বা শ্রীনাম-রূপ-গুণাদি-চিন্তন বা স্মরণই ভজনের সহায়ক। ভগবান্-ভগবদ্ভক্তের বিচ্ছেদ—হৃদয়কে ব্যাকুলিত করে, কিন্তু তাহাতে প্রাকৃত দুঃখ-কষ্ট নাই।

শ্রীপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজকে আমার পত্র ও Reference-এর জন্য পদ্মপুরাণখানি দিয়াছ জানিলাম। কাজ মিটিয়া গেলে উহা নবদ্বীপ গ্রন্থাগারে ফেরত দিতে বলিবে। আমার বেদান্তদর্শন (৪ খণ্ড) তাঁহার নিকট আছে। উহা এখন প্রয়োজন না হইলে আমার নিকট ফেরত দিবার জন্য অনুরোধ করিবে। তুমি পূর্ণশরণাগতি প্রার্থনা করিয়াছ, উহার মধ্যেই 'আত্মসাৎ'-শব্দের তাৎপর্য্য লুক্কায়িত আছে। 'তুমি আমার' 'অযোগ্যা দীনহীনা কন্যা' থাকিয়াই সুযোগ্যা, ভক্তিপথরূঢ়া হও,—ইহাই তোমার প্রতি আমার অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ। তোমার মা কেমন আছেন? গোলোকগঞ্জ মঠের ঠিকানায় পত্রোত্তর দিতে পার। অধিক কি, ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তি বামন

সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় না হইলে শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ সম্ভব নহে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/O—শ্রীবাঁকেবিহারী দাসাধিকারী
জল্পেশ্বর রোড, সুভাষনগর
পোঃ—ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি)
তাং—১৫।৫।১৯৭৮

স্নেহাস্পদাসু—

** বদ্ধজীব চিরদিনই বদ্ধ থাকিবে, সে কোনদিনই মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবে না—এ চিন্তা নিরর্থক। বদ্ধাবস্থায় জীবের চিন্তা-ভাবনা-অনুষ্ঠানাদির মধ্যে জড়ীয় ভাব থাকিয়া যায়। সেই জড় বা প্রাকৃত অবস্থার অতীত হওয়াই সাধন-ভজনের মূল লক্ষ্য। গুরু-বৈষ্ণবগণের সাক্ষাদ্ দর্শন ও তাঁহাদের উপদেশ-নির্দ্দেশ সাধক-সাধিকার নিশ্চয়ই বহুমূল্য সম্পদ্। বহু বহু জন্মের সুকৃতির ফলেই এইরূপ সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ হয়।

অভিমান, দুঃখ, খেদাদি গুরু-বৈষ্ণবগণকে কেন্দ্র করিয়া হইলেই ভাল; কারণ তাঁহারাই সংসার-কারাগারে প্রকৃত নিজজন ও বান্ধব—"তব নিজজন—পরম বান্ধব, সংসার-কারাগারে।" দুনিয়ার তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনগণ উহার কোনরূপ মূল্য দেয় না, কিন্তু পরমদয়াল অন্তর্যামী বৈষ্ণবগণ ভাবগ্রাহী ও পরদুঃখ-দুঃখী। কিরূপে বদ্ধজীবগণের ভজন-সাধনে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা আনয়ন করিতে হয়, সে-বিষয়ে তাঁহারা সুবিজ্ঞ ও সুচতুর।

বৈষ্ণবগণ দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-নীতিতে কঠোর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবে ক্রন্দনরত ব্যাকুলিতচিত্ত ভক্তের ঐকান্তিকতা তাঁহাদিগকে বশীভূত করে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা তাঁহাদের উদারনৈতিক মনোভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন। সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় তাঁহারা আমাদের আশা-ভরসাস্থল ও আশ্রয়। শ্রীভগবানও ভক্তের জন্য তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন, ভক্তও ভক্ত-ভগবানের জন্য সব কিছু ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। ইহাই ভক্ত ও ভগবানের আন্তর-দর্শন এবং স্নেহ-প্রীতির চরম অবস্থা।

সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় না হইলে শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ সম্ভব নয়। তাঁহারই সাক্ষাদ্ দর্শনের জন্য চিত্তের আকুলতা-ব্যাকুলতা আসে, যাঁহার চিত্ত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সহিত যোগযুক্ত হইয়াছে। অবশ্য এসকল বিষয় সাধন-ভজনের অধিকার অনুসারেই উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীভগবান্ তোমাকে কোনদিন কৃপা করিয়া এইরূপ যোগ্যতা প্রদান করিবেন। তাঁহার কৃপাবারি কাহার উপর কিরূপে বর্ষিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

ওখানকার শ্রীমঠের সেবকরূপে * নূতনভাবে নিযুক্ত হইয়াছিল। মঠের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে ঐখানে নিযুক্ত করেন নাই। ঐ নিযুক্তির মধ্যে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী ও স্বার্থপরতা কার্য্য করিয়াছিল। **সেবক যখন গুরু-বৈষ্ণবের আজ্ঞা অবিচারে পালন করিতে অক্ষম ও পরাঙ্মুখ, তখন তাহার মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার"—এই বিচার অন্তর হইতে লইতে না পারিলে মঠবাস ও সেবা হইতে পারে না। এইরূপ ব্যক্তির প্রাকৃত সংসার অবশ্যম্ভাবী। যাহারা পরছিদ্রান্বেষী ও পরচর্চ্চাকারী, তাহাদের পতন অতি শীঘ্র নামিয়া আসে। তাহাদের ইহ ও পর—দুইই বিনষ্ট।**

পৌষমাসে কৃষ্ণ-নবমী-তিথিতে আমি শিলিগুড়ি মঠে থাকিব না। ঐ সময়ে অন্যত্র প্রচারে যাইবার Programme আছে। প্রচারে বাহিরে আসিয়া সঠিক অবস্থানের বিষয় যথাযথ লিখা যায় না। মোটামুটী কার্য্যসূচীর দিগ্‌দর্শন করা সম্ভব। **গণপূজা বা ব্যক্তিপূজা বাদ দিয়া যেদিন মানবগণ শ্রীভগবানের উপর যথাযথ শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারিবে, সেইদিন হইতেই তাহাদের কল্যাণলাভের পথ প্রশস্ত হইবে।** লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাই আজ সর্ব্বগ্রাসী লেলিহান্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া জীবকে শ্রীভগবানের আসন দখল করাইতে প্রবৃত্তি যোগাইতেছে। শূন্যবাদী, নির্ব্বিশেষ, ব্রহ্মবাদী, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী, জীব-ব্রহ্মৈকবাদী, পঞ্চোপাসকী—সকলেই নাস্তিকতার ধ্বজাধারী। শ্রীভগবানের সেবার ছলনায় ইহারা তাঁহার আসন দখল করিতে ব্যস্ত। সুতরাং আমার একান্ত ইচ্ছা—**শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ জয়যুক্ত হউন, তাঁহাদের মহিমাই সমগ্র জগতে বিঘোষিত হউক। তাহা হইলেই জগতের কল্যাণ।**

ভজনরাজ্যে অপরাধ মারাত্মক দোষ ও ত্রুটী। শ্রীনামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ সাধনক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। অথচ ইহা অল্পসময়ের

মধ্যে বর্জ্জন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। শ্রীনাম-প্রভু ও শ্রীধামের নিকট প্রার্থনা রাখিতে হয়, যাহাতে অপরাধনির্ম্মুক্ত হইয়া আমরা ধামবাস ও শ্রীনাম গ্রহণ করিতে পারি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের চরণরেণু লাভ ও তাঁহাদের অহৈতুকী করুণাই আমাদিগকে বাস্তব যোগ্যতা ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। ভজনরাজ্যে পার্থিব সকল যোগ্যতা নিরর্থক এবং দাম্ভিকতা-ব্যঞ্জক।

আমার সন্তানগণ আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিতেছে, তাহার মধ্যে তুমিও আছ কিনা? সন্তানবৎসল পিতা সন্তানের কল্যাণ অবশ্যই চিন্তা করিয়া থাকেন। পিতা বহুদূরে অবস্থান করিয়াও এই মঙ্গল বিধান করিতে পারেন। ইহাও অনুভবের বিষয়। তুমি আমার স্নেহাশীষ্ জানিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

বোবারও শত্রুর অভাব নাই

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)
তাং—১১।৭।১৯৭৮

স্নেহাস্পদাসু—

* * তোমার গতকল্যকার পত্র অদ্য পাইলাম। পত্রে তুমি * দিদির যে অনুরোধ জানাইয়াছ, তাহার সবটা রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁহার গৃহে আমি ভাগবত পাঠ করিতে পারি, কিন্তু আমি তথায় প্রসাদ পাইব না। কারণ ইহার পূর্ব্বে একবার তোমাদের গৃহে দ্বিপ্রহরে প্রসাদ পাইয়াছিলাম বলিয়া অনেক কথা হইয়াছিল। কাহারও গৃহে আমাকে প্রসাদ পাইতে হইলে মঠবাসী সকলকেই গৃহস্থের নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, এরূপ আইন আমি কোথাও দেখি নাই। তজ্জন্য সেইদিন হইতে আমি স্থির করিয়াছি, চুঁচুড়ায় কোন গৃহস্থের বাড়ীতে আমি কখনও প্রসাদ পাইব না।

এমতাবস্থায় *দিদির গৃহে বৈষ্ণবসেবায় আমি অংশ গ্রহণ করিতে পারিব না। পূর্ব্বে * প্রভুর গৃহেও উৎসবে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, আমি যাইতে পারিব না বলিয়া জানাইয়াছিলাম।

আমি স্বতন্ত্র নহি, পরতন্ত্র-স্বতন্ত্রতাই আমার বিশেষ পরিচয়। নিজে সেবক হইতে পারিলে অপরের সেবা-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। নিষ্কপট সেবাবৃত্তির দ্বারাই সেব্য আকৃষ্ট হন সত্য, তথাপি সেব্যের বিশেষ বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্র রহিয়াছে। অবশ্য সেবার ভাণ বা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ—সেবার পর্য্যায়ভুক্ত নহে। অযোগ্য অধমদিগকে যোগ্যতা প্রদানপূর্ব্বক উত্তম হইবার ব্যবস্থা বৈষ্ণবশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। গুরু-বৈষ্ণবগণ পরম দয়ালু,—এ বিশ্বাস থাকিলে নিশ্চয়ই দর্শনের সুযোগ লাভ হয়। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণাই আমাদের সাধন-ভজনপথে একমাত্র পাথেয় ও সম্বল। **প্রাকৃত দম্ভ, অভিমান ও বাহাদুরীর দ্বারা কখনই মানবের মঙ্গল হইতে পারে না। সরল ও নিষ্কপট ব্যক্তিরই কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে এবং বাস্তব সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। ইহাই জীবের বাস্তব সৌভাগ্য।**

আমি ৫ই শ্রাবণ নাগাত চুঁচুড়া পৌঁছিব। সাক্ষাতে সকল বলিব ও শুনিব। তোমরা আশা করি ভাল আছ। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইবে। * আমার শরীর খুব ভাল নয়। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

"ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাসুগাঁও (গোয়ালপাড়া) আসাম
তাং—২১।৯।১৯৭৯

স্নেহাস্পদাসু—

* বহুদিন পূর্ব্বে তোমার একখানি পত্র পাইয়াছিলাম। তোমার স্নেহলিপির উত্তর বহু পূর্ব্বেই আমার দেওয়া উচিত ছিল। সময়মত পত্র লিখিতে পারি নাই বলিয়া আমাকে ক্ষমা করিবে। তোমার আকুল ক্রন্দন সকলেরই মর্ম্মভেদ করে। তুমি আমার 'অধম মেয়ে' বলিয়া লিখিয়াছ। তোমার অশ্রুবর্ষণে আমার ন্যায় পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তিরও চিত্ত বিদীর্ণ হয়। শ্রীভগবান্ তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তুমি হৃদয়ে প্রবল উৎসাহ ও ধৈর্য্য রক্ষা কর। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সহাস্যবদন ও তাঁহাদের উপদেশ-নির্দ্দেশ স্মরণ করিলে সদা সর্ব্বত্র তুমি মানসিক শান্তি লাভ করিবে।

আমি অক্ষয়-তৃতীয়ায় বৈশাখ মাসে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কাশীনগর গিয়াছিলাম। তখন তোমাদের সহিত ভালরূপ কথাবার্ত্তা বলিবার অবসর ছিল না ; তজ্জন্য তোমরা বোধ হয় আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছ। আশা করি তখনকার আমার অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়াছ। আমি মনে মনে বুঝিয়াছিলাম,—তোমরা হয়ত' আমার উপর রাগ ও অভিমান করিয়াছ। কিন্তু তোমার পত্র পাইয়া সে ধারণা কাটিয়া গিয়াছে।

তুমি সর্ব্বক্ষণ কান্নাকাটি কর বলিয়া তোমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলিয়া থাকি,—"মা, তুমি কেঁদ না ; শ্রীভগবান্ তোমার অবশ্যই মঙ্গল করিবেন। তোমার ধন-অর্থ কিছুই নাই, সেবার জন্য কিছুই দিতে পার নাই বলিয়া মন খারাপ করিবে না। **প্রাণ, বুদ্ধি, বাক্য ও অর্থদ্বারা শ্রীহরি-গুরু-সেবা হইয়া থাকে। যাঁহার অর্থ নাই, তিনি বাক্য বুদ্ধি ও প্রাণ দিয়া সেবা করিবেন। শ্রীগুরু-ভগবানে মন-প্রাণ সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ দান—পরম**

সম্পদ্। তুমি তাঁহাদের নিকট ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে পারিলেই তোমার সর্ব্বস্বদানের ফল মিলিবে। তাহাতে তুমি হৃদয়ে আনন্দ ও শান্তি পাইবে।

তুমি সত্যই লিখিয়াছ,—ইহজগতে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ ভিন্ন নিজের বলিয়া কেহ নাই। যদি তাঁহাদের আমরা আপনজন করিতে পারি, তবেই সার্থক জীবন, ধন্য সকল প্রচেষ্টা। এইজন্য মহাজন গাহিয়াছেন,—"তব নিজজন, পরম বান্ধব, সংসার কারাগারে।" অন্তর হইতে এই উপলব্ধি আমাদের হওয়া প্রয়োজন। সকলের নিকট স্নেহ-মমতা প্রকাশ করা যায় না, কারণ উহা হৃদয়ের ভাব-বিনিময়। তজ্জন্য সাধারণের সম্মুখে অশ্রু-বিসর্জ্জন করাও অনেক সময় সমালোচনা ও ভুল বুঝাবুঝির কারণ হইয়া পড়ে। অনেকে কটূক্তি ও বিদ্রূপাদির সুযোগ পায়। তজ্জন্য হরিভজনে স্থান-কাল-পাত্রাদির বিচার সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপদেশ রহিয়াছে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অন্তর্যামিত্ব থাকায় তাঁহারা ভাবগ্রাহী, সুতরাং সাক্ষাৎ ও অন্তরালের সকল ক্রন্দনধ্বনিই তাঁহাদের নিকট পৌঁছে। শ্রীভগবান্ দ্বারকায় খাইতে বসিয়াছেন, রুক্মিণীদেবী পরিবেশন করিতেছেন ; এমনসময়ে বৃন্দাবন (কাম্যবন) হইতে দ্রৌপদীর ক্রন্দনধ্বনি ১০০০ মাইল দূরে দ্বারকায় পৌঁছিল।

১৩৮৫ সনে তোমার টাকাকড়ির অপব্যয় হইয়াছে ও তোমারও যম-পুরীর শাস্তি মিলিয়াছে লিখিয়াছ। শরীর থাকিলেই অসুখ-বিসুখ, রোগ-ব্যাধি, জ্বালা-যন্ত্রণা থাকিবেই। তোমাকে বাধ্য হইয়াই হয়ত' হাসপাতালে যাইতে হইয়াছিল। তুমি সত্যই লিখিয়াছ—হাসপাতাল নরক-কুণ্ড-সদৃশ, তথায় নরক-যন্ত্রণাই ভোগ হয়। দুর্গন্ধে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে, চক্ষের সম্মুখে মানুষ মারা যাইতেছে, যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে। সত্যই বিভীষিকা! তোমাকে ঠাণ্ডাঘরে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল বুঝিলাম। শ্রীভগবান্ই তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। তুমি শ্রীগুরু-ভগবানকে কখনও ভুলিবে না ; নিষ্ঠাসহকারে হরিভজন করিবে।

* ও *র মত ভাগ্য তোমার হইবে কিনা, জানিতে চাহিয়াছ। তাহারা ধনী গৃহস্থঘরে জন্ম লইয়া কিরূপ সেবা ও ভজন করিতেছে, আর তোমার

অন্তরের কান্না অন্তরেই থাকিয়া যাইতেছে। টাকা-পয়সা ছাড়া কাহারও হরিভজন করা কি সম্ভব নয়? তুমি এবার আমাকে প্রণামী দিতে পার নাই বলিয়া মনে খেদ করিতেছ কেন? তোমার হৃদয়ের আকুলতা-উদ্বেগ নিশ্চয়ই দয়াল গুরু-বৈষ্ণবগণ অনুভব করিয়া থাকেন। তোমার জাগতিক অর্থাদি না থাকিলেও শ্রীভগবান্ তোমার ক্রন্দন দেখিয়াই তোমাকে পরমার্থ দান করিবেন, সন্দেহ নাই।

তুমি আমার মাতা হইয়াও স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া সেবার সুযোগ পাইতেছ না বুঝিলাম। তোমার পর্ণ-কুটীরে (?) যাইয়া আমি তোমার হস্ত-পাচিত রন্ধন ও প্রসাদ পাইব, এ আশা তোমার পূর্ণ হইবে। তোমার গৃহে পাঠ-কীর্ত্তনাদিও করা যাইবে। তোমার সাধ্যানুসারে ভক্তগণকে নিমন্ত্রণাদি করিবে। ৮।১০ জন ভক্তকে নিশ্চয়ই প্রসাদ দিতে পারিবে। তোমার গৃহে আমরা নিশ্চয়ই যাইব এবং প্রসাদ পাইব। তোমার কোন চিন্তা-ভাবনা নাই। আমি তোমাকে অভয় জানাইতেছি। বহুদিন পরে তোমার পত্রের উত্তর দিতেছি বলিয়া রাগ করিও না। নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় হরিনাম করিবে। অল্প গ্রন্থাদি সময়মত আলোচনা করিবার অভ্যাস রাখিবে। মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিবে। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপাদি করিবে। আমরা বিদূরের ঘরে যাইয়া বিদূরাণীর হস্তপাচিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি গ্রহণের নিমন্ত্রণ পাইয়া ধন্য হইলাম। তোমার শাকান্ন গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইব।

আমি পার্টীসহ আগামী পৌষ মাসের ২০ তারিখ নাগাত কাশীনগর যাইব। তখন তোমার বাড়ীতে যাইয়া একদিন প্রসাদ পাইব ও পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইবে। **যাঁহার এ জগতে কেহ নাই, শ্রীভগবান্ ও গুরু-বৈষ্ণবই তাঁহার সহায়।** তুমি নিজকে ভাগ্যহীনা বলিয়া লিখিয়াছ কেন? **যাঁহারা সদ্‌গুরু আশ্রয়পূর্ব্বক হরিভজনে মনোনিবেশ করেন, তাঁহারা সৌভাগ্যবান্-সৌভাগ্যবতী। তাঁহাদের জন্ম ধন্য ও সার্থক।** জাগতিক স্বার্থপর ব্যক্তি চিরদিনই ভক্তের সমালোচনা করিয়া থাকে, তাহাতে তোমাদের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

আমার অধম (?) মেয়ে ও পাগল (?) ছেলে সুখে-শান্তিতে হরিসেবা করিতে থাকুন। মঙ্গলময় শ্রীভগবান্ অবশ্যই তাঁহাদের কল্যাণ করিবেন। তুমি "অধিক রাত্র জাগিয়া যে আবোল-তাবোল অন্তরের ব্যথা ইঙ্গিতে জানাইয়াছ" তাহাতে আমি কোনদিনই বিরক্ত হইব না জানিবে। আমি তোমাদের অন্তঃকরণের সরলতাটুকুই যেন বিচার করিতে পারি, শ্রীভগবান্ আমায় তদ্রূপ বুদ্ধিযোগ দান করুন্। তবে পাগল মা-বাপের ছেলে শেষ পর্য্যন্ত পাগল না হইয়া যায়, ইহাই বিশেষ চিন্তার বিষয়। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে সন্তানরূপে পাইয়াও যদি তোমরা সন্তানহীনা মনে কর, তবে শ্রীগোপাল-কৃষ্ণকেই তোমাদের পুত্র করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। কারণ সেই পুত্রও কোনদিন মরিবে না এবং তোমাদিগকে কাঁদাইবে না। **শ্রীভগবানকে মাতা-পিতা, পুত্র-সখা, প্রভু-পরমপতি বলিয়া মানিয়া লইলে আমাদের কোন-দিনের জন্যও প্রাকৃত শোক-মোহের বশীভূত হইতে হইবে না।** সুতরাং তাঁহাকেই তোমাদের একমাত্র পুত্র বলিয়া জানিবে। তিনি কোনদিনই তোমাদের দুঃখ-কষ্টের কারণ হইবেন না।

* * তোমরা আমার অশেষ স্নেহাশীষ লইবে। আমরা একপ্রকার আছি। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

সদ্‌গুরু কখনও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকামী নহেন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ
শক্তিগড়, পোঃ—শিলিগুড়ি (দর্জ্জিলিং)
১৩।১২।১৯৭৯

স্নেহাস্পদাসু—

* * "ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে যে-স্থানে, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া। শুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ-স্থানে, নিবেদিব চরণে ধরিয়া"—ইহা নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার আকিঞ্চন হইলেও বদ্ধজীবগণের বদ্ধত্ব-নির্ম্মুক্তির জন্যই ঐরূপ প্রার্থনা। স্থান-কাল-পাত্রের মহিমা-মাহাত্ম্য অবশ্যই স্বীকার্য্য। প্রাথমিক অবস্থায় লীলার অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি না হইলেও শুদ্ধহৃদয়ে অপ্রাকৃত শ্রীধামের স্বরূপ স্ফূর্ত্তি হয়। চিন্ময় ধামের বৈশিষ্ট্য অযোগ্য ও অনধিকারীকেও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে। **গৌড়-ব্রজবনের অভেদত্ব-বিচারে শ্রীধামবাসের যোগ্যতা ও চিন্ময়ত্ব এবং শ্রীধাম-স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেষ্ঠালির আনুগত্যে সেবাপ্রাপ্তিই যাবতীয় লাভের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ।**

*　　*　　*　　*

গত দোলোৎসবের পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার কয়েকটী Forma-র Proof আমি দেখিয়া দিয়াছিলাম। অগ্রহায়ণ মাস হইতে কোন Proof আমাকে দেখানো হয় নাই। হঠাৎ একদিন শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ বলিলেন,—"আপনার আবির্ভাব-তিথি এবার পঞ্জিকায় দেওয়া হইয়াছে।" আমি উহা শুনিয়া ও জানিয়া খুব সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। কারণ নিজে আমি গুরুবর্গের সম্মুখে ও অন্তরালে হৃদয় হইতে কোনদিনই লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা কামনা করি নাই। অনেকে মনে করেন, আমিই বোধ হয় বলিয়া-কহিয়া ঐরূপ ব্যবস্থা লইয়াছি। অথচ ঐরূপ জন্মতিথির উল্লেখের আমি সম্পূর্ণ পরিপন্থী। "আমি ত' বৈষ্ণব,—এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী।। 'নিজে শ্রেষ্ঠ' জানি', উচ্ছিষ্টাদি-দানে, হ'বে অভিমান ভার। তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা,

না লইব পূজা কার।।"—এ প্রতিষ্ঠা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণায় আমি অবশ্যই রক্ষা করিবার সৎসাহস রাখি।

তোমরা আমার সম্পর্কে কতকগুলি বিষয়ে গৌরববোধ করিলেও ব্যক্তিগতভাবে আমি উহাতে বিব্রতবোধ করি। ইহা আমি তোমাদের বুঝাইয়া দিতে পারিব না। কিন্তু আমারও মানসিক চিন্তার মধ্যে একটা স্বাধীনতা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। শ্রীভগবান্ তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন। তিনি তোমাদিগকে ভজনে উৎসাহ ও ভক্তিতে বিশ্বাস প্রদান করুন্। তোমাদের ধৈর্য্য ও সহনশীলতা তোমাদিগকে নিশ্চয়ই গৌরব-শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিবে। নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, জৈবধর্ম্ম, শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থাদি আলোচনা করা প্রয়োজন। হরিকথা শ্রবণের সুযোগ সর্ব্বদা গ্রহণ করিতে ভুলিবে না। পূজার্চ্চন সাধ্যানুসারে করিবে। শ্রীনাম নিশ্চয়ই লক্ষসংখ্যা জপ করা উচিত। এ বিষয়ে তোমার বিশেষ নিয়মনিষ্ঠা আছে, তাহা আমি জানি। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য রাখিবে—পরিমিত বিশ্রাম তোমার পক্ষে আবশ্যক। তাহা না হইলে শারীরিক অসুস্থতায় সাধন-ভজন পণ্ড হইবে। * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

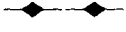

হরিভজনবিমুখ ব্যক্তিগণ নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ—নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ

তাং—৮।১।১৯৮০

স্নেহাস্পদাসু—

* * সাধক-সাধিকা যদি আকুলপ্রাণে ক্রন্দন করে, শ্রীগুরু-ভগবান্ নিশ্চয়ই তাহাতে সাড়া দিয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। গুরু-বৈষ্ণবগণের উপদেশ-নির্দ্দেশ নিশ্চয়ই আমাদের সাধন-ভজনপথের পাথেয় ও সম্বল। জীবনপথে চলিতে গেলে প্রচুর ধৈর্য্য, উৎসাহ, সহনশীলতা

প্রয়োজন। তাহা না থাকিলে আমাদের বাস্তব মঙ্গললাভের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। তুমি আমার পাগলী মা, তাই তোমার জন্য কিছু কষ্টও আমাকে করিতেই হইবে।

তোমার অশ্রু আমার কলমের কালি হইয়াছিল কিনা, তাহা তুমিই মা ভাল বলিতে পার। *কে দুখানা হিসাবে পত্র দিয়াছি, আর তোমাকে একখানা দিয়াছি ; ইহাতে কি আমার স্নেহের কম-বেশী কিছু হইয়াছে? যাঁহারা হরি-ভজন করে, সত্যই তাঁহাদের জীবন ধন্য। তুমি কোনদিন ধৈর্য্যহারা হইও না, ইহা আমার বিশেষ অনুরোধ।

* * * *

যাঁহারা শ্রীভগবানকে ভালবাসেন, তাঁহারা সাধারণ নর-নারী নহেন, তাঁহারা প্রাকৃত কামনা-বাসনা-ভেদবুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত নহেন। তাঁহাদের সংসার শ্রীভগবানকে কেন্দ্র করিয়াই হইয়া থাকে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানই তাঁহাদের প্রেমাস্পদ ; তাঁহারাই একমাত্র সম্পদ্ বা আত্মীয়-স্বজন বলিয়া মনে করেন। জগতের লোক 'স্বজনাখ্য দস্যু', তাহারা আত্মকল্যাণ কাহাকে বলে বুঝে না। **হরিভজনবিমুখ ব্যক্তিগণ নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী।** তাহাদের ন্যায় শোচ্য জগতে আর কেহ নাই। যাহারা কেবল খাওয়া-পরা-থাকাকেই সংসার মনে করে, তাহারা কুকর্ম্মী ও কর্ম্মজড় ; তাহাদিগকে দ্বিপদ-পশু বা পশ্বাধম বলে। যাঁহারা হরিভজন করেন, তাহারাই বাস্তবক্ষেত্রে মানব ও মনুষ্য।

* * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

কার্ত্তিক-মাস-কৃত্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ—নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ
তাং—৮।১।১৯৮০

স্নেহাস্পদেষু—

** তুমি লিখিয়াছ,—"আমাদের আর কতদিন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে?" অন্তরের ভালবাসা দিয়াই যথার্থ হরিসেবা হয় এবং গুরু-বৈষ্ণবগণ তাহাতেই অধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহারা উহাদ্বারা সেবা করিবেন, আর উহা যাঁহাদের নাই, তাঁহারা প্রাণ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সেবা করিবেন, ইহাই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

তোমাদের গ্রন্থাদি না থাকিলে আমিই দিব। আর হরিনাম জপ করিতে ও হরিকথা শ্রবণ করিতে অর্থের কোন প্রয়োজন হয় না। তাহাতে ধৈর্য্য, উৎসাহ, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তির আবশ্যকতা আছে। তাহাতেই সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তনাদি পঞ্চাঙ্গ সাধন সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে।

তুমি এখন দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়িতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। ভবিষ্যতে তোমার কল্যাণ হইবে। পড়া ও কাজের চাপে তোমার পড়াশুনা ভালই হইবে। কারণ **"দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?" "কষ্ট করিলেই কেষ্ট মিলে।" কষ্টের দ্বারা যাহা অর্জ্জিত হয় তাহাই চিরস্থায়ী হয়।**

"সঙ্গীতচর্চ্চাদ্বারা প্রভু আনন্দবিধানপূর্ব্বক কার্ত্তিকমাস যাপন করিবে"—এই বাক্যে শ্রীভগবানের সম্মুখে ঐ সময়ে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উহা নিঃসন্দেহে ভগবৎসেবা এবং তাহাদ্বারাই পুনর্জন্ম নিবারিত হয়। বৈষ্ণবগণের পক্ষে মৃদঙ্গ-মন্দিরা-করতাল-শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর ইত্যাদি ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে। বিলাতী বাদ্যযন্ত্রাদিতে তৌর্য্যত্রিক-রূপ রাজসিক-তামসিক ভাব আছে। তাহার একটা মাদকতা আছে ও উহা ভোগবিলাসের অন্তর্গত ব্যাপার। মহাপ্রসাদ দান করিলে ও উহা গ্রহণ

করিলে জীবের নিশ্চয়ই আত্মকল্যাণ হয় এবং উহাতে ইন্দ্রিয় জয় করা যায়।—"মহাপ্রসাদ সেবা করিতে হয়, সকল প্রপঞ্চ জয়।" যাঁহাদের সামর্থ্য আছে তাঁহারাই অন্নদান করিবেন ও ঘৃত-কর্পূর দীপ দান করিতে পারেন। হরিকথা শ্রবণ ও বৈষ্ণব দর্শন না করিলে জীবের অকল্যাণ হয়, তাহাই কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে জানাইয়াছেন। তির্য্যক্‌যোনি অর্থাৎ পশুজন্ম লাভ করিতে হয়—হরিভজন না করিলে। কার্ত্তিকমাসে "গোগ্রাসে" অর্থাৎ গাভীগণ যেমনভাবে খায় তদ্রূপ মাটী বা সিমেণ্টের উপর অন্নাদি রাখিয়া গ্রহণ করাকে লক্ষ্য করিয়াছে। ইহা বিশেষতঃ ত্যাগী ব্যক্তিগণের পক্ষেই ব্যবস্থা।

* * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

গৃহী-ভক্তের পক্ষে মঠ-মিশনের ন্যায় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহাদির সেবা-পূজা পরিচালনা অসম্ভব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবালানন্দ আশ্রম
'সন্তোষ আশ্রম'
পোঃ—আশ্রম করণীবাদ, দেওঘর (বিহার)
তাং—১৪।১।১৯৮১

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

* প্রভো! আপনার ৯।১।৮১ তাংএর অন্তর্দেশীয় পত্র অদ্য এখানে পাইলাম। ইহার পূর্ব্বে পুরীধামে থাকাকালে ৩১শে শ্রাবণ (ইং ১৬।৮।৮০) তাংএর পত্রও পাইয়াছিলাম। তখন শরীর অসুস্থ থাকায় পত্রাদির উত্তর দিতে পারি নাই, তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

আমি আমার ডাক্তার * এবং *-এর পরামর্শানুসারে গত ৬।১২।৮০ তাংএ বৈদ্যনাথ-দেওঘরে আসিয়াছি—আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য। এখানে

আসিয়া বেশ ভাল আছি। নিয়মিতভাবে ঔষধ ব্যবহার করিতেছি, প্রসাদ পাইতেছি ও বিশ্রাম লইতেছি। বহুদিন যাবৎ পত্র না লিখায় অনভ্যাস হইয়া গিয়াছে, এখন ২।১ খানি পত্র লিখিতেছি।

বৈদ্যনাথ-দেওঘরের জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। প্রাকৃতিক দৃশ্যও খুব মনোরম। আমরা 'সন্তোষ আশ্রম' নামক বাড়ীটি শ্রীবালানন্দ আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে মাসিক ২০০্ হিঃ ভাড়া লইয়াছি। আশ্রমীয় পরিবেশ খুব সুন্দর। চারিদিকে মন্দির, পুষ্করিণী, ফল-ফুল-সব্জীর বাগান-বাগিচা আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। দেওঘরের বৈদ্যনাথজী শিবপুরাণের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। অদূরে ৩৫/৪০ মাইল দূরে মান্দার-পর্ব্বতে শ্রীমধুসূদনজী বিশেষ দর্শনীয় তীর্থস্থান। এখানেই সমুদ্র-মন্থন হইয়াছিল।

আপনি টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং দিদিও অজ্ঞান হইয়া অসুস্থ ছিলেন জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আশা করি এতদিনে উভয়ে সুস্থ হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ আপনাদিগকে সুস্থ রাখুন এবং আপনারা নিশ্চিন্তে হরিভজনে রত থাকুন। সাংসারিক বিপর্য্যয় চিরদিন আছে ও থাকিবে—"মনস্থির করি', নির্জ্জনে বসিয়া, কৃষ্ণনাম গাব যবে। সংসার-ফুকার, কাণে না পশিবে, দেহরোগ দূরে রবে।।" আপনি সত্যই লিখিয়াছেন,—"সাংসারিক ব্যাপারে যাহা হয় হউক্, যাহা ঘটে ঘটুক্, শুদ্ধ বৈষ্ণবের দর্শন-স্পর্শনাদি বদ্ধজীবের একমাত্র মঙ্গলদায়ক বিষয়।"

আপনারা বৈষ্ণবসঙ্গ হইতে কোনদিনই বঞ্চিত হইবেন না। শ্রীপাদ * মহারাজ ও অন্যান্য শুদ্ধবৈষ্ণবগণ আপনাদের ওখানে যাতায়াত করিতেছেন, ইহা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। আপনারা বৈষ্ণবগণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত, সুতরাং আপনাদের চিন্তা-ভাবনার কোন কারণ নাই। **পরমদয়াল বৈষ্ণববৃন্দ গৃহান্ধকূপ হইতে উদ্ধার ও রক্ষার জন্য গৃহীর দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হন,** ইহা সত্য। জগজ্জীবের প্রতি তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি অবশ্যই রহিয়াছে।

** আপনি লিখিয়াছেন,—"কতদিনে আবার দেখা হইবে? বৈষ্ণবসঙ্গ হইতে এ জীবনে কোন প্রকারে বঞ্চিত না হই। আমি গৃহমেধী, কোন যোগ্যতা নাই। শত অন্যায় হইলেও কৃপাপরবশ হইয়া আমাদিগকে ক্ষমা

করিবেন। আমার কোন ভাষার জ্ঞান নাই, লেখনীরও যোগ্যতা নাই। যাহাতে আপনার কৃপা পাই ও আমাদের উপর কৃপাদৃষ্টি থাকে, ইহাই কামনা।" ঐরূপ আমার নিকট লিখা ঠিক হইয়াছে কিনা, তাহা আপনিই বিচার করিবেন। আমি কি আপনাদের উপরওয়ালা, অভিভাবক ও বিচারক? আমি নিজে তাহা কোনদিন মনে করি নাই, বা এখনও করি না। সুতরাং এ বিষয়ে আমাকে রেহাই দিবেন ও ক্ষমা করিবেন। আপনারা আমাকে চিনিতে পারেন নাই, ইহাই দুঃখ! আমি বৈষ্ণবগণের উপর কোনদিন জবাবদিহি করি নাই, করিতেও ইচ্ছা করি না। মঠ-মিশনে আছি, আইনানুসারে কিছু হয়ত' বাধ্য হইয়া করিতে হয়। দয়া করিয়া আমায় ভুল বুঝিবেন না, ইহাই বিশেষ অনুরোধ।

কাশীনগরে আমাকে যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আহ্বান ব্যতীত কি যাওয়া যায় না? আমি কি একান্তই স্বীয় ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতা হারাইয়াছি, যাহার জন্য ঐদিকের পথ মাড়ানো চলিবে না? এ বিষয়ে অনুরোধ করিবার কি আছে? আমার যখনই সুযোগ-সুবিধা হইবে এবং প্রয়োজন হইবে তখনই চলিয়া যাইব। আমার একটা স্বতন্ত্র স্বাধীনতা ও বিচার আছে, যাহা আমার মঠ-মিশনের লোকও জানে না, আমিও কাহাকেও জানিতে দেই না।

কাশীনগরে আপনার ঠাকুরবাড়ী স্থাপনের চেষ্টায় আমি বরাবরই বাধা দিয়াছি। কারণ জানি, ২ দিন বাদে সেবাপূজার সমস্যা দেখা দিবে। শ্রীবেদান্ত সমিতি এই ভিটার ঠাকুরবাড়ী লইবে না, ইহা পূর্ব্বেই জানা থাকায় আপনাকেও শুনাইয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি আমার কথায় ঠিক কাণ দেন নাই, এখন মুস্কিলে পড়িয়াছেন। বর্ত্তমানে তাই ঠাকুরের সেবাপূজা ছাড়িয়া কোথাও ২/১ দিন থাকিতে অসুবিধা হইতেছে। আপনি যদি স্বহস্তে সেবাপূজা করিতেন, তবে আরও কত অসুবিধায় পড়িতেন, তাহা চিন্তার অতীত!

আমি আপনাদের 'ভক্তিগীতি' পূর্ব্বে দেখি নাই, পত্রিকা-অফিস হইতে জমা পাইয়া উহার সম্বন্ধে যাহা করণীয় তাহাই আপনাকে নিবেদন করিয়াছি মাত্র। আপত্তি আসিয়াছে, তজ্জন্যই ব্যবস্থা লইতে হইয়াছে। আপনাদের

কেহ ভুল না বুঝে বা আপনারা মিশনের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না করেন, সে-বিষয়ে দায়িত্ব নিশ্চয়ই আমার আছে ও থাকিবে। 'ভক্তিগীতি'র বাকী Copy গুলি শ্রীল গুরু-মহারাজের বিরহোৎসবে শ্রীপাদ * মহারাজ অথবা *-এর নিকট জমা দিবার কথা লিখিয়াছিলাম। শুনিলাম, ১ খানি বই নাকি কাহার মারফত অফিসে পাঠাইয়াছেন। যখন আপনি স্বয়ং হাজির ছিলেন, তখন স্বহস্তে উহা জমা দেওয়া উচিত ছিল না কি? আর আপনি ঐ গ্রন্থ ভবিষ্যতে ছাপিবেন না, ইহাও বিশেষ অনুরোধ রহিল।

আর একটী বিষয় আপনাকে নিবেদন করিতেছি। শুনিলাম, শ্রীবেদান্ত সমিতির মঠত্যাগী * বর্ত্তমানে গৈরিক বসন পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার ওখানে পূজারীর কাজ করিতেছে। সে মঠ ছাড়িয়া বাড়ী যাইয়া সংসার করিতে পারে, কিন্তু আপনি তাহাকে কাহার Permission-এ ওখানে রাখিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না। এইরূপে মঠের সহিত কি আপনাদের Good terms বজায় থাকিবে? সে বেলগাছিতে টালির কারখানায় কাজ খুজিয়া পায় নাই, সুতরাং আপনি তাহাকে ওখানে না রাখিলেই ভাল। ঐরূপ **দাম্ভিক, সুবিধাবাদী ও স্বেচ্ছাচারী লোকের কোনদিনই মঙ্গল হইতে পারে না।** উহাকে আপনার ঠাকুরবাড়ী হইতে ছাড়িয়া দিলে নিশ্চিন্ত হইব। শ্রীব্যাসপূজার পূর্ব্বে কাশীনগরের দিকে যাইবার সময়-সুযোগ হইবে না, পরে একবার যাইবার ইচ্ছা রহিল।

January হইতে অন্ততঃ ৩ মাস আমার পক্ষে পাঠ-কীর্ত্তন নিষিদ্ধ ; সুতরাং যদি যাওয়া হয়, তবে কেবল বসিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই। আপনারা দণ্ডবৎ জানিবেন। অন্যান্যদের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। ইতি—

বৈষ্ণবদাসাভাস—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

শ্রীভগবানের ন্যায় ভক্ত পরতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়াও সেবা-পরতন্ত্র অর্থাৎ সেবক-বৎসল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)
তাং—১।১২।১৯৮২

স্নেহাস্পদাসু—

* * তোমার ২।১০।৮২ তাংএর স্নেহলিপি যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। আমার পূর্ব্বপত্র তোমাকে মানসিক ক্লেশ দিয়াছে ও বিচলিত করিয়াছে বুঝিলাম। তোমাকে দুঃসংবাদপূর্ণ পত্র লিখিবার সময় উহা আমি চিন্তা করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ বিশেষ সংবাদ তোমাকে না জানাইলে আমাকে অত্যন্ত অস্বস্তিতে দিন যাপন করিতে হইত। উহা তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া আমার অন্তর কিছুটা হাল্কা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তুমি স্নেহময়ী মা, তাই তোমার নিকট সান্ত্বনা চাহিয়াছিলাম। তোমার বর্ত্তমান স্নেহলিপিতে সেই সান্ত্বনা কথঞ্চিৎ মিলিয়াছে।

মা! তুমি সন্তানকে দেখিয়া সেদিন আনন্দিত হইলেও, তাহার বিরহ-ব্যাকুল বিষণ্ণ বদন তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছিল, ইহা নিশ্চয়ই তোমার ন্যায় স্নেহশীলা জননীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। বিশ্রম্ভ সেবার দ্বারা সেবক সেব্যকে কিরূপ বশীভূত করিয়াছে—যেজন্য প্রভু সেবকের বিরহে বিহ্বল-বিচলিত, ইহাও তোমার অনুভবের বিষয় হইয়াছে জানিয়া তোমার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। শ্রীমান্ সুন্দরানন্দ তোমার আদরণীয় ও বিশেষ স্নেহের পাত্র হইলেও তুমি তাহার প্রতি গৌরব প্রকাশ করিয়াছ, ইহা তোমার স্বাভাবিক উদারতার পরিচায়ক। শ্রীমান্ কিরূপ সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, ছায়ার ন্যায় প্রীতিমূলা সেবার দ্বারা সেব্যবস্তুকে আগলাইয়া রাখিয়াছিল এবং আজও প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষে সে সেবাচিন্তাদ্বারা সর্ব্বক্ষণ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, ইহা তোমার বাস্তব অনুভূতির বিষয়। তোমার দৃঢ় বিশ্বাস,—

সে সেবামূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সেব্যের নিকটই অবস্থান করিতেছে, তোমার এই বিশ্বাস সফল হউক্ ও বাস্তবে রূপায়িত হউক্। তোমরা আজ তাহাকে সাক্ষাদ্ভাবে দেখিতে না পাইলেও, তাহার সৌভাগ্য—নিষ্কপট বিশ্রম্ভ গুরু-সেবক-সেবিকার একমাত্র কাম্য, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তুমি শ্রীভগবানের দ্বারকালীলার একটী ঘটনা উদাহরণরূপে বিবৃত করিয়াছ। শ্রীভগবানের আচরণে কোন প্রাকৃত ভাব নাই ; সুতরাং তাঁহার ক্রন্দন হা-হুতাশ-মোহগ্রস্ত জীবের ন্যায় জড় ব্যাপার নহে। প্রাকৃত জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা অতীন্দ্রিয় ভগবানের কোন কিছুই পরিমাপ করা যায় না, উহা প্রাকৃত আধ্যক্ষিক প্রয়াসমাত্র। শ্রীগুরু-"বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়"—ইহা সুসত্য বচন এবং শাস্ত্রবাণী ; সুতরাং তাৎপর্য্যপূর্ণ। শ্রীভগবানের ন্যায় ভক্ত পরতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়াও সেবা-পরতন্ত্র অর্থাৎ সেবক-বৎসল। সেব্য বিশ্রম্ভ স্নিগ্ধসেবাদ্বারা প্রভুকে আত্মসাৎ করেন, আবার প্রভুও স্নেহকৃপাদ্বারা সেবককে আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। এই প্রভু-ভৃত্য বা সেব্য-সেবক সম্পর্ক নিত্য, এই সম্বন্ধজ্ঞানই উভয়কে নিত্য আন্তর-দর্শনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম—আশ্রিতের জীবনসর্ব্বস্ব, জীবনের জীবন। যিনি সর্ব্বরূপে, সর্ব্বভাবে সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তিনিই বিশ্রম্ভ বা স্নিগ্ধ সেবক। যিনি সেবাদ্বারা সেব্যের প্রীতিবিধানপূর্ব্বক তাঁহার চিত্ত জয় করিতে পারেন, তিনিই বাস্তব সেবকরূপে চিহ্নিত। "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার"—ইহা কনিষ্ঠ-বিশ্রম্ভ সকলপ্রকার সেবকের প্রতিই প্রযোজ্য ; তথাপি সাধন-ভজনক্ষেত্রে অধিকার-বিচার অবশ্যই স্বীকার্য্য। কেহ কাহারও স্নেহের পাত্র, আবার কেহ কাহারও সেব্য। 'পরম আদরণীয় জীবনস্বরূপ' সেবক স্নেহের পাত্ররূপেই বরণীয়। তথায় ভুলবুঝাবুঝির কোন ক্ষেত্র নাই, সুতরাং অপরাধের বিচারও আসিতে পারে না। সেবানিষ্ঠা, সরলতা, অমায়িকতা, হৃদয়জয়ী ব্যবহার সকলকেই বিস্মিত করিতে পারে, সেবকের ইহাই বিশেষ সদ্‌গুণাবলী। প্রিয়জনের স্নেহমাখা হাসিমুখ ও মধুর ব্যবহারপূর্ণ স্নেহ-সম্বোধন সকলেরই হৃদয় জয় করে, আর উহার বিপরীত ভাব—বিরহ-দুঃখ-খেদে হৃদয় বিকল করিয়া দেয়। জীবের মানসিক সঙ্কল্প বা আহ্বান অনেক সময় আশ্রয় না পাইয়া প্রাকৃত সর্গে লয় প্রাপ্ত হয়, আবার বাস্তবসম্পর্কযুক্ত হইলে সে আহ্বানের সাড়া পাওয়া যায়। উভয় তরফই

সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইলে পরস্পরের যোগসূত্র সংরক্ষণ সম্ভব হয়, তখনই মিলন বা বিরহ বাস্তবরূপে উপলব্ধির বিষয় হয়।

কন্যাপক্ষে রাগ, ধৈর্য্য, ক্রোধ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি বৃত্তির সমাবেশ থাকে। স্নেহময়ী মাতা বা জননীর পক্ষে স্নেহ, শুভেচ্ছা, দয়া, মায়া, মমতা, প্রীতি, ভালবাসা, আশীর্ব্বাদ, মান-অভিমান স্বাভাবিক। কন্যা স্নেহার্থী, আর মাতা স্নেহদানকারিণী কল্যাণময়ী শুভেচ্ছাদায়িনী। সুতরাং অধিকার বিচার করিয়া চলিলে ইহার সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর। আর একটী বিষয় এই যে, এই অধিকার অন্তরে উপলব্ধি ও অনুভবের ব্যাপার, ইহা স্বতঃসিদ্ধভাবে জীবাত্মার অনুস্যূত। কাহার কোন্ অধিকার, ইহা কাহাকেও নির্ণয় করিতে হয় না ; স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবেই উহা হৃদয়ে উপলব্ধি হয়। স্নেহময়ীর পক্ষে মানাভিমান স্বতঃসিদ্ধ ; মাতা কখনই লাল্যপাল্যজনের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে পারেন না, আর ধৈর্য্যশীলা বলিয়াই তিনি গর্ভধারিণী। দুঃখকষ্টকে যিনি কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে মানিয়া লইয়াছেন, তিনি ধৈর্য্যহারা হইবেন কেন? তাঁহাকে বিচার-বিবেকহীন 'মা' আখ্যা দিলে সত্যের অপলাপ হয় এবং অকৃতজ্ঞ-কৃতঘ্ন হইতে হয়। এইরূপ অবিবেকী সন্তানকে ক্ষমা করাই মাতৃধর্ম্ম বা স্নেহের পরিচয়।

মাতা-পুত্রের মধ্যে বহু আলোচনা বা প্রশ্নোত্তর থাকিতে পারে ; সম্পর্ক যাচাই করিবার জন্য বহু সময়েরও প্রয়োজন হইতে পারে ; কিন্তু সমস্তই নির্ভর করে স্নেহশীলার করুণার উপর—অনুগ্রহ বা আদেশ-নির্দ্দেশের অপেক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন। মাতা ছেলেকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে সন্তান কোনদিনই দাম্ভিক হইবে না। সহজ-সরল চিত্তবৃত্তিদ্বারা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবাকাঙ্ক্ষাই জীবনের ব্রত হইলে আমাদের কোনদিনই অনিষ্ট বা অমঙ্গল হইতে পারে না, ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস। কে কাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে? দীনহীন ব্যক্তিকে, অযোগ্যকে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিই আশীর্ব্বাদ করিতে সক্ষম। যদি মাতা স্নেহার্থী পুত্রকে আশীর্ব্বাদে সক্ষম হন, তবে সন্তান নাচার। দীনহীন কে, ইহা কে কাহার নিকট পরীক্ষা দিবে বা বিচার করিবে? তুমি সন্তানের প্রতি বিমুখ হইও না, ইহাই তোমার নিকট বিশেষ অনুরোধ। পত্র লিখিবার ঢং তোমার অবশ্যই বদল করিতে হইবে, নচেৎ পুত্র অসন্তুষ্ট। যদি তুমি পুত্রস্নেহ উপলব্ধি করিয়া থাক, তবে আমার অনুরোধ ও আব্দার নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে হইবে। কে কাহার ভরসা, ইহা সাক্ষাৎ

আলোচনা হইবে। আমার স্নেহপূর্ণ অভিবাদন গ্রহণ করিবে। যদি অসন্তুষ্ট হও, তবে পত্রাদি দিতে ও সাক্ষাৎ করিতে ভুলিব। অধিক কি।

স্নেহার্থী-বৈষ্ণবকৃপাপ্রার্থী—
শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরাদি নিত্য ও অপ্রাকৃত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/O—শ্রীরাধেশ্যাম বসাক
উকিলপাড়া, পোঃ—রায়গঞ্জ
(পশ্চিম দিনাজপুর) উত্তরবঙ্গ
তাং—১২।১০।১৯৮৩

কল্যাণীয়াসু—

* তোমার ২রা শ্রাবণের স্নেহলিপি পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইয়াছি। তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া ক্ষমা করিবে। আশা করি আমার উপর রাগ করিবে না বা অসন্তুষ্ট হইবে না। তুমি সত্যই লিখিয়াছ, সুন্দরানন্দের জন্য আজও আমার চিত্ত বিকল হয় ; তোমাদের প্রাণ কাঁদিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ তুমি তাহাকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলে, সেজন্য তোমার দুঃখ-কষ্ট অধিক। এ জগতে কেহ চিরদিনের জন্য আসে নাই ; সকলকেই নির্দ্ধারিত সময়ে সাধনোচিত ধামে চলিয়া যাইতে হইবে। এ জীবনে সাধন-ভজনই শ্রেষ্ঠ, উহাই মানুষকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে। সময় হইলে তোমাকে আমাকে সকলকেই এ জগৎ হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। এ জন্য ভক্ত বৈষ্ণবগণ কখনই দুঃখ করেন না।

* * * *

তোমরা আমাদের সেবা-যত্ন কিছুই করিতে পার না গরীব বলিয়া, ইহা কি ঠিক? **মন যাহার গরীব, সেই ত' প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র ; যাহারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত, তাহারা কখনই দরিদ্র হইতে পারেন না। সেবা-বৃত্তি লইয়াই সেবক-সেবিকার বাহাদুরী।** তোমাদের সে-সকল আছে, সুতরাং তোমরা ধন্য। তোমাদের জীর্ণ কুটীরে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ পদার্পণ না করিলেও,

আমাকে ডাকিলেই আমি গিয়া হাজির হইব। তোমাদের সংগৃহীত শাকান্ন আমি পরমাদরের সহিত নিজের মনে করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকি। তোমাদের সহিত রহস্য করিবার আমার অধিকার আছে, তাই ১৩ই শ্রাবণ ডায়মণ্ড-হারবারে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। তোমাদের নিকট হইতে আমি টাকা-পয়সা পাইবার কোন আকাঙ্ক্ষা রাখি না। সুতরাং লোকসানের কোন কারণ নাই। তবে স্নেহ-মমতা পাইবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। অন্যের ন্যায় যোগ্যতা থাকিলে বৈষ্ণবগণ তোমার গৃহে পদার্পণ করিতেন, এ বিচার ঠিক নহে। তোমাদের প্রতি সর্ব্বদাই আমার শুভেচ্ছা ও স্নেহাশীস্ রহিয়াছে, হৃদয়ে ইহা উপলব্ধি করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবে।

বৈষ্ণবগণ নিশ্চয়ই অন্তর্যামী, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভক্ত গুরু-বৈষ্ণব-গণকে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজে নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন ও পারেন। সব কিছু শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া ভক্ত নিষ্কিঞ্চন নামের সার্থকতা করেন। **রথোৎসবে রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না।** শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেহে লীন হইয়া গেলেও তাঁহার স্বস্বরূপ অবিকৃতই থাকে। **তাঁহার শ্রীনাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরাদি নিত্য ও অপ্রাকৃত। তাঁহার শক্তি তাঁহা হইতে অভিন্ন ; শ্রী, ভূ-লীলাশক্তিকে অস্বীকার করিলে তাঁহাকে যথাযথভাবে স্বীকার করা হয় না। তিনি অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন।**

সুতরাং এমতাবস্থায় ভক্ত হাতকাটা জগন্নাথকে দর্শন না করিয়া তাঁহার পূর্ণস্বরূপই দর্শন ও উপলব্ধি করিয়া থাকেন। খণ্ডিত জ্ঞানদ্বারা শ্রীভগবানের বাস্তব স্বরূপোপলব্ধি হয় না। যাঁহারা একনিষ্ঠ সেবক, তাঁহাদের কোনদিনই অকল্যাণ হয় না। অন্তিমে তাঁহাদের ভগবদ্ধামে সাক্ষাৎ সেবালাভ হয়। বৈষ্ণব-সেবার জন্য তোমাদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। আমি আগামী অক্টোবরের শেষ অথবা নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা যাইব। তখন একবার তোমাদের গৃহে গিয়া প্রসাদ পাইয়া আসিব। আমি বর্ত্তমানে ভাল আছি। আমার জন্য চিন্তা করিবে না। শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ মথুরায় ভাল আছেন। অনেকদিন যাবৎ তাঁহার কোন পত্র পাই না। * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

'সন্তোষ আশ্রম'
শ্রীবালানন্দ আশ্রম
পোঃ—আশ্রম করণীবাদ, দেওঘর (বিহার)
তাং—২৫।৮।৮৪

স্নেহাস্পদাসু—

* * তুমি কি গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি প্রীতি ও আদর-যত্ন করিতে শিক্ষা কর নাই? "যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া আদর করিব যবে। বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি, অবশ্য পাইব তবে।।"—ইহা তোমার অধিগত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। নিষ্কিঞ্চন হইয়া নিষ্কপটচিত্তে গুরু-বৈষ্ণবের সেবাচিন্তার তুমি অনুশীলন করিতেছ, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। তোমার হৃদয়ে সেবাবৃত্তি জাগরিত হইয়াছে এবং সাধন-ভজনে প্রীতিযুক্ত নিষ্ঠা তুমি অবশ্যই লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাশীর্ব্বাদ আমাদের সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োজন, তাহাই একমাত্র ভজন-বল ও সহায়-সম্বল জানিবে।

সেবাধিকার কেহ দিতে পারেন, অথবা অধিকারানুসারে লাভ হয়? এই প্রশ্নের উত্তর খুবই জটিল। তবে সাধন ও কৃপা যোগযুক্ত হইলে সিদ্ধিলাভ সম্ভব, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। প্রাকৃত আসক্তির নামই সংসারদশা, আর আসক্তি-রাহিত্যই মুক্তদশা। **"রসো বৈ সঃ"—পরব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ—রস-স্বরূপ। তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি—রস-স্বরূপত্বের পূর্ণতম অভিব্যক্তি। পরমানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় রস-মাধুর্য্যের দ্বারা নিখিল জীবাত্মাকে আকর্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণ'।** ভাগবত "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" বলিয়া জানাইয়াছেন। "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ পরতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, পরম-মহত্ত্ব।।" শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও লীলা-পুরুষোত্তম—নরাকৃতি পরব্রহ্ম—নবকিশোর, নটবর। "লোকবৎ তু লীলা-কৈবল্যম্" সূত্রে তাঁহার অপ্রাকৃত নরলীলা-অনন্তলীলা-সর্ব্বোত্তমলীলা

প্রমাণিত হয়। তিনি "মধুরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার।" তিনি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেরও চিত্ত আকর্ষণে সক্ষম। তজ্জন্য তাঁহাকে মাধুর্য্য-রসময়-বিগ্রহ বলা হইয়াছে।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা প্রাকৃত কামনা-বাসনার অন্তর্গত, আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিই প্রেম-পদবাচ্য। ইহা শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষ ও স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু। নিত্যসিদ্ধগণের হৃদয়ে অনাদিকাল হইতেই প্রেম বিরাজিত। প্রেম হইতে মমতা-বুদ্ধির উদয় হয়—তখন শ্রীভগবানকে পরমাত্মীয় জ্ঞান হয়। এইরূপ অধিকার-প্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার নিমিত্তই সর্ব্বদা লালায়িত ও ব্যাকুল হন। কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত অত্য ইতর বস্তুতে তাঁহাদের আসক্তি থাকে না। প্রেম গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া মমত্ববুদ্ধি আনয়ন করে, তখন লোকধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদি সম্বন্ধ তিরোহিত হয়।

প্রেম ঘনীভূত হইলে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব আখ্যা প্রাপ্ত হয় ; মহাভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তর, যদিও কোন কোনস্থলে ভাব ও মহাভাবের প্রায় একত্ব লক্ষ্য করা যায়। বাস্তব স্নেহ-মান-প্রণয়াদি জড়দেহে কখনই সম্ভব নহে, জাতরতি বা প্রেমপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রেই ইহার প্রকাশ সম্ভব। শ্রীরাধারাণী কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত অবস্থা। হ্লাদিনীর সার প্রেম এবং প্রেমের সার মহাভাব ; শ্রীরাধা—মহাভাব-স্বরূপিণী। শ্রীরাধা প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী ; কৃষ্ণসেবাসুখ-তাৎপর্য্যই তাঁহার জীবন-স্বরূপ। শ্রীরাধা—পূর্ণশক্তি, শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্। শ্রীরাধা কৃষ্ণগতপ্রাণা, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তাঁহার কৃষ্ণানুভূতি, তিনি কৃষ্ণময়ী। স্বরাট্-লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রেমেই বশীভূত, তাই শ্রীরাধাপ্রেমের নিকট শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত ও পরাজিত। মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্য বিকশিত বা প্রকাশিত হয় না—"রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।"

* * * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

অপ্রাকৃত স্নেহ-মমতার মধ্যে আত্যন্তিক কল্যাণ নিহিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৪
তাং—১৯।৭।১৯৮৬

স্নেহাস্পদাসু—

* ! তোমার স্নেহলিপি ৯।৭।৮৬ তাংএ যথাসময়ে কলিকাতা মঠে পৌছিয়াছিল। আমি গতকল্য নবদ্বীপ মঠ হইতে শ্রীরথোৎসব-শেষে কলিকাতা মঠে ফিরিয়া আসিয়া উহা পাইয়াছি। আশা করি তোমরা কুশলে আছ। আমি একপ্রকার ভাল আছি।

জাগতিক স্নেহ-মমতার মধ্যে আত্যন্তিক কল্যাণ নাই। বদ্ধজীব যদি তাহার সকল স্নেহ-ভালবাসা শ্রীগুরু-ভগবানে সমর্পণ করে, তবেই তাহার সার্থকতা। স্নেহ-মমতার উদ্দিষ্ট বস্তুর অভাবেই মানুষের কষ্ট হয়। যথার্থ স্নেহ-মমতা থাকিলে, তাহার অপ্রাপ্তিতে ক্রন্দন অনিবার্য্য ফল।

তুমি যদি সত্যই শ্রীভগবানকে ভালবাসিয়াছ, তবে তোমার অভীষ্ট গুরুদেবের স্মৃতি অবশ্যই থাকিবে এবং তাঁহার দর্শনের আকাঙ্ক্ষাও প্রবল হইবে। মা যেরূপ তাঁহার সন্তানকে দেখিতে না পাইয়া তীব্র কষ্ট অনুভব করেন, তুমিও সেইরূপ কষ্ট অন্তরে অনুভব করিতেছ, ইহা খুবই স্বাভাবিক। মাতা আহ্বান না করিলেও, ছেলে সকল সময়েই খুশীমত মাতার নিকট দর্শনের জন্য যাইতে পারে। অন্তরের টান ও আহ্বানই সকল সময়ে বিশেষ কার্য্যকরী হয়। সন্তান অকৃতজ্ঞ হইলেও, মাতার স্নেহ হইতে সে কোনদিনই বঞ্চিত হয় না, ইহাই সাধারণ নিয়ম ও রীতি। শ্রীগুরু ও ভগবান্ তোমাকে কখনও তাঁহাদের অপ্রাকৃত স্নেহ-বঞ্চিত করিবেন না।

সেদিন জয়নগরে থাকিবার কোন কথাই ছিল না, গৃহস্থের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে আমরা থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ভোরের ট্রেণেই আমরা কলিকাতা যাত্রা করি। আমি কোনদিনই আমার অন্তরের ভাব গোপন করিয়া

তোমাদের নিকট ভাল মানুষ হইতে চাহি নাই। আমি ভালরূপ জানি, **শ্রীভগবান্ সরল ব্যক্তিকেই অমায়ায় কৃপা করেন।** মানুষের আন্তরদর্শনই সেই সরলতার বাস্তব অভিব্যক্তি।

* তুমি মা, শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী ও শ্রীগৌর-রাধা-মদনমোহনকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহভরে সেবাপূজা করিবে। তাঁহারাই আমাদের একমাত্র স্নেহাস্পদ ও ভালবাসার পাত্র। তুমি শয়নে-স্বপনে সেই আরাধ্যবস্তুরই দর্শন ও সেবা করিবে। **শ্রীগৌরগোপাল, শ্রীকৃষ্ণগোপালই তোমার পরম ভজনীয় বস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যেই তাঁহাদের সেবালাভ হয়।** তোমারে অন্তরের ভাব দিয়াই তুমি আরাধ্যদেবতার সেবা ও পরিচর্য্যা করিলে মনে শান্তি পাইবে।

আমি সাক্ষাদ্ভাবে তোমাদের নিকট থাকিতে না পারিলেও, পরোক্ষ-ভাবে আছি ও থাকিব। আমাকে মহাপ্রসাদ না দিয়া তোমরা কোনদিনই মায়ের দায়িত্ব পালন করিতে পার না। ছেলেকে না খাওয়াইয়া কোন্ মাতা অগ্রে অন্নজল গ্রহণ করেন? তুমি তাড়াতাড়ি মরিয়া গেলে কে আমাকে স্নেহভরে অন্ন-জল দিবে? এ নশ্বর দেহ না ছাড়িয়াও শ্রীগুরু-ভগবানের নিকট অবস্থিতি ও সেবা সম্ভব, জানিবে।

তোমার যাহা স্বাভাবিক ভাব, সেইভাবে ও ভাষায় পত্র লিখিবে। তাহাতে তুমিও সন্তুষ্ট হইবে, আমিও আনন্দিত হইব। তোমার পত্রের মধ্যে আমি কোনও কৃত্রিমতা দেখি নাই, বরং তোমার উদারনৈতিক মনোভাব ও স্নেহ-বাৎসল্যাধিক্য লক্ষ্য করিয়া তোমার প্রতি প্রীতিলাভ করিয়াছি। যাইবার পূর্ব্বে আমি একখানি পত্র দিয়া জানাইয়া দিব।

তোমার সাধন-ভজনপথে অগ্রসর হইতে বাধা আসিতেছিল, বর্ত্তমানে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়াছ জানিয়া আমিও নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইলাম। প্রত্যহ ঠাকুরের পূজার্চ্চন ও গ্রন্থ কিছু কিছু আলোচনা করিবে। * তুমি আমার স্নেহ-ভালবাসা জানিবে ও মাকে প্রণাম জানাইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে বহু ত্যাগস্বীকার ও ধৈর্য্যধারণ প্রয়োজন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৪
তাং—১৪।১।১৯৮৭

স্নেহাস্পদাসু—

* * আমার পত্রখানি পড়িয়া তুমি সব কিছু জানিয়াছ বলিয়া লিখিয়াছ। কিন্তু আমার মনে হয়, তুমি আমার পত্র অন্তর্দৃষ্টি লইয়া পড় না। যদি তাহা হইত, তবে তুমি আমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে পারিতে না। তুমি আমার নিকট পত্র লিখার যোগ্য নও বা পত্র লিখিতে তোমার ভয় হয়, কোথায় কি লিখিতে কি লিখিবে,—এ সকল বাক্য কল্পনাপ্রসূত ও স্তোকবাক্য বলিয়া মনে করি।

আমি যথাযথরূপে স্বাভাবিকভাবে তোমাকে পত্রাদি লিখিয়া থাকি। তোমার প্রতি আমার যেরূপ বাস্তব ধারণা, তাহাই আমার লিখিত পত্রে অভিব্যক্ত হয়। ইহার মধ্যে কোনরূপ কৃত্রিমতা নাই। তোমার স্নেহ-মমতার মূর্ত্তি আমার নিকট যেরূপ প্রতিভাত হয়, আমি পত্রে তাহাই লিখিয়া থাকি। তুমি স্নেহময়ী কিনা, তাহা তোমার নিজের দৃষ্টিতে হয়ত ধরা পড়ে না। উহা যাঁহার নজরে পড়ে, তিনি বুঝিতে পারেন, কে কাহাকে (সম্মানী ব্যক্তিকে) সম্মান দিতে পারে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শিক্ষা—"দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন। চারিগুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন।।" ইহাই অমানী-মানদ ধর্ম্ম। মাননীয়া কখনই কাহারও মান হানি করেন না, ইহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম। তিনি কখনই আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কারণ উহাই তাঁহার ভূষণ বা অলঙ্কার।

অপরের প্রতি সন্দেহপূর্ণ মনোভাব—দুঃখের কারণ। ইহাকে 'ফাঁকিবাজি' না বলিয়া 'মানসিক অশান্তির আকর' আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। গীতায় শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগদ্বাসীকে উপদেশ

করিয়াছেন,—অজ্ঞ, অশ্রদ্ধালু ও সংশয়াত্মা—এই তিনপ্রকার ব্যক্তির জীবনে সুখ-শান্তিলাভ হয় না। তুমি যদি সেই সংশয় ও সন্দেহবাদ পোষণ কর, তবে তোমারও কোনদিন মানসিক শান্তি মিলিবে না।

ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক কষ্টসহিষ্ণু ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল। স্নেহার্থীর স্নেহের দাবী মানিতে গেলে নিজকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। ইহা বহুবিদ্বজ্জন-স্বীকৃত পরম সত্য। নিঃস্বার্থ ত্যাগ ব্যতীত সদ্বস্তু ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না। গুরু-বৈষ্ণবের কৃপালাভেও একইরূপ ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন।

যে-কোনরূপ ত্যাগস্বীকারে যাঁহারা প্রস্তুত, সেই গুরু-বৈষ্ণবকে কোনদিন সন্দেহ বা অশ্রদ্ধা করিতে নাই। ইহাতে সাধক-সাধিকার সাধন-ভজনে উন্নতি না হইয়া অবনতি ঘটে। যাঁহারা শ্রদ্ধা-ভক্তি, স্নেহ-মমতায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি, তাঁহাদিগকে কোনদিনই পরীক্ষা করিতে নাই। বরং তাঁহাদের নিকট পরীক্ষা দিয়া আত্মকল্যাণ লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয়। গুরু-বৈষ্ণবগণ শিক্ষার্থী বা বিদ্যার্থী নন, তাঁহারা পরীক্ষক ও অভিভাবক। তাঁহাদের সততায় নির্ভর ও বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলে আমাদের আত্যন্তিক কল্যাণ লাভ হয়।

শ্রীভগবানে ভক্তিমান্ ব্যক্তি কাহাকেও স্নেহশীলের গৌরবপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলে, তিনি কখনও অনুদার হইয়া যান না ; বরং তাঁহার উদারতা ও মহানুভবতারূপ গৌরব অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমদর্শী সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ সকল জীবের আত্মদর্শনে অভ্যস্ত ; তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট উদারনৈতিক মনোভাবের জন্য 'মহাত্মা' বলিয়া আখ্যাপ্রাপ্ত হন। তাঁহারা উচ্চাবচ সকল অধিকারীকেই সম্মান প্রদানে অভ্যস্ত ; নিখিল জীবের মধ্যে আত্ম-পরমাত্ম দর্শন লাভ করায়, আশ্ব-গোখর-চণ্ডাল, কনিষ্ঠাধিকারী স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকেই প্রণাম করিয়া থাকেন। "জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান"—ইহাই তাঁহাদের মহানুভবতা—মহাবদান্যতা। এরূপ গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই আমাদের জীবনের সফলতা।

আমিও বর্ত্তমানে এই বিশ্বরূপ শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যার্থী, শিক্ষার্থী, স্নেহার্থী। কোনদিন ধৈর্য্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষক হইবার অধিকার লাভ করিব,

এ বিশ্বাস আমার আছে। তবে আমি যাঁহাদিগকে স্নেহ-মমতাশীল অভিভাবক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদিগকে চিরদিনই গৌরবের দৃষ্টিতে দেখিব। তাঁহারা আমাকে ভুল বুঝিতে পারেন, আমার প্রতি নির্দ্দয় হইতে পারেন, কিন্তু আমি স্নেহার্থীরূপে তাঁহাদের করুণা-দয়ার প্রতীক্ষা করিব। ইহাই আমার ধর্ম্ম। আমি কাহারও উপর দোষারোপ না করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে অপার্থিব স্নেহ-মমতার আশায় বসিয়া থাকিব। আমি শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উপদেশামৃতে'র "উৎসাহান্নিশ্চয়াৎ ধৈর্য্যাৎ" শ্লোকের তাৎপর্য্য উপলব্ধির চেষ্টা করিব। কে কাহার উপর রাগ করিবে, কে কাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে? অনুরোধ নয়, তোমার স্নেহের ডাকে সাড়া দিতেছি। যেন স্নেহ-বঞ্চিত না হই! আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

গুরু-বৈষ্ণবগণের আদেশ, উপদেশ ও নির্দ্দেশ পালনের মধ্যেই জগজ্জীবের কল্যাণ নিহিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৪
তাং—৭।২।১৯৮৭

স্নেহাস্পদাসু—

* * মায়ের আহ্বানে আমি প্রতিবারই সাড়া দিয়াছি ; কিন্তু মা তাঁহার ছেলেকে সন্তান বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন নাই। তোমার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমি তোমাকে সান্ত্বনা দিয়াছি, তাহা তুমি অস্বীকার করিতে পার না। ছেলেকে শুধু দেখিতে ভাল লাগে, তাহার কথা শুনিতে ভাল লাগে না, ইহা কিরূপ বিচার? শ্রীগুরুদেব যদি অন্তর্যামী, তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়া সকলের ভাল-মন্দ সব অনুভব করিয়া ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। তুমি

আমার স্নেহবঞ্চিত কন্যা বা মা হইবে কেন? তোমার প্রতি কি আমার স্নেহ-মমতা আদৌ নাই?

মা, তুমি সন্তানের 'পবিত্র ভালবাসার কাছে হার মানিলে' কেন? আমি কাহারও জন্য স্নেহ-মমতা রাখি না বলিয়াই জানি। তজ্জন্য ছেলের মানসিক ও শারীরিক কুশল কিরূপে হইতে পারে? আমি পূর্ব্বজন্মে ও ইহজন্মে বহুব্যক্তিকে উদ্বেগ দিয়াছি ও দিতেছি ; তজ্জন্য আমার মানসিক সুখ-শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? যাহাতে তোমরা কিছুটা শান্তি-স্বস্তিতে থাকিতে পার, তোমাদের মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য আমি সামান্য চেষ্টা করি। আমার প্রতি ঝগড়া কর, আর মমতা প্রকাশ কর, আমি তোমাদিগকে কোনদিনই ভুল বুঝি নাই, বুঝিবও না। ঝগড়ার মধ্যে তুমি মঙ্গল খুঁজিয়া পাইয়াছ, ইহা তোমার দূরদৃষ্টির প্রভাব, বলিতে হইবে। স্নেহ-মমতার গাম্ভীর্য্যবৃদ্ধি—গুরু-বৈষ্ণবগণকে অতি আপন ও নিজের করিয়া লওয়ার মধ্যে পরিস্ফুট। বৈষ্ণবগণের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিই—তাঁহাদের প্রতি বাস্তব স্নেহ-মমতার লক্ষণ। সত্যই অপার্থিব স্নেহ-ভালবাসার কোন তুলনা হয় না এবং তাহা প্রাকৃত ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

স্নেহার্থীর জন্য চিন্তা-ভাবনা-উদ্বেগ হইতেই কুশলাকুশল জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয়। ২।১ লাইন উত্তর পাইলেই চিন্তান্বিত মন শান্তিলাভ করে। এরূপক্ষেত্রে পত্রের আদান-প্রদানই মানসিক শান্তির একমাত্র মাধ্যম।

আমি যখন তোমার অভিভাবক—গুরু ও পুত্র, তখন তোমার ও আমার ক্ষেত্রে "যদি কিছু অপরাধ হয়ে যায়" এরূপ সংশয় বা আশঙ্কার কোন সম্ভাবনা নাই। ছেলে মায়ের কোনরূপ দোষ-ত্রুটী লয় না, মাতাও সন্তানের ত্রুটী-বিচ্যুতি সর্ব্বদাই ক্ষমা করিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির কোন কারণ নাই। মাতা সন্তানের নিকট অত্যন্ত 'গৌরবের পাত্রী', আবার ছেলেও মায়ের নিকট 'স্নেহের দুলাল'। এইরূপ বিশুদ্ধ স্নেহ-বাৎসল্যের মধ্যে বিরূপ ধারণা খুবই বিসদৃশ নয় কি?

তুমি আমাকে কোনদিনই ভুল বুঝিবে না। আমি যাঁহাকে 'মা' বলিয়া মানিয়াছি, সেই মাতা ও তাঁহার সন্তানের বদান্যতা, সদ্‌গুণ ও সদ্ভাব জগতে আদর্শস্বরূপ। জগৎ উভয়েরই নীতি-আদর্শ যদি মানিয়া লয়, তবে প্রকৃত

মঙ্গল। **গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ-উপদেশ-নির্দ্দেশ মানিয়া লইলে সকলেরই কল্যাণ হয়, তাহা না মানিলে কাহারও মঙ্গল হয় কি?** তোমার স্নেহের দাবী সবই আমি মানিয়া লই, কিন্তু তুমি তোমার গুরু, পিতা বা পুত্রের অনুরোধ-নির্দ্দেশ মানিয়া লইলে কি তোমার উদারতা-মহানুভবতার হানি হয়? 'আপনার অনেক কথা শুনি না' বলিয়া তুমি বাহাদুরী করিতে পার না, অন্তর্যামী গুরু-বৈষ্ণব সকল কার্য্যের ভাল-মন্দ বুঝিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কেহ নিজে শাস্ত্র পড়িয়া তত্ত্বদর্শন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, উহার জন্য বাস্তব অনুভূতি প্রয়োজন। বদ্ধজীবের প্রকৃত আত্মানুভূতি নাই, থাকিতে পারে না। অজ্ঞ, অশ্রদ্ধালু ও সংশয়াপন্ন ব্যক্তির কোনদিনই বাস্তব তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না ; ইহলোকে ও পরলোকেও তাহাদের মানসিক শান্তির সম্ভাবনা নাই।

আমার স্বপ্ন দেখিয়া কোন লাভ নাই। আমি যখন তোমাদের কেহই নহি, তখন অধিক চিন্তা-ভাবনা করিবে না। পত্রের অপেক্ষা করিয়াই বা কি হইবে? আমি না গেলে তোমরা হয়ত' মন খারাপ করিবে বা তোমার পরীক্ষা হয়ত' ভাল হইবে না ; তজ্জন্য ব্যাসপূজার পরে একবার যাইব ; তাহার পর যাইতে পারিব কিনা, ঠিক নাই। তোমার মানসিক কষ্টের কারণ আমি বুঝিতে পারি না। আমার বহু বাবা-মা, দাদু-দিদিভাই আছেন। তুমি সকল হইতে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মাতা, যাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না। আমি হয়ত' এ সম্পর্ক তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। তুমি নিজে কোনদিন উপলব্ধি করিবে। কাহাকে কাহার প্রয়োজন, ইহা উপলব্ধির বিষয়। আমার অনুপস্থিতি তোমার কাছে চরম যন্ত্রণাদায়ক, ইহা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করিলে সুখী হইব। আমার স্মৃতির মধ্যে তোমাকে স্থান দিয়াছি কিনা, ইহা তুমি অনুভব করিতে পারিবে। সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিলে আমি আনন্দিত ও উৎসাহিত হইব।

* * * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

হরিভজন-বিরোধী দোষসমূহ পরিত্যাগ না করিলে আত্মকল্যাণ অসম্ভব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৪
তাং—১২।৫।১৯৮৭

স্নেহাস্পদাসু—

** তোমার প্রতি কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আমি যথারীতি পালন করিব ও করিতেছি। বহু দূরদেশে আসিয়াও তোমাদের কথা ভুলিতে পারি নাই। আমি তোমার ও তোমাদের স্নেহ-মমতার কথা কোনদিনই বিস্মৃত হই নাই, হইব না। মাকে পরীক্ষা করিবার মত দুঃসাহস সন্তান কোনদিনই পোষণ করে না, করা উচিতও নয়। তবে আমি তোমাদের নিকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব কিনা বা উত্তীর্ণ হইয়াছি কিনা, তাহা তোমরাই বলিতে পার। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে গেলে অন্তরনিষ্ঠা প্রয়োজন। অপার্থিব স্নেহশীলা ও স্নেহার্থীর মধ্যে যে আন্তরদর্শন, তাহার মধ্যে জাগতিক কোন সম্পর্ক নাই। জাগতিক বিষয়াদির মধ্যে জড়স্বার্থ লুক্কায়িত থাকে বলিয়া তাহাতে বাস্তব কল্যাণ লাভ হয় না। অপ্রাকৃত ভাব-ভাষা অপ্রাকৃত বস্তু-বিজ্ঞানলাভের সহায়ক হয়। সেই ভাব-ভাষা কোনদিন অমঙ্গল আবাহন করে না। মানুষ ততদিন কর্ম্মমার্গে বিচরণ করে, যতদিন তাহার কর্ম্মে নির্ব্বেদ না আসে এবং যতদিন তাহার ভগবৎকথা ও ভক্তিকথায় রুচি না হয়। বহু সুকৃতির ফলে জীবের সাধুসঙ্গে রুচি হয় অর্থাৎ সাধু-সজ্জনের কথায় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক সাধন-ভজনে আগ্রহবিশিষ্ট হয়। আদর্শ গৃহস্থ-ঘরে জন্মগ্রহণ করিতে পারিলে হরিভজনে রুচিবিশিষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এ সুযোগ-সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই লাভ হয়। সেদিক্ হইতে তোমরা বিশেষ সৌভাগ্যবান্-সৌভাগ্যবতী। শ্রীভগবান্ তোমাদের যে সুন্দর

সেবানুকূল পরিবেশ দান করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অহৈতুকী করুণারই পরিচায়ক। তোমরা ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া চলিলে ভবিষ্যতে তোমাদের উদারতা ও বদান্যতায় বহু হরিভজনকামী ব্যক্তি আকৃষ্ট হইবেন।

শাস্ত্রে অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে যত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ অন্বয়মুখী বাক্য—"যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।" ব্যতিরেক-মুখী বাক্য—"সেই প্রেমময় ভগবান্‌কে কখনই বিস্মৃত হইবে না বা তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবে না।" গীতাশাস্ত্রে ৩ প্রকার ব্যক্তির সাধনাদি পণ্ড হয় জানাইয়াছেন,—"অজ্ঞ, অশ্রদ্ধালু ও সংশয়াত্মা ব্যক্তির কোনদিন কল্যাণ হয় না।" সুতরং সাধন-ভজনক্ষেত্রে এই ৩টী দোষ অবশ্যই বর্জ্জনীয়। ইহা ব্যতীত জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও রূপ-গৌরবও পরিত্যাজ্য। ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা-দোষও পরিবর্জ্জনীয়। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা এবং ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দর্প, অহঙ্কারও সাধনক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে আত্মকল্যাণ লাভ সম্পূর্ণই অসম্ভব হইয়া পড়ে। তুমি মা, এ সকল উপদেশ বহুবার শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছ। তথাপি উপেন্দ্রের মা-অদিতিকে উপদেশ-দানের ন্যায় স্নেহবশতঃ তোমাকে লিখিলাম।

* * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

শ্রীভগবদ্ধাম ও তীর্থস্থান সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/O—শ্রীবিনোদবিহারী পুরকায়স্থ
পোলো হিলস্ (শিলং) মেঘালয়
তাং—৩১।৫।১৯৮৮

স্নেহাস্পদাসু—

* * শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ হইতে আমরা চলিয়া আসিবার পর তোমরা আর কতদিন হরিদ্বারে ছিলে, তাহা জানিতে পারি নাই। তোমাদের ঐ মঠ কি পছন্দ হইয়াছে? আমি ২ দিনের জন্য ওখানে গিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া ভাল করিয়া সহরটী দেখিবার সুযোগ পাই নাই। আমার ব্যক্তিগতভাবে উক্ত মঠ ও পরিবেশ ভজনানুকূল বলিয়া মনে হইয়াছে। তবে **মথুরা-বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা কখনই বলা যায় না।** স্থানটী মায়াবাদী-নির্ব্বিশেষবাদি-অধ্যুষিত হইলেও **ইহা ভগবান্ শ্রীহরির দ্বার।**

এই হরিদ্বারের গঙ্গাতটেই শ্রীসনকাদি কুমারগণ নারদঋষিকে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত-মহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়া বলিলেন,—গঙ্গা, গয়া, কাশী, পুষ্কর, প্রয়াগও শ্রীশুকদেব-কথিত শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রকথার ফলের সহিত সমান হইতে সক্ষম নয়। ওঙ্কার, গায়ত্রী, পুরুষসূক্ত মন্ত্র, বেদত্রয়, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, মহাদ্বাদশী, তুলসী, ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম ও শ্রীমদ্ভাগবতকে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ অপৃথক্ দর্শন করেন। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রীহরির পূজার্চ্চনরূপ ধ্যান, তুলসীবৃক্ষে জলদান ও সুরভী-গাভীর সেবা সমফলদায়ক। **শ্রীভগবান্ স্বীয় সমস্ত শক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে অর্পণ করেন এবং অন্তর্হিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-সমুদ্রে প্রবেশ করেন। তজ্জন্য এই শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের সাক্ষাৎ শব্দময়ী —বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি, পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহ।**

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের নিমিত্ত হরিদ্বারের গঙ্গাতটে শ্রীউদ্ধব, অর্জ্জুন, ধ্রুব, প্রহলাদ, অপরাপর শ্রীভগবানের লীলাপরিকরাদি উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীহরি সভাস্থলে আবির্ভূত হইলে দেবর্ষি শ্রীনারদ ভগবান্‌কে পূজা করিলেন। "যেখানে যেখানে ভবিষ্যতে শ্রীমদ্ভাগবত-কথাযজ্ঞ হইবে, সেখানে

স্বয়ং ভগবান্ উপস্থিত থাকিবেন" বলিয়া শ্রীহরি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে গমনের **৩০ বৎসর** অতীত হইলে ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমীতে শ্রীশুকদেব শুকরতলে রাজা পরীক্ষিৎকে ভাগবতকথা বলিতে আরম্ভ করেন। কলির **২০০ বৎসর** অতীত হইলে আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে তুঙ্গভদ্রা-তীরে শ্রীগোকর্ণ ধুন্ধুকারীকে ভাগবতকথা শুনাইয়াছিলেন। কলিকালের **৩০০ বৎসর** গত হইলে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমী-তিথিতে শ্রীসনকাদি ঋষিগণ হরিদ্বারে শ্রীনারদ ঋষিকে ভাগবতকথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। শ্রীসুত গোস্বামী শৌনকাদি মুনিগণকে নৈমিষারণ্যে ভাগবতকথা শুনাইয়াছিলেন শুকরতলের অধিবেশনের পর অর্থাৎ কলির ২০০ বৎসরের পূর্ব্বে।

শ্রীধামে নির্ব্বিশেষবাদী-মায়াবাদীরা বাস করেন বলিয়া ধামের মহিমা খর্ব্ব হয় না। তীর্থসকল ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের সান্নিধ্যেই তীর্থীভূত—পবিত্রীকৃত হইয়া থাকে। "মায়া কৃপা করি' জাল উঠায় যখন। আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন।।" **আমাদের শ্রীধামে গ্রাম বুদ্ধি না হয়, আবার শ্রীভগবানের আবির্ভাব-স্থলী—লীলাস্থলীকে প্রাকৃত বুদ্ধি না করি। শ্রীধাম ও তীর্থস্থানকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করিলে অপরাধ হয়।** তথাপি শ্রীভগবান্ সেখানে আবির্ভূত হন, ভক্তগণ তথায় শ্রীনাম-কীর্ত্তনের দ্বারাই তাঁহাকে আকর্ষণ করেন।

"গৌর আমার, যে-সব স্থান, করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে-সব স্থান, হেরব আমি, প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে।।" ও "ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে যে স্থানে, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া। শুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ-স্থানে, নিবেদিব চরণে ধরিয়া।।"—মহাজন পদাবলীতে উল্লিখিত "প্রণয়ি-ভকত" ও "শুদ্ধ ব্রজবাসী" সমপর্য্যায়-ভুক্ত বলিয়াই মনে করি। ঐ উভয়কে "রসিক ভক্ত" বলিলে কি ভুল হইবে বা অপরাধ হইবে? প্রকৃত তত্ত্বসিদ্ধান্তবিৎ ও রসিকভক্তে কি বহুৎ অন্তর বিদ্যমান? এসকল বিষয় আলোচনা ও ইষ্টগোষ্ঠীদ্বারা যথাযথ নির্ণীত হইতে পারে। তুমি আমার শুভেচ্ছা ও স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

স্নেহ-মমতা ও শ্রদ্ধা-ভক্তিই সকলক্ষেত্রে সফলতা আনয়ন করে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৪
তাং—১২।১০।১৯৮৮

স্নেহাস্পদাসু—

* * আমি প্রচরোপলক্ষে যে-কোন স্থানেই থাকি না কেন, তোমাদের কলিকাতা মঠের ঠিকানায় পত্র দিতে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। কলিকাতা হইতে বিলম্বে হইলেও, পত্রাদি আমার নিকট Redirected হইয়া থাকে। তোমরা হরিদ্বার মঠে ৭ দিন ছিলে জানিয়াছি। উক্ত মঠের শান্ত ও ভজনানুকূল পরিবেশ তোমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছে জানিলাম। সন্তানের স্নেহলিপি পাইলে মাতা সন্তুষ্ট হন, ইহা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

ছেলের আগামী জন্মদিনে তোমরা চুঁচুড়ায় আমার উপস্থিতি কামনা করিয়াছ। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে গত ২ বৎসর ধরিয়া মায়ের ইচ্ছা পূরণ করিতে পারি নাই বলিয়া আন্তরিক দুঃখিত। তোমার নির্দ্দেশ পালন করিবার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকি, কিন্তু তথাপি সন্তানের নিজস্ব দুর্দ্দৈব-বশতঃ সে মাঝে মাঝে কথার খেলাপ করিয়া বসে। তথাপি মা ছেলেকে ক্ষমা করিবেন, ইহাই ভরসা। ছেলের জন্মদিনে ছেলেকে মা তাঁহার নিকট ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই বা ছেলে দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সুবর্ণ সুযোগ হারাইয়াছে —এই উভয়ক্ষেত্রই বর্ত্তমানে আর বিতর্কিত বিষয় নহে। সুতরাং মাতা তাঁহার সন্তানের সহিত কলহ করিয়া অপরাধ বৃদ্ধি করিবার ক্ষেত্র হইতেও সুদূরে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

তুমি সত্যই লিখিয়াছ,—সেব্যের প্রীতিই সেবক-সেবিকার বিশেষ কাম্য—প্রিয়জনের প্রীতিবাঞ্ছাই প্রিয়ত্ব ও স্নেহ-মমতার বিশেষ ক্ষেত্র। নিজ-সুখবাঞ্ছাদ্বারা প্রাকৃত দম্ভ-অভিমান-অহঙ্কার জীবকে ভজনপথ হইতে বিচ্যুত

করে। অতএব **সাধু-গুরু-বৈষ্ণবকৃপায় বদ্ধজীবের ভজনবিরোধী অনর্থ-অপরাধ-মল বিদূরিত হইয়া হৃদয় স্বচ্ছ-নির্ম্মলতা লাভ করে।**

উত্তরবঙ্গের ভক্তবৃন্দের গুরুপূজার উৎসাহ-উদ্দীপনায় তোমার হতাশা সঞ্চারের কোন কারণ নাই। আন্তরিক স্নেহ-মমতা ও শ্রদ্ধা-ভক্তির দ্বারাই যে কোনরূপ অনুষ্ঠান সফলতা প্রাপ্ত হয়। তোমার ক্ষেত্রে সন্তান-বাৎসল্যই উক্ত বিষয়ে পূর্ণতা দান করিবে, ইহাই আমার সুচিন্তিত অভিমত। তোমার সৎসাহস, যত্নাগ্রহ ও সর্ব্বোপরি স্নেহ-বাৎসল্যই তোমার আয়োজন ও অনুষ্ঠানকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবে। এ বিষয়ে কোনরূপ দুশ্চিন্তার কারণ নাই। "বামন হইয়া চাঁদ ধরার" আকাঙ্ক্ষা একপ্রকার, আর স্নেহময়ী অদিতি-মাতার বামনরূপ উপেন্দ্রকৃষ্ণকে আকর্ষণ অন্য ব্যাপার। চুঁচুড়া-সহরে উক্ত অনুষ্ঠানে বামন বা তদধীন কাহারও কোনরূপ আপত্তি নাই জানিবে। তুমি এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লইবে।

* ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে তুমি রথযাত্রাকালে নবদ্বীপে আমার শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ পাইয়াছ বুঝিলাম। 1987 এর 15th October হইতে December পর্য্যন্ত কলিকাতা মঠে ও দেওঘরে একপ্রকার শয্যাশায়ী ছিলাম। পরে নবদ্বীপে রথের সময়, পুনরায় বারবিশায় সপ্তাহকাল শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলাম। এবার আমার রাশি ও লগ্নফলে এইরূপ অসুস্থতার বিষয়ই লিখিত হইয়াছে। যাহার প্রতিকার নাই, তাহা অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে। গীতার "মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখদা", "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" প্রভৃতি শিক্ষা আলোচনা করিলে এ সকল বিষয়ে ধৈর্য্যধারণের একটা যোগসূত্র খুঁজিয়া পাই।

কলিকাতা ফিরিয়া অদ্যই আমি E.N.T. ডাক্তারের নিকট কাণ দেখাইতে যাইতেছি। ডান কাণে খুব কম শুনিতে পাইতেছি। পরীক্ষায় ১০ দিন সময় লাগিবে, পরে চিকিৎসা আরম্ভ হইবে। রোগের কারণ যদি শ্লেষ্মাঘটিত হয়, তবে ঔষধে উপকার হইবে, নচেৎ শেষ পর্য্যন্ত হয়ত' Operation (Micro Surgery) করাইতে হইবে। বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ Check up প্রয়োজন। শরীর খুব দুর্ব্বল, প্রায়ই অনিদ্রা ও বায়ু-প্রকোপ। এমতাবস্থায় কি করিব, সঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। **আমার নিজের অসুস্থ-সংবাদ তোমাদের**

লিখিয়া তোমাদের চিন্তান্বিত ও উদ্বিগ্ন করিতে চাহি না, তথাপি কিছুটা না জানাইলেও চলে না। কারণ প্রতি পদে পদে ভুল বুঝাবুঝি ও সমালোচনার ক্ষেত্র রহিয়াছে। তাহা হইতে আমার নিষ্কৃতিলাভ সম্পূর্ণই অসম্ভব মনে হয়। আমার শারীরিক অবস্থার বিষয় তোমাকে জানাইলাম, তুমি কাহাকেও কিছু বলিবে না। অসুস্থ শরীর লইয়াই আমি বাহিরে যাইতে বাধ্য হই, বাহিরে না গেলে আমি কিছুই পাইব না। আমার সংসার চালানো খুবই কষ্টকর হইয়া পড়িবে। আমার প্রচুর খরচ, তাহা অনেকেই বুঝিতে চাহেন না। তুমি আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

ধৈর্য্য ও উৎসাহশীল ব্যক্তি বিরূপ সমালোচনায় নিরুৎসাহী হন না

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ
গৌরবাটসাহি, স্বর্গদ্বার (পুরী)
তাং—৭।১।১৯৯০

স্নেহাস্পদেষু—

* গত ২৩।১২।৮৯ তাংএ তোমাদের হরিদ্বারে যাইবার কথা ছিল। সম্ভবতঃ ঐ Programme পরিবর্ত্তন করিয়াছ। ঐ সময়ে গেলে ওখানকার Plan sanction-আদি ব্যাপারে কিছুটা কাজ আগাইয়া থাকিত। পুনরায় হরিদ্বারে যাইবার সম্ভাবনা আছে কি?

তোমার প্রেরিত "শ্রীগুরু-প্রশস্তি" ও বাদলার উৎসবের বিবরণ Correction করিয়া দিলাম। **ঐগুলি বর্ত্তমানে না ছাপিলেই ভাল হয়। আমি সকলকে লইয়া মঠ-মিশনে চলিতে চাহিয়াছিলাম।** কিন্তু তাহা সম্ভব হইতেছে না। আমার কর্ম্ম খারাপ থাকায় হিতের বিপরীত হইতেছে। যাঁহারা ব্যতিরেকভাবে চলিতেছেন, তাঁহারাই আবার চোখ রাঙ্গাইতেছেন। এমতাবস্থায় আমি

কিরূপভাবে চলিব, তাহাই চিন্তার বিষয়। **'পান্তাভাতে ফুঁ দিয়া খাইলেও' আজকাল রেহাই নাই। "বোবার শত্রু নাই"—এ কথার বর্ত্তমানে যাথার্থ্য লক্ষ্য করা যায় না।** "Faults are thick where love is thin"—**"যাকে দেখ্‌তে নারি, তার চলন বাঁকা"—ইহাই বর্ত্তমানে ধর্ম্মজগতের রাজনীতি।**

তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়া চলিলে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শুভেচ্ছা ও শুভাশীস্ লাভ করিতে পারিবে। কাহারও বিরূপ সমালোচনায় কখনও নিরুৎসাহিত হইবে না ও মন খারাপ করিবে না। স্বীয় কর্ত্তব্যে ও দায়িত্বে অচল, অনড় থাকিবে। ধৈর্য্য, উৎসাহশীল ব্যক্তির কোনদিন সাধনপথে অসুবিধা হয় না। তোমরা উৎসাহের সহিত সব কিছুর মোকাবিলা করিবে।

তোমার শরীর বর্ত্তমানে সুস্থ আছে মনে করি। মাথাধরা ও মাথার যন্ত্রণা ঔষধ ব্যবহারে কিছুটা কমিয়াছে কি? নিয়মিত ঔষধ ব্যবহার ও কিছুটা বিশ্রাম লইলে সুস্থ হইবে।

* প্রভু এখানে আসিবার পর Injection, Capsul, Tablet, Expectorant, Vitamin tablet ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া আজ ৮/১০ দিন যাবৎ একটু খাইতে ও ঘুমাইতে পারিতেছি। কলিকাতা হইতে পুরীতে ঠাণ্ডা অনেক কম থাকায় আমার পক্ষে কিছুটা সুবিধা হইয়াছে। মাঘ মাস শেষ করিয়া কলিকাতা মঠে ফিরিবার ইচ্ছা। ইহার মধ্যে তোমার প্রয়োজন হইলে একবার আসিবে। আমি সময়মত 42/1st issue-র Editorial লিখিয়া রাখিব। পড়াশুনা একদম করিতে পারিতেছি না। একটু পড়িতে গেলেই মাথার যন্ত্রণা হয়। তথাপি তোমাকে সাধ্যানুসারে সাহায্যের চেষ্টা করিব। আমার কলিকাতা যাওয়া সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য জানাইবে।

* * * *

অধিক কি, সাক্ষাতে সকল বলিব ও শুনিব। আমার স্নেহাশীস্ জানিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

শ্রীপত্রিকার প্রচ্ছদ ও প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বিশেষ নির্দ্দেশ প্রদান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ
গৌরবাটসাহি, স্বর্গদ্বার (পুরী)
তাং—৪।২।১৯৯০

স্নেহাস্পদেষু—

* তোমার ২৯/১/৯০ তাং এর স্নেহলিপি যথাসময়ে বাহক মাঃ পাইয়াছি। শরীর একপ্রকার চলিতেছিল, কিন্তু পবনদেবের সহ্য হইল না। 31st January হইতে অসম্ভব গরম ও দক্ষিণা হাওয়া আরম্ভ হইয়াছে। ঐদিন হইতে পুনরায় সর্দ্দি-জ্বর ও মাথার যন্ত্রণা এবং অনিদ্রা ও অস্বস্তি চলিতেছে। যাহা হউক, আমরা এখান হইতে আগামী ৮/২/৯০ তারিখে খড়্গপুর যাইতেছি। ওখানে শ্রীব্যাসপূজা সারিয়া পরের পরের দিন অর্থাৎ ১৬/২/৯০ শুক্রবার কলিকাতা মঠে পৌঁছিব।

তোমার লিখিত "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" (কবিতা), "শ্রীল সন্ত গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা" Correction করিয়া পাঠাইলাম। "প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর দোষ-ত্রুটী ও তৎসংশোধন-প্রচেষ্টা"-নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলাম। ইহা "—**শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী**"র নামে ছাপিবে।

কোচবিহারের * বাবুকে (মাষ্টার মহাশয়) 2nd Instalment এর টাকা জমা দিয়া রসিদ লইয়াছ জানিলাম। স্থানীয় ভক্তগণ শীঘ্র মঠ করিবার জন্য বলিতেছেন বুঝিলাম। কিন্তু আমাদের কর্ত্তারা নাকি ঐ Site পছন্দ করেন নাই বা তাঁহাদের পছন্দ হয় নাই। তদুপরি "ভাঁড়ে মা ভবানী", ইহা ত' সকলেই জানে। ওখানকার নূতন জমি যদি কেহ ৭ লাখ টাকায় খরিদ করিয়া দেন, তবে তাঁহাকে জমি বিক্রী করিয়া টাকা পরিশোধ করা যায়।

পুরী মঠের Blockটী তত পরিষ্কার নয়। * ৮/২/৯০ তাংএ কলিকাতা মঠে যাইতেছে। তাহার Film Develop + Wash করিবার পর যদি ছবি ভাল হয়, উহা হইতে একটা Block করিতে পার। মোটের উপর এ বৎসর Cover Page-এ পুরী মঠের Block দিলেই ভাল হয়। ইহা

পূর্ব্বেও ছাপা হয় নাই। Block-এর নীচে **"শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠে সেবিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ"** লিখা হইবে।

তোমার লিখিত কবিতা খুব ভাল হইয়াছে। উহা ১ম সংখ্যায় ছাপিবে। * প্রভুর পত্রটীর Heading "শ্রীপত্রিকা-প্রশস্তি" হইতে পারে।

"শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য"-গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত "শ্রীগৌরাঙ্গ" ও "শ্রীগৌর কি বস্তু?" প্রবন্ধদ্বয় ছাপিবে। Pica Bold-এ উহার Heading হইবে এবং Sub Heading Sm. Bold হইতে পারে। মূল গ্রন্থের নাম উপরের Folio Line-এ ছাপা ভাল।

"তুরা মঠে কোনরূপ গণ্ডগোল নাই। * প্রভু ভুল বুঝিয়া সেখানে গিয়াছেন।"—এই বাক্যের সার্থকতা কোথায়? ওখানে মঠের ব্যাপার লইয়া Dist. Council-এর সঙ্গে আমাদের যে গণ্ডগোল, তাহা কি মিটিয়া গিয়াছে? জমির পাট্টার ব্যাপারে Delhi-র B.J.P. সরকারের কাছে কি আমি যাইব? উহা আমাকে না জানাইয়া * মহারাজকে লিখিলেই চলিত। *কে আমিই তুরায় পাঠাইয়াছি। যদি ওখানে তাহার কোন প্রয়োজন না হয়, তাহাকে চলিয়া আসিতে লিখিব। জমির পাট্টার জন্য আমাদিগকে B.J.P.-র সাহায্য লইতে Delhi যাইতে হইবে—এ পরামর্শ *কে কে বা কাহারা দিয়াছেন? আমাদের কি প্রয়োজনীয় সত্ত্বাদি বিষয়ে যথেষ্ট কাগজ-পত্র আছে? তুমি *কে জিজ্ঞাসা করিবে এবং আমাকে পত্র দিতে বলিবে।

অধিক কি। তোমরা আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

স্বীয় অধিকারানুসারে আরাধ্যদেবের ভজনই সর্ব্বোত্তম

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ

সন্ন্যাস রোড. কঙ্খল (হরিদ্বার) উঃ প্রঃ

তাং—১৪।৮।১৯৯০

স্নেহাস্পদাসু—

* তোমার ২৮।৭।৯০ তাংএর স্নেহলিপি এখানে ১।৮।৯০ তাংএ পাইয়াছি। মাতা ও পুত্রের স্থলে 'পিতা ও কন্যা' শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় Guardian-এর স্নেহ-মমতার হানি হয় নাই মনে করি। ত্রুটী-বিচ্যুতি উভয়ক্ষেত্রেই হইতে পারে, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

তুমি পত্রে 'শ্রদ্ধাস্পদাসু'-শব্দ ব্যবহার করিয়াছ কেন, সঠিক বুঝিতে পারি নাই। সাধারণতঃ পিতা-শব্দের সম্বোধনে 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' পাঠ লিখিতে হয়। সংস্কৃত বা বাংলা ব্যাকরণে "বিশেষ্যস্য হি যল্লিঙ্গং বিশেষণ-পদেষ্বপি" সূত্রানুসারে কর্ত্তার যে লিঙ্গ ও বচন, বিশেষণরূপে ঐ লিঙ্গ ও বচনই ব্যবহৃত হইবে। তুমি যদি ভ্রমবশতঃ ঐরূপ লিখিয়া থাক, তবে কোন কথা নাই।

যদি 'তোমার পিতা বা গুরুদেব'কেই শক্তিজাতীয়া মনে কর, গুরুপাদ-পদ্মকে যদি তুমি প্রধানা অষ্টসখীর অনুগতা প্রিয়সখী, প্রাণসখী, নিত্যসখীর আনুগত্যকারিণী বলিয়া স্মরণ কর, তবে মঞ্জরীরূপে তাঁহার ক্ষেত্রে 'শ্রদ্ধা-স্পদাসু' পাট যথার্থই হইয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকমল্লিকা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—এই প্রধানা অষ্টসখী এবং মণিকুন্তলা (প্রিয়সখী), কাদম্বরী মণিমঞ্জরী (প্রাণসখী) ও নিত্যসখীগণের আনুগত্যাভিমানী শ্রীরূপমঞ্জরী, রাগমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী, গুণ-মঞ্জরীর অধীনস্থা হইয়া শ্রীরাধামাধবের বিবিধ সেবায় নিযুক্তা। তাঁহারা শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা প্রভৃতি চন্দ্রাবলীর সখীগণের আনুগত্য না করিয়া শ্রীরাধারাণীর পক্ষপাতিত্বই করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহাদের ভজননিষ্ঠা।

বিশুদ্ধ বাৎসল্যপ্রেমে শ্রীনন্দ-যশোমতী শ্রীবালগোপাল কৃষ্ণের আরাধনা বা সেবা করিয়া থাকেন। মাতা যশোদা বাৎসল্যরসের মূর্ত্তবিগ্রহ, তাঁহার

অঙ্গকান্তি শ্যামলবর্ণ, পরিধানে ইন্দ্রধনু-বর্ণের বসন, নাতিস্থূল তনু, দীর্ঘ মেচকবর্ণের কেশরাশি, রাধারাণীর জননী কীর্ত্তিদা তাঁহার প্রাণসখী, নন্দ-গৃহিণী—বসুদেবপত্নী দেবকীর সখী। যশোদানকারী মাতা যশোদা ব্রজজনের ঈশ্বরী, গোষ্ঠ-বৃন্দাবনের রাজ্ঞী এবং কৃষ্ণ-জননী। "যাঁর যেই রস, সে-ই সর্ব্বোত্তম"—ইহা জানিয়া **স্বীয় অধিকারানুসারে আরাধ্য বা ইষ্টদেবের ভজনই সর্ব্বোত্তম।**

তোমার স্বরূপ সম্বন্ধে তুমি বিশেষভাবে অবগত হইলেও পুনরায় আমার নিকট জানিতে চাহিয়াছ। ইহাতে তোমার সাধন-ভজনপথে অগ্রসর হইতে নিশ্চয়ই সুবিধা হইবে। দাস্যরসই প্রাথমিক স্তর, তাহার পর সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে সাধক-সাধিকার আত্মস্বরূপের ভাবানুসারে ভজনের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এ বিষয় তুমি নিজেও অন্তরে উপলব্ধি করিবে। বহুপূর্ব্বেই তোমার স্বরূপ ও ভজন-পথের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে।

সাধন-ভজন-বিষয়ে যতপ্রকার প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার উদয় হয়, তাহা সমস্তই গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে ভালরূপ জানিয়া লইতে হয়। ইহাতে ভুল-ত্রুটী বা অপরাধের কোন ক্ষেত্র নাই। "দার্ঢ্য লাগি পুছে,—এই সাধুর স্বভাব"—বিচারানুসারে সকল সময় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় কোন দোষ নাই। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব অন্তর্যামী হইলেও, মনের কথা বা চিন্তা-ধারণা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করায় কোনরূপ অন্যায় হয় না।

*-শব্দের সহিত 'রেবা'-শব্দ প্রয়োগের বিশেষ কারণ এই যে,—রমা যখন কন্যাধর্ম্ম হইতে উন্নীতা হইয়া জায়াত্ব প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছেন, তখন তাঁহার ভাবী পতিত্বের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ যথার্থ নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। তজ্জন্য 'রেবা'-শব্দে সম্বোধন করিয়াছি। 'রেবা'-শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা শাস্ত্রে নিম্নলিখিত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হই,—"রেবা তু নর্ম্মদা দেবী নদী বা রেবতী মতা।" অর্থাৎ রেবা-শব্দে দক্ষিণদেশীয় নর্ম্মদা-নদী বা রেবা-নদীকে লক্ষ্য করে। আবার রমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবীগণকেও 'রেবা' বলা হয়। পুনঃ বলরাম, বলদেব, বলভদ্রের প্রধানা শক্তি 'রেবতী দেবী'ও রেবা-শব্দে অভিহিতা হইয়া থাকেন। সুতরাং সকল দিক্ চিন্তা করিয়া স্নেহশীলা জননী তোমাকে 'রেবা'-শব্দেই পত্রে সম্বোধন করিয়াছি।

* * * *

আন্তরিকতা থাকিলেই মাতা-পুত্র, পিতা-মাতা, পিতা-পুত্র, কন্যা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, ভাই-ভাই—সকল ক্ষেত্রেই পরস্পরের ভুল, দোষ, ত্রুটী, প্রমাদাদি ধরা পড়ে এবং স্নেহ-মমতায় তাহা "Please forgive and forget" অন্তর হইতে বলিতে পারিলে সকল ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটে এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতি, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তির উদয় হয়। তখন উভয়ে পরস্পর পরাজিত হইয়াও পরম বিজেতা। উদারতা ও বদান্যতার ইহাই বৈশিষ্ট্য জানিবে। স্নেহ-মমতায় সমগ্র জগৎ বশীভূত জানিবে। * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

সাধন-ভজনশীল ব্যক্তি অমানী মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল নহে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী, পোঃ—শিলিগুড়ি
দার্জ্জিলিং (উত্তরবঙ্গ)
তাং—৩।৮।১৯৯২

স্নেহাস্পদেষু—

* * হরিদ্বার মঠের কার্য্য আরম্ভ করার জন্য কোন মাস স্থির কর নাই, তজ্জন্য উহা দেখিয়া দিতে পারিলাম না। গতবার ওখানকার মঠের ভিত্তি স্থাপনের সময় লইয়াও অনেক মতামত ও বাদানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সেক্ষেত্রে **তুমি শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজকে বলিয়া একটা শুভ দিন স্থির করিয়া লইলেই ভাল হয়।** তাহা হইলে পরে সমালোচনার কোন ক্ষেত্র থাকিবে না।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা পদব্রজে হইবে জানিয়া কিছু যাত্রীর উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। শেষে রিজার্ভড্ বাসে হইবে শুনিয়া অনেকেরই আশা ভঙ্গ হইতেছে। শ্রীপাদ * মহারাজ শিলিগুড়িতে শেষোক্ত সংবাদ জানাইয়াছেন। পূর্ব্বের ব্রজপরিক্রমার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শিলিগুড়ির যাত্রীদের আজও দুঃখের ও চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমার এখানে থাকার প্রোগ্রাম কিছু ঠিক নাই, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা শরীর একটু ভাল আছে বলিতে পারা যায়। অন্য জায়গা অপেক্ষা এখানে কিছুটা নিশ্চিন্ত বলিয়া মনে করি। সাংসারিক 'ক্যাচাল্' আদৌ ভাল লাগে না, একটু নিরিবিলিভাবে মন থাকিতে চায়। সুতরাং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা লইব।

গ্রন্থাদি ছাপা সম্বন্ধে আমার নূতন কোন নির্দ্দেশ নাই। যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পার। উহাও কার্য্যে পরিণত করা বা না করা—তোমাদের উপরই নির্ভর করে। এই বৃদ্ধ বয়সে কাহারও উপর মান-অভিমান করা শোভা পায় না। সুতরাং সব ভাবিয়া-চিন্তিয়া চুপ করিয়া

থাকাই সমীচীন মনে করিয়াছি। তোমাদের বিচার-বুদ্ধির সহিত আমি সব সময়ে খাপ খাওয়াইতে পারিব না—ইহাই দুঃখ। তোমরা তোমাদের ভাল লইয়া সুখে-শান্তিতে থাক।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্যই মঠ-মন্দিরে বাস করিতে হয়। তাহা না করিয়া, মঠ-মিশনের সামগ্রিক কল্যাণচিন্তা বাদ দিয়া আজ ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদ মূলনীতি ও আদর্শকে পদদলিত করিতেছে। যাঁহারা সাধন-ভজনশীল, তাঁহাদের মধ্যে ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য থাকে না। তাঁহারা স্নেহ-মমতা-ভালবাসা লইয়াই অমানী-মানদধর্ম্মে দীক্ষিত। তাঁহারা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল নহেন। তাঁহারা কখনই অর্থগৃধ্নু ও অর্থপিশাচ নহেন। তাঁহারা স্ব-স্ব সেবাদর্শ লইয়াই বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন।

"কায়-মনোবাক্যে প্রাণীমাত্রে উদ্বেগ না দিবে। পর-উপকারে নিজ সুখ পাসরিবে।।"—ইহা ভজনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বিশেষ সদ্‌গুণ ও অলঙ্কার। **প্রতি-শোধ-গ্রহণস্পৃহা কখনই বৈষ্ণবতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। দম্ভ-দর্প-অহঙ্কার কখনই মানুষকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় না। "ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার। ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার।।"—ইহা শরণাগত ও সমর্পিতাত্ম ব্যক্তির সুদৃঢ় মনোবল ও কঠোর প্রতিজ্ঞা।** "আমার জীবন সদা পাপে রত" গীতির মধ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তি-প্রতিকূল-বর্জ্জনের বিশেষ শিক্ষা নিহিত আছে। উহা আমাদের ভজনের বিশেষ সহায়ক।

বর্ত্তমানে আমি কিছুটা সুস্থ। তথাপি "বার্দ্ধক্যে এখন, পঞ্চরোগে হত, কেমনে ভজিব বল?" ইহাই আমার দুর্দ্দৈব ও দুর্ভাগ্য। **আমি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কোন পার্থিব বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষের প্রদত্ত শক্তি-অধিকার-ক্ষমতার বড়াই করিতে চাহি না। ভগবৎপ্রদত্ত শক্তিই আমাদিগকে সাধন-ভজনের যাবতীয় বল প্রদান করিয়া থাকেন। আমি ঐ তত্ত্বেই বিশ্বাসী ও আশাবাদী।** তোমরা আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

গ্রন্থ প্রকাশনাকার্য্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী, পোঃ—শিলিগুড়ি
দার্জ্জিলিং (উত্তরবঙ্গ)
তাং—২।৯।১৯৯২

স্নেহাস্পদেষু—

* কলিকাতায় ফিরিবার পর তোমাদের আর কোন সংবাদ পাই নাই। আশা করি ভগবৎকৃপায় কুশলে আছ। * ব্রজযাত্রীর খোঁজে আসিয়াছিল। কোচবিহার হইয়া গোলোকগঞ্জ, ধুবড়ীর দিকে গিয়াছে। 10th October Toofan Exp. train-এ যাত্রীদের Reservation হইয়াছে জানিয়াছি।

আমি ২/১টী প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। এখনও শেষ করিয়া উঠিতে পারি নাই। তাই পাঠনো হইল না। পরে লোক মারফত পাঠাইব। জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসবে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহা Cassette-এ record করা হইয়াছে। উহা পরে পাঠানো হইবে।

শ্রীঝুলনযাত্রা ও জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে যে Report বাংলা ও হিন্দী-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ২/১টী সংখ্যা তুমি লইয়া গিয়াছ। বাকী সংখ্যাগুলি পাঠাইলাম।

এখানে English Publication কোন গ্রন্থই নাই। তুমি ইংরাজী গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটী ১০কপি করিয়া পাঠাইবে। খাতায় Note করিয়া রাখিবে। একসঙ্গে ভিক্ষা সব জমা দেওয়া হইবে। Bagbazar Math হইতে ১খানি "Shri Chaitanya Mahaprabhu" (যাহা পাঠাইয়াছ) ও English "Shrimad Bhagavat Gita" ক্রয় করিয়া পাঠাইবে। এজন্য ৫০্ পৃথক্‌ভাবে পাঠাইলাম।

৪৪ বর্ষের ৫ম সংখ্যার পর আর "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" এখানে আসে নাই। কেহ এইদিকে আসিলে তাহার হাতে পাঠাইবে। শ্রীল প্রভুপাদের সময়ের **"শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা" ও "শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা" গ্রন্থ ২খানি**

বিশেষ প্রয়োজন। উহা আমার কলিকাতা বা নবদ্বীপ লাইব্রেরী হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে ভাল হয়।

"শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী" ছাপার কাগজ খরিদ করা হইয়াছে কিনা বা উহা ছাপিবার জন্য Press এ দিয়াছ কিনা? শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার পূর্ব্বেই উহা ছাপিতে পারিলে ভাল।

সব মঠের কীর্ত্তনের বইগুলি একসঙ্গে পাইলে খুব উপকার হয়। ঐগুলি একত্রে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার চেষ্টা করিবে। ৫টা সংস্করণ মিলাইয়া ছাপিতে পারিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। তাহাতে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম থাকে।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই হরিদ্বারে গিয়া কাজ আরম্ভ করিতে *কে নির্দ্দেশ দিলাম। তোমাকে যেরূপ দিন বলিয়াছিলাম, ঐ সময়ে কাজ আরম্ভ করিয়া রাখিলেই চলিবে। *কে দক্ষিণভারত পরিক্রমায় যাইতে হইতেছে। ঐ পরিক্রমা না থাকিলে অগ্রহায়ণ হইতেই হরিদ্বার মঠের একটানা কাজ দেখাশুনা করিতে পারিত।

নবদ্বীপ, কলিকাতা, চুঁচুড়া মঠাদির সংবাদ জানাইবে। আমি একপ্রকার আছি। আশা করি তোমাদের কুশল। আমার স্নেহাশীস্ জানিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

মঠ-মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে অপরিপক্ক গৃহস্থের মতামত গ্রাহ্য নহে এবং প্রতিষ্ঠাশা বর্জ্জনই সাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী, পোঃ—শিলিগুড়ি
দার্জ্জিলিং (উত্তরবঙ্গ)
তাং—২৯।১।১৯৯৪

স্নেহাস্পদেষু—

* * তোমার পূর্ব্বপত্রে জানিয়াছিলাম, তুমি 440 Volt line-এর জন্য চেষ্টা করিতেছ এবং ঐ ব্যাপারে শ্রী* চক্রবর্ত্তীর সাহায্য চাহিয়া পাও নাই। কারণ সে * এর ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ মঠের প্রতি। মঠের প্রতি বা গুরু-মহারাজের প্রতি যদি তাঁহার শ্রদ্ধা না থাকে বা তজ্জন্য যদি মঠের কোনরূপ প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহানুভূতি না করিতে চাহে, তবে তাঁহাদের সহিতই বা আমাদের সম্পর্ক থাকিবে কেন? মঠ ও মিশনের Governing Body or Managing Committee আছে, তথায় বিচার করিয়া যদি * দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে সে অবনতমস্তকে শাসন মানিয়া লইতে বাধ্য। সুতরাং **গৃহস্থের কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিলে তাহা পরিচালক সমিতিকে জানাইয়া ব্যবস্থা লইতে হইবে।** তাহা না করিয়া গৃহস্থ অন্তরে দুঃখ পাইয়াছি বলিয়া নিজে আইন হাতে তুলিয়া লইবেন ও মঠের কোন সেবককে কোন বিশেষ মঠ হইতে সরাইয়া দিবেন, এ অধিকার তাঁহাদের কে দিলেন? ঐরূপ বদমেজাজী গৃহস্থের কোনরূপ অর্থসাহায্যও মঠ-মিশন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। আশা করি তুমি ইতোমধ্যে 440 line-এর Sanction পাইয়াছ। **মঠ-মিশনের নিজস্ব ব্যাপারে গৃহস্থ নাক গলাইবেন, ইহা অত্যন্ত অশোভন ও দুর্ভাগ্যজনক।**

কলিকাতা, নবদ্বীপ হইতে প্রায়ই লোকজন শিলিগুড়ি যাতায়াত করিয়া থাকেন। সুতরাং তুমি আমার কুশল সংবাদ না পাইয়া দুঃখিত আছ ও নিজে কোনরূপ অপরাধের আবাহন করিয়াছ, ইহা ঠিক নয়। "Out of sight,

out of mind" বা "Faults are thick where love is thin"—এই দুইটী প্রবাদ-বাক্যের মধ্যে তুমি কোনটীই আমার উপর প্রয়োগ করিতে পার না। কারণ আমি ঐ দুইটী ব্যাপার হইতে নিজকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়াছি।

আগামী Feb.র 1st week-এর মধ্যে চারতলার ছাদ ঢালাই হইবে জানিলাম। ঐ তলার কাজ ৩০/৪০ দিনের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে কেন, বুঝিলাম না। তোমার হাতে টাকা বেশী নাই লিখিয়াছ। পূজ্যপাদ * মহারাজ ১৫ হাজার এবং * আরও ৫ হাজার দিয়াছেন জানিলাম। ৪ তলার ছাদ ঢালাই হইবার পর শিলিগুড়ি আসিতে পার লিখিয়াছ। এখানে আসিলে বিশেষ লাভ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। কারণ জমার ঘর প্রায় শূন্য। তথাপি চেষ্টা করিয়া দেখিব। যাঁহাদের হাতে বড় বড় শেঠ আছে, তাঁহারা চেষ্টা করিলে অধিক সাহায্য করিতে পারেন। এ বিষয়ে অধিক লিখা বাহুল্য মনে করি।

পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ "হিন্দী গৌড়ীয় কণ্ঠহার" প্রকাশের ইচ্ছা করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের হিন্দী সংস্করণের প্রকাশ বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আমার সংগৃহীত বিশেষ প্রয়োজনীয় শ্লোকগুলি চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। উহা ২বারে বাক্স হারাইবার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে আমার নিকট সকল গ্রন্থের Libraryও নাই, তদুপরি শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই কাজ আমার পক্ষে বর্ত্তমানে একেবারেই অসম্ভব। তুমি ইহা তাঁহাকে জানাইয়া দিবে।

কলিকাতা মঠের ৪ তলার জন্য ৪টী Electric Meter বসিলে খরচ কম হইবে লিখিয়াছ। ২টী নূতন মিটার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের নামে লইতে পার। নামকরণ এইরূপ হইতে পারে,—'শ্রীবিনোদবিহারী দাতব্য চিকিৎসালয়' অথবা 'শ্রীবিনোদবিহারী চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারী'।

পুষ্পাঞ্জলির ১টী Correction করিয়া দিলাম। বাকী ৪টী ছাপিবার কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং উহাতে হাত দিলাম না। **"অতিস্তুতি নিন্দার সমান।"** এরূপ কবিতা আমার নিকট না পাঠাইলেই ভাল। আমি সকলকে লইয়াই চলিতে চাই। **শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় গুরু-গোস্বামীবর্গ জয়যুক্ত হউন্।**

তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী ভৃত্য হইয়া জীবনধারণ করাই আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষার বিষয়। তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে না।

আশা করি নবদ্বীপ ও কলিকাতার মঠ-সেবকগণ শারীরিক ও ভজন কুশলে আছেন। তোমরা আমার স্নেহাশীস্ লইবে। আমি একপ্রকার আছি। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্ব্বক মঠ-মিশনের সেবা করাই সেবকের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী, পোঃ—শিলিগুড়ি
জেলা—দার্জ্জিলিং (উত্তরবঙ্গ)
তাং—১৮।৭।১৯৯৪

স্নেহাস্পদেষু—

* তোমার ১৪।৭।৯৪ তারিখের স্নেহলিপি পাইলাম। আশা করি তোমরা ভগবৎকৃপায় কুশলে আছ।

কলিকাতা মঠের নির্ম্মাণকার্য্যাদি সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে জানিলাম। তিনতলার ঘরের কাজ কিছুদিনের মধ্যেই complete হইবে। ঘরের রঙের কাজ শেষ হইলে তুমি পত্রদ্বারা এখানে জানাইবে বুঝিলাম। ১৫।৭।৯৪ তারিখে জলের line লাইন এবং ড্রেনের line যোগযুক্ত হইবে এবং বাথরুমগুলি ঐদিন হইতে ব্যবহার করা চলিবে বুঝিলাম। বর্ত্তমানে প্রাচীরের কার্য্য চলিতেছে, কবে নাগাদ শেষ হইবে তাহা লিখ নাই।

"বিশেষ কারণবশতঃ" তুমি জয়পুর যাও নাই, বুঝিলাম। তৎপরিবর্ত্তে * জয়পুর গেল জানিলাম। পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া তুমি জয়পুর যাইবার Programme cancel করিয়াছ বুঝিলাম। আমার নির্দ্দেশ পালন না করিতে পারিয়া তোমার দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। অবস্থা বিবেচনা

করিয়া অনেক সময়ে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচীর পরিবর্ত্তন করা হয়। সবসময় মতান্তর-মনান্তর এড়াইয়া চলিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু মঠ-মিশনের উন্নতিকল্পে সুযোগ-সুবিধারও বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন। সকল সেবকের সবদিকে চিন্তা-ভাবনা রাখা সম্ভবপর নহে। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কাজে অগ্রসর হওয়া বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কিছু অর্থ বাঁচাইয়া উহা অন্যখাতে নিয়োগ করার বুদ্ধি সকলের থাকে না। কিন্তু মিশনের বহুমুখী উন্নতিকল্পে ইহার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায়। সাধারণ সেবকগণের All round–all square জ্ঞানের অভাব আছে। যাহারা ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কার্য্য করেন, তাহাদের বুদ্ধিমত্তা প্রশংসনীয়। অন্যথা বিতর্কে না গিয়া Situation manage করিতে পারাও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তুমি আমার ব্যক্তিগত মনোভাব বুঝিয়া কার্য্য করিলেই খুশী হইব। আমার শুভাশীষ জানিবে।

আমরা গৌহাটী, বাসুগাঁও, সাপটগ্রাম, কোকড়াঝাড়, বঙ্গাইগাঁও হইয়া গতকল্য বৈকাল সাড়ে তিনটা নাগাদ শিলিগুড়িস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিয়াছি। বাসুগাঁও মঠে ৭।৭।৯৪ হইতে ১২।৭।৯৪ পর্য্যন্ত রথযাত্রায় উপস্থিত ছিলাম। এইবার মদনমোহন-চুরির ব্যাপারে কুচবিহারবাসীর বিশেষ অনুরোধে ও সরকারের নির্দ্দেশে কুচবিহার মঠের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। তজ্জন্য এইসকল অঞ্চলের গৃহস্থ ভক্তগণও বাসুগাঁও রথোৎসবে যোগদান করিয়াছেন। এখান হইতে * প্রভু আগামীকল্য নবদ্বীপ যাইতেছেন। তাহার হাতেই তোমাদিগকে পত্র দিলাম।

অদ্য শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ হইতে সেবকগণ আসিয়া শ্রীশ্যাম-সুন্দর গৌড়ীয় মঠে V.D.O. যোগে ছবি তুলিয়াছে। এখানকার রথযাত্রা বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই মঠের সেবকগণও পুনর্যাত্রা অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের চাষের জমির তিনদিকে মাটীর তলে ও উপরে মিলিয়া সাড়ে চার ফুট প্রাচীর নির্ম্মাণ হইয়াছে। সরকার উক্ত মঠের জন্য একটী স্থায়ী পাট্টা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অত্রস্থ সকলে কুশল। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

সাধক-সাধিকার প্রাত্যহিক কৃত্যাদি নিয়মমাফিক অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী, পোঃ—শিলিগুড়ি
দার্জ্জিলিং (উত্তরবঙ্গ)
তাং—২০।৮।১৯৯৪

স্নেহাস্পদাসু—

* তোমার পত্রখানির উত্তর দিতে বিলম্বের কারণ এই যে,—তুমি যাহার উপর বিশেষভাবে আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক তোমার প্রতি আমার স্নেহ-মমতাসূচক পত্রগুলি দেখাইয়াছ, ইহাতেই আমার বিশেষ আপত্তি। স্নেহ-মমতার ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ গোপনীয়তা রক্ষা করা উচিত। আমার মনে হয়, তুমি মন্ত্রগুপ্তির শপথ বাক্য সেই সত্যনিষ্ঠা হইতে কথঞ্চিৎ দূরে সরিয়া গিয়াছ। এইজন্য আমি তোমাকে কখনও ভুল বুঝি নাই, ভুল বুঝিব না। কারণ তুমি সর্ব্বতোভাবেই আমার আন্তরিক স্নেহ-মমতার অধিকারিণী। তুমি যখন আমাকে তোমার সর্ব্বোপরি অভিভাবক জানিয়াছ, তখন তোমার প্রতি আমার যে দায়িত্ব তাহা সর্ব্বতোভাবেই আমাকে সংরক্ষণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে তোমার আমার মধ্যে কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝির কারণ না দেখা দিলেই মঙ্গল।

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠে * প্রভুর সহিত তোমার পারমার্থিক জীবন ও ভবিষ্যৎ লইয়া যে বলিষ্ঠ আলোচনা হইয়াছে, তাহা জানিয়া আমি সন্তুষ্ট। গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপাশীর্ব্বাদে মানুষ নিজের জীবনে অবশ্যই কৃত-কার্য্য হয়। সাধন-ভজনে কে কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, তাহার হিসাব-নিকাশ গুরু-বৈষ্ণবগণই করিতে পারেন। তুমি পত্র লিখিলে তাহা পড়িবার জন্য আমার সময় নিশ্চয়ই নষ্ট হয় না। সাক্ষাৎ দর্শন ও আলোচনার সুযোগ না থাকিলে চিঠি-পত্রের আদান-প্রদানই পরস্পরের ভাব আদান-প্রদানের একমাত্র মাধ্যম। সুতরাং সাক্ষাৎ সৎসঙ্গের অভাব হইলে ভক্তিগ্রন্থ

শাস্ত্র ও মহাজন-বাণীই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। রেবা বা রেবতী পার্ব্বতী বা সরস্বতী হইলেও নর্ম্মদারূপে দক্ষিণপ্রদেশে প্রবাহিতা ও পুণ্যতোয়া নদীরূপেই পরিচিতা। তিনি লাফ দিয়া দিয়া চলিলেও তাহার গমনে একটী বিশেষ ছন্দ আছে। তুমি ধীর-স্থির মস্তিকে চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছ ; সুতরাং ধীর-মন্থর গতিতেই সাধন-ভজনের পথে অগ্রসর হইবে। ইহাই আমার সুচিন্তিত ধারণা। মানুষ যখন কোন কাজে অগ্রসর হয়, তখন তাহাকে প্রথমে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিতে হইবে, তবেই সেই কর্ম্মের যথার্থ ফল মিলিতে পারে। তুমি ধীর-স্থির ভাবে চলিয়াছ বলিয়াই তোমার রেবা বা রেবতী নাম সফলতা লাভ করে নাই। ইহা তোমার পক্ষে শ্রীভগবানের এক বিশেষ পরীক্ষা। এক্ষেত্রে তুমি পরীক্ষায় একরূপ উত্তীর্ণ হইয়াছ জানিয়া কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পার।

আমি সর্ব্বদাই শারীরিক ও ভজনকুশলেই অবস্থান করি। তবে এ বিষয়ে আমার আরাধ্য দেবতার কৃপাশীর্ব্বাদ নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কার্য্যকরী হয়। এ সংসারে কুশলাকুশল প্রশ্ন আপনাকে কেন্দ্র করিয়াই। জীবাত্মার স্বরূপ ভুলিয়া গেলে পরমাত্মা বা শ্রীভগবানের সাধন-ভজনের কোন কুশলতাই প্রমাণিত হয় না। তথাপি লৌকিক ব্যবহারিক জগতে একটা কুশল প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। সুতরাং শারীরিক ও মানসিক কুশল অপেক্ষা ভজন-কুশল জিজ্ঞাসাই আমাদের বাস্তব প্রসঙ্গ। মানুষ এ সংসারে চিরদিন বাঁচিয়া থাকে না। কিন্তু তাহার নীতি-আদর্শগত স্মৃতিই তাহাকে জীবিত করিয়া রাখে। তুমি সেরূপ মনোরম স্মৃতি স্নিগ্ধতার সহিত রক্ষা করিতে পারিলে তোমার জীবনযুদ্ধের পরীক্ষায় নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে। তোমার এ জগতের পরীক্ষার ফল মধ্যম হইলেও তুমি পারমার্থিক দর্শন শিক্ষায় অধিকভাবে অগ্রসর হইতে পার কিনা, তাহা চেষ্টা করিয়া দেখিবে। অন্বয়মুখী বিচার গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজায় ব্রতী হইলে "রসো বৈ সঃ" তত্ত্বকে লাভ করা যায়। শ্রীভগবান্ স্নিগ্ধভক্তেরই ভক্তির বশ। যাহারা মনে-প্রাণে শ্রীভগবানকেই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও পালক-

পোষণরূপে বরণ করিয়াছেন—যাহারা শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে কখনও ভুল বুঝেন না, তাহারাই সাধনভক্তির পর ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি লাভে সমর্থ। গুরু-বৈষ্ণবগণ যাহাকে নিজত্বে গ্রহণ করেন, তাহাদের সম্মুখে সকলসময়ে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে তাহাদের ভজনের সহায়তা করেন, ইহা বাস্তব সত্য বলিয়া জানিবে। বদ্ধজীবের বাস্তব অনুভূতি ও উপলব্ধি নাই, ইহা সত্য। তথাপি প্রিয় পরমোপাস্যতত্ত্বকে নিকটে পাইতে সকলের বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। সাক্ষাৎভাবে স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভের সুযোগ না হইলেও লেখনীর মাধ্যমে কি উহার বাস্তবে রূপায়িত হয় না?

তুমি আমার বিনা অনুমতিতে বিধি-নিষেধাত্মক অনেক কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছ। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের ফল চিরস্থায়ী ; কিন্তু দেহমনোধর্ম্মী জীবের জড়প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই সমালোচনার যোগ্য। "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে" বাক্যটীর বিশেষ তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। "বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িব চরণে হৃদয়ের বন্ধু জানি।" বাক্যটী উন্নতাধিকারী গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি প্রযুক্ত হয়। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানই সাধন-ভজন পথের দিশারিরূপে আমাদের অভিভাবক ও পালন-পোষণ কর্ত্তা। পারমার্থিক জীবেন অগ্রসর হইবার পথে আমাদের নিজেদের কোন বাহাদুরী নাই ; যাহা কিছু বাহাদুরী তাহার সবটীই আমাদের আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহ—আরাধ্যদেবেরই। "কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি। সকল সময়ের বন্ধু সকলের তিনি।।"—ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধির বিষয়। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ যখন আমাদের সবকিছু, তখন আমরা তাঁহাদের ছাড়িয়া আর কাহাকে নিজের বলিয়া ভাবিতে পারি? কনিষ্ঠভক্ত কনিষ্ঠভক্তকে উপদেশ করিতে পারেন না, তাহারা পরস্পরে আলাপ-আলোচনায় অধিকারী। মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণব আমাদের সাধন-ভজনে উপদেশ-নির্দ্দেশদানে সর্ব্বতোভাবে অধিকারী। উত্তম অধিকারী স্বানুভবানন্দী হইয়া অপ্রাকৃত যুগলভজনে একনিবিষ্ট। সুতরাং উপদেশস্থলে আমাকে আমা অপেক্ষা উন্নতাধিকারী বৈষ্ণবকেই বাছিয়া লইতে হইবে এবং তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনায় আমার পারমার্থিক জীবন উন্নত ও

ধন্য হইবে। গুরু-বৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত স্নেহ লাভ করিতে গেলে যে বিশেষ পারমার্থিক সদ্‌গুণ থাকা প্রয়োজন, তাহা অবশ্যই আমাকে লাভ করিতে হইবে। স্নেহ যদি অপার্থিব অপ্রাকৃত অবস্থা লাভ করে, তাহাতে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? **একবার নির্ম্মৎসর গুরু-বৈষ্ণবের স্নেহধন্য হইতে পারিলে তথায় বঞ্চিত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই।** যদি কেহ নিজের জীবনে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত স্নেহ লাভ করেন নাই, তাহাকে উহার জন্য জীবনে নিশ্চয়ই চরম ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন। গুরু-বৈষ্ণবগণ সাধারণের জন্য যেরূপ কৃপাময়, পারমার্থিক কল্যাণকামী সাধক-সাধিকার জন্য তদপেক্ষা অধিক করুণাময় ও স্নেহশীল।

তুমি নিজে ধৈর্য্যসহকারে সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাক। তোমার অভিভাবক নিশ্চয়ই তোমাকে সেই পথে সদা সর্ব্বদা ও সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত করিবেন ও করিতেছেন জানিবে। দায়িত্বজ্ঞান এমনই বস্তু যাহা কখনই পরিত্যাগ করা যায় না। তোমার লিখিত ২৯।১২।৯৩ তারিখের কোন পত্র কোন বাহক মারফত পাই নাই। কারণ উহা পাইলে অন্যান্য পত্রের সহিত ইহাও থাকিত।

বর্ত্তমানে তোমার পড়াশুনার ব্যাপারই প্রধান সমস্যা বলিয়া জানাইয়াছ। লেখাপড়া শিখিতে কাহারও কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। বিশেষতঃ সেই পড়াশুনা যদি পারমার্থিক কল্যাণে নিযুক্ত হয়। "তোমার আর পড়াশুনার দরকার নাই"—এই কথা আমি কখনই বলিতে চাহি না। যদি তোমার অধিক পড়াশুনা করিয়া শাস্ত্র গ্রন্থাদি আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে, তাহাতে আমি বাধা দিব কেন? বরং তোমার ভবিষ্যৎ যাহাতে উজ্জ্বল হয়, তুমি বৈষ্ণব দার্শনিক গ্রন্থাদি যাহাতে নিষ্ঠার সহিত আলোচনা করিতে পার, তাহাই আমার কাম্য। তোমার ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দ বুঝিবার দায়িত্ব যেরূপ আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছ, তদ্রূপ তুমি নিজেও তোমার ভালমন্দের দায়িত্ব রাখিবে। তবে একথা সত্য যে মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর সে কোথা রবে"—ইহা হরিভজনশীল ব্যক্তির জন্যই সাবধান-

বাণী। আমি কোনরূপ দায়িত্ব এড়াইয়া যাইবার জন্য তোমাকে এইরূপ লিখিতেছি না। তোমার ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও শান্তি কামনা করিয়াই তোমাকে ইহা লিখিতেছি। সাধন-ভজনপথে তোমার কোন দোষ-ত্রুটী হইয়া গেলে তাহা আমি অবশ্যই ধরাইয়া দিব। তুমিও ঐ ব্যাপারে আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবে না বা আমাকে ভুল বুঝিবে না।

* * * *

তোমাদের গৃহে পৌঁছিলে সেবকগণসহ আমাকে লইয়া তোমরা খুব ব্যস্ত হইয়া পড়। নিজের ঘরে অতিথি-অভ্যাগত থাকিলে তাহাদের সেবা-যত্ন ও তদারকি করিতে গিয়া হরিকথা শ্রবণের সুযোগ খুব কমই পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে আবার সাংসারিক ব্যাপারে ও সেবার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে গিয়া মান-অভিমান করিয়া বসিলে নিজকে আরও অধিকভাবে দূরে সরাইয়া রাখিতে হয় ও হরিকথা হইতে স্বভাবতঃই বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা হইতে বঞ্চিত না হইয়া তাহাদের চৌম্বকীয় আকর্ষণে চুম্বকে পরিণত হইয়া তুমি সর্ব্বদা হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের আকর্ষণ অনুভব করিলে যারপর নাই আনন্দ, শান্তি ও স্বস্তি লাভ অবশ্যই করিবে। শ্রীভগবান্ বৃহৎ চুম্বক খণ্ড এবং সমগ্র জৈবজগৎ সর্ব্বদা তাহাতে আকৃষ্ট—ইহাই ভগবান্ ও ভক্তের স্বাভাবিক সম্বন্ধ ও সম্পর্ক। সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক মুরলীনিনাদ, ত্রিভঙ্গভঙ্গিমরূপ ও তাঁহার স্মিত হাসিদ্বারা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি ভজনোন্মুখ জীবাত্মাকে সর্ব্বদাই তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। ইহা তাঁহার অহৈতুকী করুণার বিশেষ নিদর্শন।

আমি তোমাকে আমার স্নেহলিপি হইতে কখনও বঞ্চিত করি নাই, করিবও না। আমার অসুস্থাবস্থায়ও তোমার পত্রের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমানে তোমার কোনরূপ দোষ-ত্রুটী বিচার করিয়া আমি তোমাকে পত্র লিখিতে বিরত আছি—এইরূপ চিন্তা করা তোমার কষ্টকল্পনা বলিয়াই মনে করি। তুমি কখনও ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানে নিজকে অসহায়া ও একাকিনী বলিয়া ভাবিবে না। আমাদের একান্ত আপনজন শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-

ভগবান্ অতি নিকটেই অবস্থান করেন। সকল সময়ে তাঁহাদের সান্নিধ্য ও অহৈতুকী করুণা হৃদয়ে উপলব্ধি করাই সাধন-ভজনের মূল লক্ষ্য। গুরু-বৈষ্ণবকে 'আপন' বলিয়া ভাবিতে না পারিলে সাধন-ভজনে বাস্তব অনুভূতি কোথায়? "শ্রীগুরুকৃপায় ভেঙেছে স্বপন, বুঝেছি এখন তুমিই আপন। তব নিজজন পরম বান্ধব, সংসার কারাগারে।।"—ইহাই আমাদের সার্ব্বকালিক চিন্তাভাবনার বিষয়। তুমি পত্রাদি লিখিলে "আমার অমূল্য সময় নষ্ট হইবে"—এই চিন্তা কেন তোমাকে গ্রাস করিতেছে? যে চিন্তা আমার করা প্রয়োজন, তাহা তুমি তোমার মস্তিষ্কে লইয়া বৃথা কষ্ট পাইবে কেন? পত্রাদি আদান-প্রদান করিলে যদি তুমি সুস্থ থাক, তাহাই করিয়া নিজেকে ও তোমার গুরু-বৈষ্ণবকে বাঁচাইবে। তবেই তোমার সকল দিক্ দিয়া "মুশকিল্ কি আসান্" হইবে।

তোমার Maiden life-এ একজন কট্টরপন্থী পারমার্থিক অভিভাবকের বিশেষ প্রয়োজন বলিয়াছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই Guardian-কে তাহা এখনই নির্ণয় করিয়া দিতে পারিতেছি না। তবে তোমার নীতি-আদর্শপরায়ণ বৈষ্ণব মাতা-পিতাই বর্ত্তমানে অভিভাবক বলিয়া মনে করি। নিরপেক্ষতা সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করিতে না পারিলে পথ প্রদর্শন করানো বড়ই কঠিন ব্যাপার। **এই জগতে মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন সকলেই কম-বেশী স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাবাদী। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণই কোন না কোনভাবে আমার সাহায্য-সহানুভূতি ও সহযোগিতার বিনিময়ে আমাকে কিছু স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ কখনই ঐরূপ প্রাকৃত স্বার্থ ও সুবিধাবাদের আশ্রয় লইয়া কোন উপদেশ-নির্দ্দেশ দান করেন না। আত্মকল্যাণই তাঁহাদের সার্ব্বকালিক উপদেশ-নির্দ্দেশের একমাত্র মুখ্য বিষয়। তুমি গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকে একমাত্র আশা-ভরসা ও তোমার বাস্তব পথপ্রদর্শকরূপে মানিয়া লইলেই মানসিক শান্তি পাইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।** আমি নিজে হরিভজন করিব ও পাঁচজনকে করাইব—ইহাই আমাদের বাস্তব নীতি। তোমার প্রাত্যহিক কৃত্য—নির্ব্বন্ধসহকারে সংখ্যা নাম গ্রহণ,

ঠাকুরের সেবাপূজা এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গীতা-ভাগবতাদির কিছুটা প্রাত্যহিক আলোচনা করিবার পর যদি তোমার বাড়তি সময় থাকে, তখন তুমি অন্যকে পড়াইতে পার। তাহারা যদি তোমার গৃহে আসিয়া পড়িয়া যায়, তাহাই তোমার পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা। তোমার প্রাত্যহিক সাধন-ভজনের রুটিন আমার জানা না থাকিলেও লিখিতেছি,—ভোর ৪টায় উঠিয়া শৌচাদি সমাপনান্তে সম্ভব হইলে স্নানাদির পর সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক সমাপন করিবে। পরে ঠাকুরঘরের কাজশেষে তোমার সময়মত কিছুটা হরিনাম করিয়া লইবে—অন্ততঃ ২৫,০০০। যদি শৌচাদির পূর্ব্বে সময় পাও তখনও কিছুটা নাম সারিয়া রাখিতে পার। সকাল সকাল ঠাকুরের পূজার্চ্চন শেষ করিতে পারিলে অনেক সময় পাওয়া যায় এবং সময়মত পিত্ত রক্ষা করিয়া ঐ সময়ে কিছু গ্রন্থাদি আলোচনা করিতে পার। দ্বিপ্রহরে ভোগারতি-কীর্ত্তন ও আরতি-শেষান্তে ঠাকুরকে শয়ন দিবার পর সামান্য বিশ্রাম করিবে। এই সময়েও গ্রন্থাদি কিছুটা আলোচনা করা চলে। যদি সেই অবসর না হয়, তবে ঠাকুরকে জাগাইয়া শীতলীভোগ দিবার পর তুমি নিশ্চিন্তে গ্রন্থাদি আলোচনা করিতে পার। পুনরায় সন্ধ্যারতি ও ঠাকুরের ভোগ নিবেদনান্তে শয়নের পর প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিবে। যাহারা অরুণোদয় কাল বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিবার অভ্যাস করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে শ্রীনামগ্রহণ, ঠাকুরের সেবাপূজা ও ভক্তিগ্রন্থ আলোচনার যথেষ্ট সময় থাকে। এইরূপে সময়ের সদ্ব্যবহার করাই সাধক-সাধিকার পক্ষে একটী বিশেষ রুটিন। ইহা মানিয়া চলিতে পারিলে হরিভজনপিপাসু ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বৈব মঙ্গল। আমি মোটামুটি লিখিয়া দিলাম, তুমি তোমার সুবিধানুসারে সেবা ও সময়ের ছক করিয়া লইবে।

সীমিত ভাষা বা মিত বচন তোমার জানা নাই লিখিয়াছ। কিন্তু ইহাই বাচনভঙ্গী ও বাগ্মিতার বৈশিষ্ট্য। মনে যাহা আসিল তাহাই লিখিলে ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কারাদির সুষ্ঠু প্রকাশ সম্ভব হয় না। ভাবকে বাদ দিয়া ভাষা নহে। আবার মার্জ্জিত ভাষাকে বাদ দিয়া ভাব প্রকাশ কখনই সম্ভবপর হয় না।

সামঞ্জস্য রাখিয়াই ভাব ও ভাষার প্রকাশ বাঞ্ছনীয়। ভাবেরই বহিঃপ্রকাশ ভাষা, তাহা মার্জ্জিত হইলে অধিক মহিমা-প্রকাশক হয়। সুতরাং গুরু-চণ্ডালী দোষ পরিহার করিা বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তুমি নিষ্ঠার সহিত এই সকল বিষয়ে আলোচনা ও অনুশীলন করিলে এই জীবনেই সাধন-সম্পত্তি অবশ্যই লাভ করিতে পারিবে বলিয়া আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস।

"শ্রদ্ধাস্পদাসু" ইহা শক্তিজাতীয়কে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু পুরুষগণকে সম্বোধন করিলে গেলে "শ্রদ্ধাস্পদেষু"-শব্দই শুদ্ধ। শ্রদ্ধাস্পদাসু বানান 'ষু' হইবে না ; সেখানে 'সু' হইবে। কিন্তু 'শ্রদ্ধাস্পদেষু'-এর ক্ষেত্রে 'ষু'ই হইবে। 'His Holliness' বানান ভুল হইতেছে—ইহাতে একটী মাত্র 'L' হইবে।

* অভিভাবকগণের সহিত মিষ্টভাষা ও সংযত বাক্য ব্যবহার করিতে হয়। এ সংসারে কেহই সকলকে সমানভাবে ভালবাসিতে পারে না এবং সন্তুষ্টও করিতে পারে না। "One can not please everybody" ইহাই তাহার প্রমাণ। * আমার স্নেহাশীষ জানিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

মঠ-মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষের অধিকারাদির বিচার সাধারণ সেবকের পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ—নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ
তাং—৪।১১।১৯৯৪

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ! আশা করি শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণায় আপনি শারীরিক ও ভজন কুশলে আছেন আমি আপনাকে শেষ পত্তোত্রর দিয়াছি—1993র August মাসে অর্থাৎ পুরুষোত্তম-ব্রতারম্ভের পূর্ব্বে। তাহার পর আমি আপনার প্রেরিত ২২।১০।৯৩ এবং ২২।১০।৯৪ ও ২৯।১০।৯৪ তাং এর কৃপালিপিত্রয় পাইয়াছিলাম। তাহাতে উত্তর দিবার মত বিশেষ কিছু ছিল না। আপনি হরিদ্বার মঠে গিয়াছিলেন এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি-কাসি হওয়ায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন, তাহা জানিয়াছিলাম।

কমলাপতি ব্রহ্মচারীর হাতে আপনার লিখিত ১খানি পত্র পাইয়াছিলাম, ইহা বহু অনুসন্ধানের পরও খুঁজিয়া পাই নাই। তাহার পর আচার্য্য মহারাজকে লিখিত আপনার ১৮।১০।৯৪ তাং এর পত্রখানি দেখিলাম। আমি 1993র April মাসে মথুরা-বৃন্দাবন গিয়াছিলাম, তাহার পর 1994 এখনও শেষ হয় নাই। ইহার মধ্যে এত ব্যস্ততার কারণ বুঝিলাম না। আমার শারীরিক-মানসিক সুস্থ-অসুস্থতার বিষয়ও ত' বিবেচনা করিবেন। বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে বাহিরে যাইতে হইলেও আমি প্রমোদ-ভ্রমণে বাহির হই না বা কোনস্থানে পাঠ-বক্তৃতাদি করি না।

আমি প্রতি বৎসর মথুরা-বৃন্দাবনে যাইতে পারিব না বলিয়াই আপনাকে ওখানকার সেবকগণকে শ্রীনাম-দীক্ষাদি দিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। আমার অনুরোধ মানিয়া লইলে মঠ পরিচালনায় কোনরূপ অসুবিধা হইত না, আর আমিও নিষ্কৃতি পাইতাম। আমি আপনার পত্রোত্তর না দেওয়ায় সর্ব্বত্রই আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে জানিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম।

এজন্য আপনারা আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। **'কতকগুলি ব্রহ্মচারী যাহারা বলিয়া বেড়াইতেছে—গুরুদেবের সঙ্গে নারায়ণ মহারাজের বনিবনা নাই, তজ্জন্য এখানকার মঠে থাকা উচিত নয়।' 'এমতাবস্থায় কি করা যায়, ইহা চিন্তার বিষয় হইয়াছে।'**

শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমার পর প্রতি বৎসর আপনার নির্দ্দেশে কিছু কিছু সেবক মথুরা-বৃন্দাবনে গিয়া থাকে। ২/১ জন হয়ত' নিজের ইচ্ছামত অধিক সুযোগ-সুবিধা লইবার জন্য চলিয়া যায়। আমি তাহাদের কাহাকেও পাঠাই বলিয়া মনে হয় না। আপনার নিকট আমার বিনীত নিবেদন,—**আপনি নিজে মঠের Management committee and sub-committee-র সম্পাদক, অতএব যে সেবকগণ আপনার ও আমার মধ্যে ব্যবধান রচনা করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া পত্রপাঠ-মাত্র মিশন ও মঠ হইতে বহিষ্কৃত করুন্ এবং তাহাদের যেন সমিতির কোন শাখামঠেও স্থান না হয়।**

শাসন পরিচালনা করিতে গেলে গুণ-দোষ-ত্রুটী হইতে পারে, তজ্জন্য সেবকগণ যদি কর্ত্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব হাতে তুলিয়া লয়, তাহা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। আমি আমার কোন সেবককেই গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি অবজ্ঞা ও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে শিক্ষা দেই নাই। তাহারা সর্ব্বতোভাবে মঠ-মিশনের আইনকানুন মানিয়া চলিবেন, এইরূপ নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিজস্ব আইনেই তদধীন মঠ-মন্দিরাদি পরিচালিত হইবে। বাহিরের কোন মঠ-মিশন বা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাবাদ ও স্বার্থপরতাযুক্ত আইন-কানুন আমাদের সমিতিতে অচল। বেদান্ত সমিতি তাহার বৈশিষ্ট্য ও গৌরব লইয়াই অপ্রতিহতভাবে অগ্রসর হইবে।** আমরা সর্ব্বতোভাবে গৌড়ীয় গুরুবর্গ, ষড়্গোস্বামী ও আচার্য্যবর্গের আনুগত্যে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচারে ব্রতী হইব,—ইহাই তদুচ্ছিষ্ট-ভোজী ভৃত্যবর্গ আমাদের একমাত্র জীবাতু হউক্।

"সৎক্রিয়াসার-দীপিকা"-গ্রন্থের যে 'ভূমিকা' বাংলায় লিখা আছে, উহারই

হিন্দী অনুবাদ করিয়া দিলে চলিবে। শেষভাগে হিন্দীভাষাভাষীগণের পক্ষে বৈষ্ণব-স্মৃতি অবলম্বনে সাধন-ভজনে বিশেষ সহায়ক হইবে" লিখিয়া দিবেন। আমার শরীর আজ ৮/১০ দিন যাবৎ খুব অসুস্থ। Nov.-এর শেষের দিকে Madras যাইব। Dec.-এর শেষে কলিকাতা ফিরিব। আমার দণ্ডবন্নতি জানিবেন। এখানকার সকলের একপ্রকার। অধিক কি, ইতি—

বৈষ্ণবদাসাধম—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

নিষ্কপটে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিবার জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী, পোঃ—শিলিগুড়ি
দার্জ্জিলিং (উত্তরবঙ্গ)
তাং—৯।৭।১৯৯৫

স্নেহাস্পদেষু—

* *এ বৎসর শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাদেবী গুণ্ডিচাবাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করেন। গুণ্ডিচামার্জ্জন, রথযাত্রা, হেরাপঞ্চমী ও পুনর্যাত্রা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রথযাত্রা ও হেরাপঞ্চমী-দিনে যথাক্রমে ১,০০০ ও ২,৫০০ ব্যক্তি বিচিত্র প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীশ্যামসুন্দর মঠ হইতেই পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত সেবার সকল ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে। এখানে রথযাত্রায় প্রত্যহ শ্রীপাদ * মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা Tape করা হইয়াছে। পাঠ-কীর্ত্তন খুব সুন্দর হইয়াছে। প্রতিদিন বহু শ্রোতা হইত।

* ও * তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী বিশেষ আলমারী করিতেছে, তাহারা

তোমার সঙ্গে কোনরূপ সহযোগিতা করে না বুঝিলাম। আমি তাহাদের এরূপ আলমারী করিতে নিষেধ করিয়াছি। আমি সাদাসিদেভাবে জীবনযাপন করিতে ইচ্ছুক, কোনবিষয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করি না। তোমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে * সঙ্গে কথা কাটাকাটি হইয়াছে জানিয়া দুঃখিত হইলাম। **পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া চলিতে পারিলেই মঙ্গল।** আমি বিরূপ ব্যবহারে ভীষণ মনঃকষ্ট পাই। আমার কথা কে মানিবে, কে শুনিবে? সব দেখিয়া-শুনিয়া চুপ করিয়া আছি। বেশী অসুবিধা হইলে কলিকাতা ছাড়িয়া স্থায়ীভাবে নবদ্বীপ মঠে অবস্থান করিব। তুমি যদি আমার উপরই নির্ভর কর, তবে আমি যেখানে থাকিব, তথায় থাকিতে পার। সেখানে থাকিয়াই তুমি তোমার শ্রীপত্রিকাদি পরিচালন করিতে থাক। কিন্তু তুমি কি আমার বক্তব্যের সহিত একমত হইতে পারিবে? এ বিষয়ে আমাকে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলে, তাহাতে তোমার কলিকাতা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা নাই জানিয়াছিলাম। আমার কথা শুনিলে তোমার মানসিক অশান্তি অপনোদিত হইবে এবং সেবায় উৎসাহও বৃদ্ধি পাইবে। আমার আদেশ পালন ও সেবানুকূল পরিবেশ পাইবার জন্যই যদি তুমি মঠে আসিয়া থাক, তবে সকলের চক্ষুশূল ও সমালোচনার বিষয়বস্তু হইবার প্রয়োজন নাই। **আমি যদি তোমার নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকি, তবে তুমি যাহাতে নিষ্কপটে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিতে পার, সেইরূপ নির্দ্দেশ মানিয়া লইবে। আমাকে ছাড়িয়া তোমার দূরে কোথাও থাকা যদি কষ্টকর মনে কর, তবে আমার কথা তোমার অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে। ইহাতেই তুমি মনে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করিবে।**

* * * *

আমরা একপ্রকার আছি। আশা করি তোমাদের কুশল। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

মঠ-মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুসারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণীয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ—নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ
তাং—৫।২।১৯৯৬

স্নেহাস্পদেষু—

* আমরা গত ৩।২।৯৬ তাং সকাল ৭টায় যাত্রা করিয়া যথাসময়ে বৈদ্যবাটী মঠে পৌঁছাইয়াছিলাম। তথায় গৃহস্থগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি,—*রই দোষ-ত্রুটী হইয়াছে। তজ্জন্য এখান হইতে নবদ্বীপে পাঠানো হইল। আমরা গতকল্য বৈকাল ৩টার সময় নবদ্বীপ মঠে পৌঁছিয়াছি।

আজ সকালে পূজ্যপাদ * মহারাজের ২৯।১।৯৬ তাং এর একখানি পত্র পাইলাম। তাঁহার লিখিত (১) নং Point সম্বন্ধে তুমি কলিকাতায় আমাকে ২/১ দিন পূর্ব্বে জানাইয়াছিলে। আমি তোমার নিকট ঐ পত্রের Xerox পাঠাইলাম। তুমি পত্রপাঠ হরিদ্বার মঠের File ও কাগজপত্র লইয়া তোমার জানাশুনা এ্যাড্‌ভোকেটের সহিত পরামর্শ করিয়া * রায়ের 2nd notice আদির যথাযথ উত্তর Regd. Post-এ যথাসময়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। তাঁহাদের কৃত দলিল যদি আমাদের পক্ষে ভাল নহে এবং তাহাতে আমাদের যদি কোনও Right নাই, তবে তুমি অবিলম্বে পূজ্যপাদ মহারাজকে একবার হরিদ্বার মঠে গিয়া, সত্যসত্যই দলিলে প্রদত্ত নিয়মগুলির সর্ত্ত উল্লঙ্ঘন হইয়াছে কিনা, তাহা তদন্ত করিতে অনুরোধ জানাইবে।

যদি উভয় পার্টীর পরস্পরের আলোচনায় কোনরূপ সমাধান না হয়, তবে বিরোধী পক্ষকে Notice serve করিতে লিখিয়াছেন। যদি পুনরায় বিরোধী পক্ষ Case দায়ের করে এবং আমাদের যদি উক্ত মঠ ছাড়িয়া দিতে হয় এবং যাহাতে মন্দিরাদি Construction-এর টাকা Claim

করিতে পারি ও Case চালাইতে পারি, তজ্জন্য পূর্ব্ব Notice-এর আইনসম্মত জবাব দিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত কোন বক্তব্য নাই বা বিশেষ কথাও বলিবার নাই, তুমি এ বিষয় পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজকে জানাইয়া দিবে।

শ্রীভাগবত-পত্রিকার (হিন্দী) যে প্রবন্ধটী লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, উহার শেষের দিকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "বাণী-বৈভব" হইতে 'ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার ও পারমার্থিক পত্র-পত্রিকা-প্রকাশ'-এর কিছু অংশ (যাহা গুরুবর্গের আশীর্ব্বাণী) লিখিয়া *কে মথুরায় মহারাজের নিকট অবিলম্বে পাঠাইতে বলিয়া আসিয়াছি। শ্রীগৌড়ীয়-কণ্ঠহার ও গীতার ভূমিকা পরে লিখিয়া পাঠাইব। হিন্দী শ্রীভাগবত-পত্রিকায় সহকারী-সম্পাদকমণ্ডলীতে কাহার কাহার নাম দেওয়া হইবে, তাহা মহারাজকে ঠিক করিয়া দিতে বলিবে। সম্ভব হইলে তুমি একটা List করিয়া পাঠাইবে। আমার নিকট পুরাতন কোন পত্রিকাদি নাই। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রবন্ধ চাহিয়া লইবে।

তোমাদের ছাপাছাপির কতদূর কি হইল, জানিতে ইচ্ছা করি। আমার স্নেহাশীস্ লইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্তে বামন

আলোচনাসাপেক্ষে কার্য্য করিলে সমালোচনার সুযোগ থাকে না

ক্যানিং টাউন

তাং—১১।২।১৯৯৬

স্নেহাস্পদেষু—

*! * ব্রহ্মচারী বাহক মারফত তোমার স্নেহলিপি বেলা ১২টায় পাইলাম। প্রসাদ পাইবার পর প্রবন্ধটী দেখিয়া দিলাম। প্রবন্ধটীর মধ্যে হিন্দী টান রহিয়াছে। ইহার একটা Heading লিখিয়া দিলাম। তোমরা একটা ভাল নামকরণ করিতে পার। যেরূপ দিলে ভাল হয়, তোমাদের পছন্দমত সেইরূপ একটা Heading করিয়া দিবে।

দুর্গাপুর মঠের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার নিমন্ত্রণ-পত্রটী নবদ্বীপ মঠ হইতে বা অন্য কোন স্থানে মুদ্রিত হইয়াছে। উহার Manuscript কোথা হইতে কে প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। উহা 47/12th issueতে ছাপার কথা ছিল, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ জানিলাম। **উক্ত নিমন্ত্রণ-পত্রটী তোমার বা আমার পছন্দ-অপছন্দের উপর কিছু নির্ভর করিতেছে কি? হয়ত' উপরওয়ালা কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশেই ঐরূপ ছাপা হইয়া থাকিবে।**

তুমি অন্য নিমন্ত্রণপত্র করিয়া ছাপাইয়া দিলে পরে কোনরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইবে না ত'? বৃন্দাবনের শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার দিন সাক্ষাদ্‌ভাবে আলোচনার পর স্থির হয়। ছাপানো পত্রানুসারে চারিদিকে নিমন্ত্রণাদি শেষ হয়। অন্তিম সময়ে উহার দিন পরিবর্ত্তিত হওয়ায় মধ্যস্থ-কর্ত্তৃপক্ষগণ খুব বিব্রত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ হইবে না ত'? নিমন্ত্রণপত্রগুলির ছাপার ঢং একইপ্রকার হইলে ভাল হয়, এ বিষয়ে তুমি পূজ্যপাদ * মহারাজের সঙ্গে S.T.D.তে আলোচনা করিয়া লইলে ভাল হয়। তাহা হইলে অন্যের কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। **এ বিষয়ে তুমি/তোমরা পরস্পর আলোচনা করিয়া কার্য্য করিবে।**

যে কোনরূপ নিমন্ত্রণপত্রের (কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক) ধরণ একই প্রকার হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্যসরকারের বিভিন্ন আমন্ত্রণ-লিপি নিজস্ব নিয়মানুসারেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। **তোমরা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ভবিষ্যৎ। এ সকল বিষয়গুলি পরস্পর আলোচনার দ্বারা স্থির করিবে। তাহাতে তোমাদেরই সুবিধা হইবে। আইন-কানুন না থাকিলে, না মানিলে খুব অসুবিধা।**

* * * *

তোমরা আমার স্নেহাশীস্ লইবে। অধিক কি, ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

মঠ-মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামত গ্রাহ্য নহে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর)

তাং—৪।৪।১৯৯৬

স্নেহাস্পদেষু—

* বাবুর Notice-এর Copy দেখিলাম। তোমরা * বাবু ও * বাবুর পরামর্শানুসারে যাহা করিতে হয় করিবে। ঐ বিষয়ে কি করণীয়, তাহা পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে এপ্রিল মাসের মধ্যেই Case file করা আবশ্যক।

হরিদ্বার মঠের মামলা-বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত সুচিন্তিত মতামত জানিতে চাহিয়াছ। **আমার ব্যক্তিগত মতামত বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—মঠ-মিশনের উন্নতিকল্পে ও তাঁহার মান-মর্য্যাদা ও স্বার্থ সংরক্ষণে Managing Committee যে ব্যবস্থা সমীচীন মনে করেন, আমারও তাহাই মতামত বলিয়া জানিবে। এ বিষয়ে আমার পৃথক্ কোন মত থাকা উচিত নয়।**

"গীতিগুচ্ছ" আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হইবেন, জানিলাম। "শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্র-রত্নাবলী"র কাজ চলিতেছে এবং পত্রিকার কাজ চলিতেছে বুঝিলাম। "গীতিগুচ্ছ" হইয়া গেলে শিলিগুড়ি মঠে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইবে। বহরম-পুরেও কয়েকখানির চাহিদা আছে। আমরাও প্রচারে কিছু সঙ্গে রাখিতে পারি।

আশা করি তোমরা কুশলে আছ। * ও * আশা করি ভাল আছে। মঠের সকলকে আমার স্নেহাশীস্ জানাইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রদর্শিত পথে চলিলে কোনরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে পারে না

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী, পোঃ—শিলিগুড়ি
দার্জ্জিলিং (উত্তরবঙ্গ)
তাং—৮।৭।১৯৯৬

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ! তোমার ২৫/৬/৯৬ তাংএর স্নেহলিপি ২৯/৬/৯৬ তাংএ পাইয়াছি। আমি মাঝে ১ মাসের অধিক কাল অসুস্থ ছিলাম। কিছুদিন হইল একটু ভাল আছি।

আমি মনে করিয়াছিলাম,—তুমি কোরণ্ট মঠে চলিয়া গিয়াছ। কিন্তু তোমার পত্র পাইয়া বুঝিলাম, তুমি এখনও কলিকাতা মঠে আছ। কোরণ্ট মঠে একজন সেবককে পাঠাইবার জন্য * মহারাজকে ২বার পত্রে অনুরোধ করিয়াছি। এখন পর্য্যন্ত কোন সেবক না যাওয়ায় দুঃখিত হইলাম। এ বিষয়ে এখানে বসিয়া আমি কিরূপ ব্যবস্থা লইব?

কলিকাতা মঠের বিপদ-সঙ্কেত সম্বন্ধে আমাকে জানাইলে আমি কি ব্যবস্থা লইব? ঐ মঠ হইতে *কে অন্য মঠে পাঠাইবার ব্যবস্থা লওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই। **অন্য মঠে থাকিলেও তাহাকে সংযত হইয়াই থাকিতে হইবে। তুমি * ও *কে বল, তাহারা *কে অন্য কোন মঠে চলিয়া যাইতে বলুক্। নচেৎ মঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া ভাল।** পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ বিদেশ হইতে ফিরিলে, তাঁহাকে পত্র দিয়া ব্যবস্থা লইতে অনুরোধ করুক্। যদি আমার পত্র দেখাইলে কাজ হয়, তবে উহা দেখাইয়া তাহাকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বলা দরকার।

*এর * ও আরও ২/১ জন সেবকের সহিত বরাবরই কোন বনিবনা

নাই। আমি উহাদের ঐ গণ্ডগোল মিটাইতে অক্ষম। পূজ্যপাদ * মহারাজ চেষ্টা করিয়াছেন, বিফল হইয়াছেন। উহাদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, হিংসা ও বিদ্বেষ কোনদিনই মিটিবে না, মনে হয়। আমি উহাদের মধ্যে মিলমিসের চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছি।

তুমিও অত্যধিক গরমের জন্য ২০/২২ দিন কষ্ট পাইয়াছ জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আশা করি, বর্ত্তমানে কিছুটা ভাল আছ। আমি তোমার জন্য দূর হইতে কিছু অর্থসাহায্য ছাড়া আর কি করিতে পারি?

কাল কলি। কেহ মিলিয়া-মিশিয়া চলিবে না। তুমি আমি চেষ্টা করিলেই হইবে না। সুব্যবস্থা থাকিলেই, মানুষ ভালভাবে চলিতে পারে—এরূপ কোন ক্ষেত্র নাই। **মিটিং করিয়া বা আইন করিয়া কোন কাজ হয় না। যাঁহারা হরিভজন করিবেন, তাঁহাদেরই ঠিকভাবে চলিতে হইবে। যদি কেহ হরিভজন করিতে মঠে আসিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ঠিকভাবে চলিবেন। যাহাদের ঐরূপ প্রচেষ্টা নাই, তাহারা মঠে থাকিয়াই বা কি হইবে? হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাই যদি মুখ্য তাৎপর্য্য হয়, তবে ঝগড়া-বিবাদ-বিসম্বাদ হইবে কেন?** দেখ, তুমি চেষ্টা করিয়া যদি পরস্পরের মধ্যে মতান্তর-মনান্তর দূর করিতে পার, আমি তোমার প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব।

আমার দণ্ডবৎ জানিবে। মঠবাসী সকলকে আমার স্নেহাশীস্ জানাইবে। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন